নিবিড় পরিবীক্ষণ

প্রতিবেদন

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	সূচিপত্র	
	Acronyms and Abbreviations	i
	Glossary (শব্দকোষ)	ii
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	iii
	প্রথম অধ্যায় – প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	১
১.১	ভূমিকা	১
১.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
১.৩	প্রকল্পের লক্ষ্য	১
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৫	লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের আউটপুট	২
১.৬	প্রকল্পের অবস্থান	২
১.৭	প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	২
১.৮	প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা	২
১.৯	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	৩
১.১০	প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.১১	প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	৪
১.১২	প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা	৯
১.১৩	প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (Log-Frame)	১১
১.১৪	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১২
১.১৫	প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)	১২
১.১৫.১	সম্পদ এবং দায়	১৩
১.১৫.২	প্রকল্পের নথিপত্র	১৩
১.১৫.৩	প্রকল্পের তত্ত্বাবধান	১৩
১.১৫.৪	জনবল	১৩
	দ্বিতীয় অধ্যায় – নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা	
২.১	সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)	১৫
২.২	সমীক্ষা পরিচালনা কর্মপদ্ধতি	১৬
২.৩	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা নির্বাচন কমিটি	১৬
২.৪	সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন	১৭
২.৫	জরিপ পদ্ধতি	১৮
২.৫.১	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১৮
২.৫.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের প্রধান সূচক, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ এবং তথ্যের উৎস	১৯
২.৬	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২৪
২.৭	সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৫
	তৃতীয় অধ্যায় – ফলাফল পর্যালোচনা	
৩.১	সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা	২৯
৩.১.১	অর্থবছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	২৯
৩.১.২	সার্বিক এবং বিস্তারিত অগ্রগতি অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক)	৩০
৩.১.৩	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা নির্বচন ও আবাসন বরাদ্দ চূড়ান্তকরণ	৩১
৩.১.৪	অগ্রগতির বিশ্লেষণ	৩২
৩.২.১	ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)	৩৩
৩.২.২	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩৭
৩.২.৩	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগিদের নিয়ম প্রতিপালন)	৩৯

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.২.৪	প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা	৩৯
৩.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা	৪০
৩.৩.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা	৪০
৩.৩.২	লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৪০
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৪৩
৩.৪.১	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত	৪৩
৩.৪.২	জনবল নিয়োগ	৪৩
৩.৪.৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন	৪৪
৩.৪.৪	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন	৪৪
৩.৪.৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা আয়োজন	৪৪
৩.৪.৫.১	প্রকল্পের মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন কমিটি	৪৪
৩.৪.৬	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৪৫
৩.৪.৭	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ	৪৫
৩.৪.৮	অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদি	৪৫
৩.৪.৯	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালকের মতামত	৪৬
৩.৪.১০	স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন	৪৬
৩.৪.১১	এফ জি ডি'র ফলাফল বিশ্লেষণ	৪৭
৩.৫.১	প্রাথমিক (মাঠ পর্যায়ের জরিপের) তথ্যাদি বিশ্লেষণ	৪৮
৩.৬.১	সমীক্ষার জন্য সরেজমিনে বীর নিবাস পরিদর্শন	৫৪
৩.৭	বীর নিবাসের ডিজাইন	৬২
৩.৭.১	সেকেন্ডারী তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	৬২
৩.৮	উপজেলা আবাসন বরাদ্দ/নির্বাচন কমিটির মতামত	৬৩
	চতুর্থ অধ্যায় - প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক পর্যালোচনা (SWOT বিশ্লেষণ)	
৪.১	প্রকল্পের সবলদিক	৬৫
৪.২	প্রকল্পের দুর্বলদিক	৬৫
৪.৩	প্রকল্পের সুযোগ	৬৫
৪.৪	প্রকল্পের ঝুঁকি	৬৫
	সবল দিকসমূহের পর্যালোচনা	৬৬
	দুর্বল দিকসমূহের পর্যালোচনা	৬৬
	প্রকল্পের সুযোগ পর্যালোচনা	৬৬
	প্রকল্পের ঝুঁকি পর্যালোচনা	৬৭
	পঞ্চম অধ্যায় - সমীক্ষার পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ	
৫.১	সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা	৬৯
৫.১.১	প্রাথমিক তথ্যাদি পর্যালোচনা	৭০
৫.২	সরেজমিনে বীর নিবাস পরিদর্শনের ফলাফল পর্যালোচনা	৭০
৫.৩	সেকেন্ডারী তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	৭১
৫.৪	প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক পর্যালোচনা (SWOT বিশ্লেষণ)	৭২
৫.৫	পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৭২
	ষষ্ঠ অধ্যায় - সুপারিশমালা ও উপসংহার	
৬.১	সুপারিশমালা	৭৫
৬.২	উপসংহার	৭৬

সারণি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সারণি-২.১	প্রকার অনুসারে তথ্যদাতার সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ	১৯
সারণি-২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার টেবিল	২৫
সারণি ৩.১	প্রকল্পের অর্থবছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় নিম্নের সারণি-তে প্রদান করা হলো (এপ্রিল পর্যন্ত)	২৯
সারণি ৩.২	সার্বিক এবং বিস্তারিত অগ্রগতি অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক)	৩০
সারণি ৩.৩	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)	৩৩
সারণি ৩.৪	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)	৩৩
সারণি ৩.৫	প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)	৩৪
সারণি ৩.৬	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা	৩৪
সারণি ৩.৭	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা	৩৫
সারণি ৩.৮	ডিপিপিতে অনুমোদিত এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়নকৃত কার্য ক্রয় পরিকল্পনার তুলনা	৩৬
সারণি ৩.৯	বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের মতামত জরিপ ও বিশ্লেষণ	৪৯

চিত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১	একটি সমাপ্ত বীর নিবাসের ছবি। (উপজেলা- মদন; জিলা- নেত্রকোনা)	৫৫
চিত্র-২	একটি সমাপ্ত বীর নিবাসের ছবি। (জেলা- নেত্রকোনা)	৫৫
চিত্র-৩	ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার চরযশোরদি ইউনিয়নের এক জন বীর মুক্তিযোদ্ধার বীর নিবাসের বাম হতে ডানদিকে আড়াআড়ি ফাটল সৃষ্টি হয়েছে	৫৬
চিত্র-৪	দেওয়ালের ইটের কাজ ভাল নয়। ইট ফ্লাট করে স্থাপন না করে কাত করে স্থাপন করা হয়েছে	৫৬
চিত্র-৫	সমীক্ষাদলের সদস্যরা একটি বীর নিবাসের দেওয়াল পরিমাপ করে পরীক্ষা করছেন	৫৭
চিত্র-৬	একটি বীর নিবাসের দেওয়ালে ফাটল সৃস্টি হয়েছে। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)	৫৭
চিত্র-৭	সমীক্ষা দল কর্তৃক একটি বীর নিবাসের ছাদের নির্মাণ কাজ পরীক্ষা করা হচ্ছে	৫৮
চিত্র-৮	ইটের দেওয়ালটি বাঁকা করে নির্মাণ করা হয়েছে। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)	৫৮
চিত্র-৯	একটি বীর নিবাসের দেওয়ালের প্লাস্টারে ফাটল। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)	৫৯
চিত্র-১০	বীর নিবাসের প্লাস্টারের বালি-সিমেন্ট ঝরে পড়ে গেছে। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)	৫৯
চিত্র-১১	একটি বীর নিবাসের দেওয়ালের উপরের সারি ইট কাত করে বসানো হয়েছে	৬০
চিত্র-১২	একটি বীর নিবাসের সম্মুখের প্রধান কাঠের দরজা। নিম্নমানের কাঠের	৬০

পরিশিষ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট-১	প্রশ্নমালা ১: প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের জন্য	৭৭
পরিশিষ্ট-২	প্রশ্নমালা ২: বীর নিবাস বরাদ্দ পান নাই এমন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য	৮০
পরিশিষ্ট-৩	এফজিডি গাইডলাইনস	৮২
পরিশিষ্ট-৪	KII গাইডলাইনস	৮৪
পরিশিষ্ট-৫	প্রশ্নমালা ৩: প্রকল্প পরিচালকের জন্য	৮৬
পরিশিষ্ট-৬	প্রশ্নমালা ৪: প্রকল্পের পূর্ত নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণকারী ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য	৮৯
পরিশিষ্ট-৭	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	৯৩

Acronyms and Abbreviations

ADP	Annual Development Program
BoQ	Bill of Quantities
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
F.M.	Fineness Modulus
FGD	Focus Group Discussion
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informants' Interview
LTM	Limited Tendering Method
MoLWA	Ministry of Liberation War Affairs
NOA	Notice of Award
O & M	Operation and Maintenance
OTM	Open Tendering Method
OVI	Objectively Verifiable Indicators
PD	Project Director
PIC	Project Implementation Committee
PPA	Public Procurement Act (2006)
PPR	Public Procurement Regulations (2008)
PSC	Project Steering Committee
RDPP	Revised Development Project Proposal
SACIL	S A Consult International Limited
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	Terms of Reference
WO	Work Order
WP	Work Plan

শব্দকোষ (Glossary)

Waterproofing patent stone	:	আর, সি, সি, roof-এর উপরে ৩৮ মিলিমিটার পাথর কনা ও সিমেন্ট-বালির মিশ্রনের ঢালাই। প্রচলিত ১০০ মিলিমিটার পুরু লাইমট্রেসিং (lime-tracing) এর পরিবর্তে বীর নিবাসের ছাদের উপরে প্রদান করা হচ্ছে।
Soakwell	:	সেপ্টিকট্যাংকের পানির সাথে মিশ্রিত ময়লা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শোধন হওয়ার জন্য সেপ্টিকট্যাংক হতে প্রায় ২.৫ মিটার দূরে মাটির নিচে নির্মিত ছিদ্রযুক্ত দেওয়ালের কূয়া। কূয়ার উপরের আর, সি, সি, স্লাব (r.c.c. slab) প্রদান করা হয়।
লগ-ফ্রেম	:	লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ককে (Logical Framework) সংক্ষেপে লগ-ফ্রেম (Log Frame) বলা হয়। আরেক নাম। ইহা একটি ম্যাট্রিক্স আকারে ইপ্সিত প্রকল্পের লক্ষ্য, কার্যকলাপ এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের একটি ওভারভিউ (overview) প্রদান করে। এতে প্রকল্প এবং এর কার্যকলাপের উপাদানগুলো নির্দিষ্ট করা হয় এবং একটিকে অন্যটির সাথে সম্পর্কিত করার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করা হয়।
এক্সিট প্ল্যান	:	এ প্ল্যানে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রকল্পকে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করার ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়।
নমুনায়ন	:	নমুনায়ন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমগ্রকের ভিতর থেকে কিছু সংখ্যক একক বেছে নেয়া হয় ।
Honeycomb	:	মূল অর্থ মধুচক্র। সিমেন্ট-কনক্রিট ঢালাই করার সময়ে সার্টারে ফাঁক থাকলে মিশ্রনের পানি নিচে পড়ে যায়। তখন ঢালাইয়ের মধ্যে Honeycomb পরিলক্ষিত হয়।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। এটা বাঙালি জাতির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গানারা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকে এখনও অসচ্ছলভাবে দিনাতিপাত করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহীদ/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী অথবা সন্তানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পটি ১৬.০৩.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,১২,২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা যা বাংলাদেশ সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করেছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ৩৪ মাস। এ প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশের ৫০০টি উপজেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা অর্থাৎ যাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ব্যতীত বার্ষিক আয় ৬০,০০০ টাকা এবং যাদের নিজস্ব কোন বাড়ি-ঘর নেই তাদের মধ্যে ৩০,০০০ বীর নিবাস নির্মাণ করে উপহারস্বরুপ প্রদান করা।

ডিপিপিসহ আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাজ পরিদর্শন এবং অবকাঠামোসমূহের উপযোগিতা ও ব্যবহারযোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সরেজমিনে সংখ্যাগত জরিপ ও গুণগত জরিপ/মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, ব্যয় বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, নির্মাণ কাজের গুণগতমান, বীর নিবাসের ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন, কাজের পরিমাপ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণসহ তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিরুপন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ফলাফল পর্যলোচনা, পর্যবেক্ষণসহ পরিশেষে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান কাজ হলো বীর নিবাস নির্মাণ। ইতোমধ্যে ১৭,৬৬০টি বীর নিবাস (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৯%) নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫,৮৭৯টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে (অগ্রগতি ২০%) এবং নির্মিত বীর নিবাসের মধ্যে ৫০০০টি সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১২,৩৪০ টির (প্রায় ৪১%) দরপত্র আহবান করা সম্ভব হয়নি। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তব কাজের ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি ২১.২৮%। পক্ষান্তরে মোট বরাদ্দ ৪,১২,২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা হতে ১,৪৯,২৬০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩৭%। প্রকাশ থাকে যে, Schedule of Rates ২০১৮ মোতাবেক জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত বীর নিবাস ১৬২০টি এবং Schedule of Rates ২০২২ মোতাবেক ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত বীর নিবাস ৩৩৮০টি; সর্বমোট ৫০০০টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে PIC, PSC কমিটি ও পরিকল্পনা কমিশন হতে কোন ধরণের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি যা, PPR-2008 এর পরিপন্থি। প্রকল্পের পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ প্রকল্প পরিচালক সম্পন্ন করেছেন। বীর নিবাস নির্মাণ কাজের দরপত্র স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ আহবান, মূল্যায়ন ও অনুমোদন করেছেন। পূর্ত কাজের কয়েকটি ক্ষেত্রে দরপত্র প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া ডিপিপি'তে 'ওটিএম' পদ্ধতি অনুমোদিত ছিল সেগুলোকে বিভাজন করে 'এলটিএম' ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতিকে 'এলটিএম' পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার নির্দেশনা ডিপিপি'তে নেই। এক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কিছুটা ব্যত্যয় ঘটেছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের কোনো অডিট আপত্তি পাওয়া যায়নি।

প্রকল্পের পণ্য ও পূর্ত কাজ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হচ্ছে। জরিপে দেখা গেছে, বীর নিবাস নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক (৯৭% উপকারভোগীর মতে)। কতিপয় ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইট নিম্নমানের প্রতিয়মান হয়েছে। সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত করে সোকপিট (soakpit) নির্মাণ করা এবং সানসেডের (sunshade) প্রস্থ বৃদ্ধির করার জন্য বরাদ্দপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মর্টার অথবা প্লাস্টারের প্রয়োজনের চেয়ে কম সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতার অভাবেও কাজের গুণগতমানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিছু ক্রেত্রে দেওয়ালে ফাটল ও দরজায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে বীর নিবাসের রুমের, টয়লেটের, কিচেন রুমের, বাথরুমের ও ডাইনিং রুমের সাইজসহ সমুদয় কার্যক্রম ডিজাইনের সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য একটি মূল্যায়ন কমিটি রয়েছে কিন্তু

এখনো পর্যন্ত কোন মধ্যবর্তী মুল্যযন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। বীর নিবাসে সুপেয় পানি সরবরাহের সমস্যা রয়েছে। নলকূপের গভীরতা কম হওয়ার কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা প্রয়োজনের তুলনায় কম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রকল্পের অন্যতম সবলদিকসমূহ হলো প্রকল্পটির আর্থিক ব্যয়ের সম্পুর্ণ অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজে কোন বৈদেশিক অর্থায়ন নেই ফলে দাতাদের কোন নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা নেই। তাই প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে। দুর্বলদিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য ডিপিপি'তে অনুমোদিত জনবল সম্পুর্ণ নিয়োগ না করা। প্রকল্পের সুযোগের মধ্যে রয়েছে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়া। প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্নিদুর্ঘটনার মত পরিস্থিতি, ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ও পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারনে প্রকল্প কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি ঝুঁকি।

প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলায় ও মহানগরে একই সাথে চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট ১২,৩৪০টি বীর নিবাস নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবানসহ সমুদয় কার্যক্রম এক বছর সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন ও তার অঙ্গসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভাল রাখার উদ্দেশ্যে মাননিয়ন্ত্রন তদারকির কাজ জোরদার করা। বীর নিবাসের সুপেয় পানি সরবরাহ করার প্রয়োজনে নলকুপের গভীরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, সামান্য কয়েকটি ব্যতীত সকল বীর নিবাসের কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রকল্প সমাপ্তি ও বরাদ্দপ্রাপ্ত সকলকে বীর নিবাস হস্তান্তর করার সাথে সাথে ঈস্পিত লক্ষ্য (goal) পূর্ণ অর্জিত হবে।

==

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্র এবং অসচ্ছলভাবে দিনাতিপাত করছেন। এটি মোটেই কাম্য নয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের জন্য বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছে। তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য সমাজের ও রাষ্ট্রের অনেক দায়ভার রয়েছে।

তাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী (২০২০ খ্রিঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী অথবা সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের জন্য আবাসন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকার অনুমোদন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য আবাসন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক: ECNEC) সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা। ৬৪ জেলায় (মহানগর, জেলা শহর এবং উপজেলা এলাকায়) ৩০,০০০ "বীর নিবাস" নির্মাণ করা হবে। এ কাজে কোনো ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের নিজস্ব জমি অথবা প্রয়োজনে সরকারি খাস জমি বীর নিবাস নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে। এই প্রকল্প থেকে সরকার কোন রাজস্ব উপার্জন করবে না। তবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩০,০০০ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁদের জীবনমানের উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে এই প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে । সে লক্ষ্যেই আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪১২২৯৮.৮৪

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীরমুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বীর নিবাস নির্মাণ।

১.৫ লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের আউটপুট

- মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/ প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ।
- বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

১.৬ প্রকল্পের অবস্থান

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
৮	৬৪	সকল উপজেলা ও মহানগর	-	হ্যাঁ

১.৭ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি

		মূল অনুমোদিত	সংশোধিত অনুমোদিত/ অনুমোদিত	পার্থক্য (+/-) (মূল অনুমোদিত-এর সাথে সংশোধিত)
(ক)	মোট	৪১২২৯৮.৮৪	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।
(খ)	জিওবি	৪১২২৯৮.৮৪	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।
(গ)	প্রকল্প সাহায্য	-	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।

১.৮ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৪১২২৯৮.৮৪	৪১২২৯৮.৮৪	-	-	জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩ (৩৪ মাস)	১৬/০৩/২০২১ (একনেক কর্তৃক অনুমোদন)	-	-

১.৯ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য দেশের ০৮ (আটটি) বিভাগের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলায় ও মহনগরে বীর নিবাস নির্মাণ কাজ।	৩০,০০০ বীর নিবাস।
২	ডেস্কটপ কম্পিউটার (অল ইন অল) সংগ্রহ, ডেস্কটপ প্রিন্টার সংগ্রহ, ল্যাপটপ কম্পিউটার সংগ্রহ ইত্যাদি	১৪১০ টি।
৩	সেবা সংগ্রহ (জনবল সংগ্রহ)	১০৮০ জনমাস।

১.১০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

ক্রঃ নং	প্রধান অঙ্গসমূহের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	ডিপিপি/ টিপিপি অনুসারে ব্যয় (লক্ষ টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১০৮ জন মাস	৭৭.৮০
২	কর্মচারীদের বেতন	৩৬ জন মাস	৮.৮০
৩	ভাতাদি	১০৮০ জন মাস	১৫৫.০৭
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২২১৪.৫২
৫	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৬.০০
	উপ-মোট রাজস্ব		২৫০২.১৯
৬	সম্পদ অর্জন	১৪১০ টি	৬৬৪.৯৭
৭	পূর্ত নির্মাণ কাজ	৩০,০০০ বীর নিবাস	৪০৩০৮৫.৪০
	উপ-মোট মূলধন খাত		৪০৬২৫২.৫৬
৮	ফিসিক্যাল কনটিনজেনন্সি	থোক	২০১৫.৪৩
৯	প্রাইস কনটিনজেন্সি	থোক	৪০৩০.৮৫
	সর্বমোট		৪১২২৯৮.৮৪

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

১.১১ প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	ইকোনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২০-২০২১)			বছর-২ (২০২১-২০২২)			বছর-৩ (২০২২-২০২৩)			বছর-৪ (২০২৩-২০২৪)		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
(ক)	রাজস্ব কম্পোনেন্ট																	
১	অফিসারদের বেতন																	
	মূল বেতন	জনমাস	-	১০৮	৭৭.৮৩	০.০০	৬.৪৯	৮.৩৩	০.০০	২৫.৯৪	৩৩.৩৩	০.০১	২৫.৯৪	৩৩.৩৩	০.০০৬	১১.৪৬	২৫.০০	০.০০৫
	কর্মচারীদের বেতন																	
	মূল বেতন	জনমাস	-	৩৬	৮.৮	০.০০০	০.৭৩	৮.৩৩	০.০০	২.৯৪	৩৩.৩৩	০.০০	২.১৪	৩৩.৩৩	০.০০১	২.২৩	২৫.০০	০.০০১
	ভাতাদি																	
	শিক্ষা ভাতা	জনমাস	-	১৪৪	১.৪৪	০.০০	০.১২	৮.৩৩	০.০০	০.৪৮	৩.৩৩	০.০০	০.৪৮	৩৩.৩৩	০.০০	০.৩৬	২৫.০০	০.০০০
	বাড়ী ভাড়া	জনমাস	-	১৪৪	৪১.৩	০.০০	৩.৪৪	৮.৩৩	০.০০	১৩.৭৬	৩.৩৩	০.০০	১৩.৭৬	৩৩.৩৩	০.০০৩	১০.৩২	২৫.০০	০.০০৩
	চিকিৎসা ভাতা	জনমাস	-	১৪৪	২.১৬	০.০০	০.১৮	৮.৩৩	০.০০	০.৭২	৩.৩৩	০.০০	০.৭২	৩৩.৩৩	০.০০০	০.৫৪	২৫.০০	০.০০০
	মোবাইল ভাতা	জনমাস	-	১৪৮	২.০০	০.০০	০.১৭	৮.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০০	০.৫০	২৫.০০	০.০০০
	টিফিন ভাতা	জনমাস	-	৩৬	০.০৭	০.০০	০.০১	৮.৩৩	০.০০	০.০২	৩.৩৩	০.০০	০.০২	৩৩.৩৩	০.০০১	০.০২	২৫.০০	০.০০০
	উৎসব ভাতা	জনমাস	-	১৪৪	১৪.৪	০.০০	১.২০	৮.৩৩	০.০০	৪.৮১	৩.৩৩	০.০০	৪.৮১	৩৩.৩৩	০.০০০	৩.৬১	২৫.০০	০.০০১
	নববর্ষ ভাতা	জনমাস	-	১৪৪	১.০	০.০০	০.০১	৮.৩৩	০.০০	০.৩৪	৩.৩৩	০.০০	০.৩৪	৩৩.৩৩	০.০১	০.২৬	২৫.০০	০.০০
	অন্যান্য ভাতা	জনমাস	-	১৪৪	৯২.৭	০.০০	৭.৭২	৮.৩৩	০.০০	৩০.৮৯	৩.৩৩	০.০১	৩০.৮১	৩৩.৩৩	০.০০	২৩.১৭	২৫.০০	০.০১
	প্রশাসনিক ব্যয়		-															
	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	-	-	এলএস	১.০০	০.০০	০.০৮	৮.৩৩	০.০০	০.৩৩	৩.৩৩	০.০০	০.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.২৫	২৫.০০	০.০০
	আপ্যায়ন	-	-	এলএস	৮২.২৯	০.০০	৬.৮৬	৮.৩৩	০.০০	২৭.৪৩	৩.৩৩	০.০১	২৭.৪৩	৩৩.৩৩	০.০১	২০.৫৭	২৫.০০	০.০০
	আউটসোর্সিং	জনমাস	-	১০৮০	৮০৯.৬৮	০.০০	৬৭.৪৭	৮.৩৩	০.০০	২৬৯.৮৯	৩.৩৩	০.০৭	১৬৯.৯৯	৩৩.৩৩	০.০৭	২০২.৪২	২৫.০০	০.০৫
	সেমিনার, ওয়ার্কসপ	-	৩.০০	৮	২০.০০	০.০০	৬.০০	২৫.০০	০.০০	৯.০০	৩৭.৫০	০.০০	৬.০০	৩৩.৩৩	০.০০	৩.০০	২৫.০০	০.০০
	বিদ্যুৎ	-	-	এলএস	২.৩০	০.০০	০.৬৭	৮.৩৩	০.০০	২.৬৭	৩.৩৩	০.০০	২.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০	২.০০	২৫.০০	০.০০
	পানি	-	-	এলএস	৫	০.০০	০.১৭	৮.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০	০.৫০	২৫.০০	০.০০
	কুরিয়ার	-	-	এলএস	১.০০	০.০০	০.০৪	৮.৩৩	০.০০	০.১৭	৩.৩৩	০.০০	০.১৭	৩৩.৩৩	০.০০	০.১৩	২৫.০০	০.০০
	ইন্টারনেট	-	-	এলএস	১.০০	০.০০	০.০৮	৮.৩৩	০.০০	০.৩৩	৩.৩৩	০.০০	০.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.২৫	২৫.০০	০.০০
	ডাক	-	-	এলএস	১.০০	০.০০	০.০৮	৮.৩৩	০.০০	০.৩৩	৩.৩৩	০.০০	০.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.২৫	২৫.০০	০.০০
	টেলিফোন	-	-	এলএস	২.০০	০.০০	০.১৭	৮.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০	০.৫০	২৫.০০	০.০০

ক্রঃ নং	ইকোনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২০-২০২১)			বছর-২ (২০২১-২০২২)			বছর-৩ (২০২২-২০২৩)			বছর-৪ (২০২৩-২০২৪)		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	-	-	এলএস	১৬৩.০০	০.০০	১৩.৫৮	৮.৩৩	০.০০	৮১.৫০	৫০.০০	০.০২	৬৭.১২	৪১.৬৭	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০
	অফিস ভবন ভাড়া	৩৬ মাস	-	৯টি	১৩১.৪০	০.০০	১০.৯৫	৮.৩৩	০.০০	৪৩.৮০	৩.৩৩	০.০১	৪৩.৮০	৩৩.৩৩	০.০১	৩২.৮৫	২৫.০০	০.০১
	ফি চার্জ ও কমিশন		-															০.০০
	যানবাহণ ব্যবহার	টি	-	৩	১৬২.০০	০.০০	৫৪.০০	৩.৩৩	০.০০	৫৪.০০	৩.৩৩	০.০১	৫৪.০০	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ব্যাংক চার্জ	-	-	এলএস	৫.০০	০.০০	০.৪২	৮.৩৩	০.০০	১.৬৭	৩.৩৩	০.০০	১.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০	১.২৫	২৫.০০	০.০০
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ		-															
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৪.০০	২	৪৮.০০		২৪.০০	৫০.০০	০.০১	২৪.০০	৫০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	আভ্যন্তরীন ভ্রমন	-	-															
	আভ্যন্তরীন ভ্রমন ব্যয় (পিডি)		-	এলএস	১৩১.৬৮	০.০০	১১.৬৮	৮.৩৩	০.০০	৪৬.৫৬	৩.৩৩	০.০১	৪৬.৫৬	৩৩.৩৩	০.০১	১৮.১১	২৫.০০	০.০২
	পেট্রল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট																	
	পেট্রল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট উপজেলা	মাস	০.০০২০	৩৬	২৪০.৯৬	০.০০১	২০.০৮	৮.৩৩	০.০০	১২০.৪৮	৩.৩৩	০.০৩	১০০.৪০	৩৩.৩৩	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০
	মুদ্রণ ও মনিহারী	-	-	এলএস	৭৫.২৪	০.০০	৬.২৭	৮.৩৩	০.০০		৩.৩৩	০.০১	২৫.০৮	৩৩.৩৩	০.০০৬	১৮.৮১	২৫.০০	০.০০৫
	কম্পিউটার সামগ্রী	-	-	এলএস	৩৬.০০	০.০০	৩.০০	৮.৩৩	০.০০	২৫.০৮	৩.৩৩	০.০০	১২.০০	৩৩.৩৩	০.০০৩	৯.০০	২৫.০০	০.০০২
	মুদ্রণ ও বাধাই	-	-	এলএস	০.৫০	০.০০	০.০৪	৮.৩৩	০.০০	১২.০০	৩.৩৩	০.০০	০.১৭	৩৩.৩৩	০.০০০	০.১৩	২৫.০০	০.০০০
	অন্যান্য মনিহারী	-	-	এলএস	২৫.২০	০.০০	২.১০	৮.৩৩	০.০০	০.১৭	৩.৩৩	০.০০	৮.৪০	৩৩.৩৩	০.০০২	৬.৩০	২৫.০০	০.০০০
	সাধারণ সরবরাহ	-	-	এলএস	২.০০	০.০০	০.১৭	৮.৩৩	০.০০	৮.৪০	৩.৩৩	০.০০	০.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০০	০.৫০	২৫.০০	০.০০০
	পেশাগত সেবা	-	-															০.০১৪

ক্রঃ নং	ইকোনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২০-২০২১)			বছর-২ (২০২১-২০২২)			বছর-৩ (২০২২-২০২৩)			বছর-৪ (২০২৩-২০২৪)		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
	জরিপ/মধ্যবর্তি মূল্যায়ণ	সংখ্যা	৮.০০	১	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	নিরপেক্ষ মূল্যায়ন (৩য় পক্ষ)	সংখ্যা	২০.০০	১	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	৩৩.৩৩	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০১
	কর্মচারী ভিন্ন অন্যদের জন্য ভাতাদি														০.০১৮			০.০০০
	সম্মানি/ পরিতোষিক	-	-	এলএস	২২৬.০০	০.০০১	১৮.৮৩	৮.৩৩	০.০০	৭৫.৩৩	৩.৩৩	০.০০	৭৫.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০০	০.০০	২৫.০০	০.০০০
	মেরামত ও সংরক্ষণ								০.০০		৩.৩৩	০.০০		৩৩.৩৩	০.০০১	৫৬.৫০	২৫.০০	০.০০
	আসবাবপত্র	-	-	এলএস	৫.০০	০.০০	০.৪২	৮.৩৩	০.০০	১.৬৭	৩.৩৩	০.০০	১.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০০	০.০০	২৫.০০	০.০০
	কম্পিউটার	-	-	এলএস	১৫.০০	০.০০	১.২৫	৮.৩৩	০.০০	৫.০০	৩.৩৩	০.০০	৫.০০	৩৩.৩৩	০.০০০	১.২৫	২৫.০০	০.০০
	অফিস সরঞ্জমাদি	-	-	এলএস	৩.০০	০.০০	০.২৫	৮.৩৩	০.০০	১.০০	৩.৩৩	০.০০	১.০০	৩৩.৩৩	০.২০৭	৩.৭৫	০.০০	০.০০
	অফিস ভবন মেরামত	-	-	এলএস	২৩.০০	০.০০	২৩.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৩৩	০.০০	০.৭৫	০.০০	০.০০০
	উপমোট	-	-		২০০২.১৮		২১১.৭৭	০.০০১	০.০০	১০১.৩৯১	৩৬.০২	০.০০	৮৫২.৭০	৩৪.০৮	০.২০৭	৪৫৬.৩১	০.০০	০.১১
	মূলধন ব্যয়		-															
	বসবাসরত স্থাপনা		-															
	আবাসিক ভবন (বীর নিবাস)	বীর নিবাস	১৩.৪৩৬১৮	৩০০০০	৪০৩০৬৫.৪০	০.০০	২০১৫৪.২৭	৫.০০	৪.৮৯	২০১৫৪২.৭০	৫০.০০	৪৮.৮৮	১২০৯২৫.৬২	৩০.০০	২৯.৩৩০	৬০৪৬২.৮১	০.০০	১৪.৬৬৫
	পরিবহন সরঞ্জমাদি ব্যতিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি																	
	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	০.৭০	২	১.৪০	০.০০	১.৪০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং	সংখ্যা	০.৮২	৫৩৪	৪৩৭.৮৮	০.০০১	৪৩৭.৮৮	১০০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০

ক্রঃ নং	ইকোনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২০-২০২১)			বছর-২ (২০২১-২০২২)			বছর-৩ (২০২২-২০২৩)			বছর-৪ (২০২৩-২০২৪)		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
	আনুসাঙ্গিক																	
	ল্যাপটপ	সংখ্যা	০.৮৩	৪	৬.২০	০.০০	৩.২০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	প্রিন্টার	সংখ্যা	০.৩০	৫৩৪	১৬৫.২০	০.০০	১৬০.২০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	স্ক্যানার	সংখ্যা	০.৪৫	২	০.৯০	০.০০	০.৯০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	রাউটার	সংখ্যা	০.০৭	১০	০.৭২	০.০০	০.৭২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	এক্সট মডেম	সংখ্যা	০.০৩	১০	০.৩০	০.০০	০.৩০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি						১.০২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ক্যামেরা	সংখ্যা	১.৩	১	১.৩০	০.০০	১.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	এয়ারকন্ডিশনার	সংখ্যা	১.২০	১	৬.০০	০.০০	৬.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	টিভি	সংখ্যা	০.৬০	৫	০.৮০	০.০০	০.৬০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	সিলিং ফ্যান	সংখ্যা	০.০৪	১	২.০০	০.০০	২.০০	১০০.০০	০.০০০.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	রেফ্রিজারেটর	সংখ্যা	০.৭৫	৪৮	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	মাইক্রো ওভেন	সংখ্যা	০.৩৩	১	০.৩৩	০.০০	০.৩৩	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	আইপিএস	সংখ্যা	১.৫০	১	২.৫০	০.০০	১.৫০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১.৫০	১	৩.০০	০.০০	৩.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	০.৩	১	০.৩০	০.০০	০.৩০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	আসবাবপত্র টেবিল	সংখ্যা	০.৭৫	১	৩.৭৫	০.০০	৩.৭৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	এক্সিকিউটিভ টেবিল চেয়ার	সংখ্যা	০.৪৫	৫	১১.৭০	০.০০	১১.৭০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	কম্পিউটার টেবিল	সংখ্যা	০.৩৫	২৬	১.৭৫	০.০০	১.৭৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	কম্পিউটার চেয়ার	সংখ্যা	০.১০	৫	৩.৪০	০.০০	৩.৪০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	আলমিরা	সংখ্যা	০.০৮	৩৪	২.৭২	০.০০	২.৭২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	০.৩৫	৩৪	৪.২০	০.০০	৪.২০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	সোফা সেট	সংখ্যা	০.২০	১২	৬.০০	০.০০	৬.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ভিজিটর চেয়ার	সংখ্যা	১.৫০	৩০	১.৫০	০.০০	১.৫০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	বুক সেলফ	সংখ্যা	০.০৮	১	৫.৬০		৫.৬০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	কনফারেন্স টেবিল চেয়ার	সংখ্যা	২.৫০	৭০	০.৪৫	০.০০	০.৪৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
							২.৫০			০.০০		০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০

ক্রঃ নং	ইকোনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২০-২০২১)			বছর-২ (২০২১-২০২২)			বছর-৩ (২০২২-২০২৩)			বছর-৪ (২০২৩-২০২৪)		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
	উপমোট মুলধন ব্যয়				৪০৩৭৫০.৩৭	০.৯৭১	২০৮১৯.২৪	৫.১৬	৫.০৫	২০১৫৪২.৭০	৪১.৯২	৪৮.৮৮	১২০১২৫.৬২	২৯.১৫	২৯.৩৩০	৬০৪৬২.৮১	১৪.১৮	১৪.৬৬৫
	মোট (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়)				৪০৬২৫২.৫৬	০.৯৮৫	২১১১১.০১	৫.২০	৫.১২	২০২৪৪৪৪.০১	৪৯.৮৩	৪১.১০	২২১৭৭৮.৩৫	২১.৯৮	২৯.৫৩৬	৬০১১৯.১২	১৫.০০	১৪.৭৭৫
	ফিজিক্যাল কনঃ				২০১৫.৪৩	০.০০৫	১৬৭.৯৫	৮.৩৩	০.০৪	৬৭১.৮১	৩৩.৩৩	০.১৬	৬৭১.৮১	৩৩.৩৩	০.১৬০	৫০৩.৮৬	২৫.০০	০.১২২
	প্রাই কনঃ				৪০৩০.৮৫	০.০১০	৩৩৫.৯০	৮.৩৩	০.০৮	১৩৪৩.৬২	৩৩.৩৩	০.৩৩	১৩৪৩.৬২	৩৩.৩৩	০.৩৩	১০০৭.৭১	২৫.০০	০.২৪৪
	সর্বমোট (ক+খ+গ)				৪১২২৯৮.৮৫	১.০০০	২১৬১৪.৮৬	৫.২৪	৫.২৪	২০৪৪৫৯.৫২	৪৯.৫৯	৪৯.৫৯	১২৩৭১৩.৭৭	৩০.০৩	৩০.০২৬	৬২৪৩০.৬৯	১৫.১৪	১৫.১৪২

১.১২ প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১	কম্পিউটার ইত্যাদি	সংখ্যা	১১৩৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২৬.২৪	ফেঃ/২০২১	মার্চ/২০২১	এপ্রিল/২০২১
জিডি-২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি	সংখ্যা	৫৭	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.১৮	ফেঃ/২০২১	মার্চ/২০২১	এপ্রিল/২০২১
জিডি-৩	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	২১৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.৫৭	ফেঃ/২০২১	মার্চ/২০২১	এপ্রিল/২০২১
							৬৮০.৯৯			

(খ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-৪	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.০০	ফেঃ/২০২১	মার্চ/২০২১	এপ্রিল/২০২১
এনসিএস-১	জনসেবা	সংখ্যা	১০৮০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০৯.৬৮	ফেঃ/২০২১	মার্চ/২০২১	এপ্রিল/২০২১
							৯১৭.৬৮			

(গ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
কার্য-১.১	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য-১.২	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য-১.৩	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য-১.৪	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য-১.৫	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৯১	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২২২.৬৯	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য-২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৬২	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহীকর্ম কর্তা	জিওবি	৮৩১.৪১	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
কার্য-৫০১	নবীগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহীকর্ম কর্তা	জিওবি	৬০৪.৬৩	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
		মোট	২৭৭৫৪				৩৭২৯০৭.৭৪			
			২২৪৬		মন্ত্রণালয়		৩০১৭৭.৬৬			
		সর্বমোট	৩০,০০০				৪০৩০৮৫.৪০			

(ঘ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদ নকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
কার্য-১.১	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.২	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.৩	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.৪	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.৫	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৯১	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২২২.৬৯	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৬২	ওটিএম	ইউএনও	জিওবি	৮৩১.৪৩	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
কার্য-৫০০	মাধবপুর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৫৯	ওটিএম	ইউএনও	জিওবি	৭৯২.৭৩	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-৫০১	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম	ইউএনও	জিওবি	৬০৪.৬৩	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
প্যাকেজ কার্য-১.১ হতে কার্য ৫০১ পর্যন্ত মোট ৫০৫টি প্যাকেজ	ঢাকা মহানঘর ও ৫০০টি উপজেলা	বীর নিবাস	সংখ্যা	২৭৭৫৪				৩৭২৯০৫.০৫			

তথ্যসুত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

(ঙ) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য) (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
কার্য -২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	১৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	২১১.৫০	জুলাই-২০২২	আগষ্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
ক্রমান্বয়ে কার্য-৩ হতে পর্যন্ত ৪৯৯	…..	…..	….	….	….	….	….	….	….	….	…..
কার্য -৫০০	মাধবপুর	বীর নিবাস	সংখ্যা	২৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৩৫২.৫০	জুলাই-২০২২	আগষ্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
প্যাকেজ কার্য-২ হতে কার্য-৫০০ পর্যন্ত মোট ৫০০টি প্যাকেজ।	৫০০ উপজেলা	বীর নিবাস	সংখ্যা	৫৩১৪	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৭৪৯২৭.৪০	জুলাই-২০২২	আগষ্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২

তথ্যসুত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

মন্তব্য: উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রত্যেক প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন “এলটিএম” উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ডিপিপিতে কতিপয় প্যাকেজের জন্য “ওটিএম” এবং কতিপয় প্যাকেজের জন্য “এলটিএম” ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় ডিপিপি হতে ব্যত্যয় করা হয়েছে।

১.১৩ প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (Log-Frame)

প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক নিম্নরূপ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১) লক্ষ্য (Goal) মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।	২০২৩ সালের মধ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০ আবাসন (বীর নিবাস নির্মাণ।	i)প্রকল্প কার্যালয়ের ii) নথিপত্র iii)প্রকল্প মূল্যায়ন iv)প্রতিবেদন পিসিআর ফটোগ্রাফ।	-
(২) উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome) ১। মুজিববর্ষ এবং সাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা; ২। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	২০২৩ সালের মধ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ; ২০২৩ সালের মধ্যে ৩০০০০টি অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাসস্থান হস্তান্তর।	প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র; বিজ্ঞপ্তি/ অফিস ফাইল /টেন্ডার ফাইল; মধ্যবর্তী মূল্যায়ন; আইএমইডি প্রতিবেদন; ফটোগ্রাফ।	পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ; স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় প্রাপ্তি; সামাজিক স্থিতিশীলতা
(৩) আউটপুট (Outputs): মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/	প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র; বিজ্ঞপ্তি/অফিস ফাইল/ টেন্ডার ফাইল,	সময় মত প্রকল্প কার্যক্রম শুরু ও শেষ, পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ,

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/ প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ; অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ; বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।	বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা; অক্টোবর ২০২৩ সালের মধ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ সম্পন্ন করা; অক্টোবর ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অসচ্ছল ৩০০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	আইএমইডির মূল্যায়ন।	প্রস্তুতকৃত নীতিমালা ও নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা।
(৪) ইনপুট (Inputs): প্রকল্পের জনবল নিয়োগ; অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন; ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ; অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়; মনিটরিং ও মূল্যায়ন।	প্রকল্পের ৩৪ জন জনবলের মধ্যে ০৪ জন প্রেষণে এবং ৩০ জন আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয়; নির্দেশিকা অনুসারে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন; ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস, প্রতিটি ৬৩৫ বর্গফুট) নির্মাণ কার্যক্রম শুরু; আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন।	প্রকল্প নথিপত্র, অগ্রগতি প্রতিবেদন, ব্যয় বিবরণী, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সার্বক্ষনিক মনিটরিং।	সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থছাড়, প্রাপ্তি ও ব্যবহার; সময়মত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা; প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান; উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা প্রাপ্তি।

তথ্যসুত্র: ডিপিপি।

১.১৪ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা

ডিপিপি'তে টেকসই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

১.১৫ প্রকল্পের এক্সিট প্লান (Exit Plan)

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যে হলো অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী অথবা সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৩০,০০০ বীর নিবাস নিবাস নির্মাণ। প্রকল্প সমাপ্তির পরে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

১.১৫.১ সম্পদ এবং দায়

(ক) বাসস্থান নির্মাণ কমিটি কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য নির্মিত 'বীর নিবাস' সংশ্লিষ্ট অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী অথবা সন্তানদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।
(খ) প্রকল্পের যাবতীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরী করা। প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রকল্পের স্থানীয় কার্যালয়ের যাবতীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের অফিসে এবং প্রকল্পের ঢাকাস্থ কার্যালয়ের যাবতীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হবে।

১.১৫.২ প্রকল্পের নথিপত্র

প্রকল্প সমাপ্তির পরে যাবতীয় নথিপত্র, বই এবং অন্যান্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হবে।

১.১৫.৩ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান

প্রকল্পের আওতায় বাসভবন নির্মাণ কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন উইং মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত প্রকল্প পরিবীক্ষণ করে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি যানবাহন উক্ত উইং কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্প সমাপ্তির পরে সকল বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/অথবা প্রয়াত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের আইনানুগ ওয়ারিশদের মাঝে হস্তান্তর করা হচ্ছে/হবে। হস্তান্তরকৃত বীর নিবাসগুলো ব্যবহার, সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দপ্রাপ্তগণেরকে নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্ন করতে হবে। বরাদ্দপ্রাপ্তদেরকে এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংক্রান্ত "বাসস্থান বরাদ্দ প্রদান, বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসস্থান ব্যবহার ও সংস্কার/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা" অনুসরণ করতে হবে।

১.১৫.৪ জনবল

প্রকল্পের মোট জনবল ৩৪ জন। এর মধ্যে চার জন প্রেষণে নিয়োজিত এবং ৩০ জন আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদে নিয়োজিত আছেন। প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রেষণে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারি আদেশ অনুসারে তাঁদের পূর্বের স্ব স্ব কর্মস্থলে ফেরত যাবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অন্তর্ভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থবছর আইএমইডি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। নিবিড় পরিবীক্ষণ একটি স্বল্প সময়ের সমীক্ষা কাজ। এরই ধারাবহিকতায় আইএমইডি কর্তৃক চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নিমাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছ। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজটি স্বল্প সময়ের একটি সমীক্ষা কাজ। সমীক্ষার সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এই অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রদান করা হয়েছে।

২.১ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)

প্রকল্পটি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এস এ কনসাল্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড'কে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য পরামর্শক ফার্ম হিসেবে আইএমইডি কর্তৃক নির্বাচন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৪ (চার) মাস মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে আইএমইডি কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যপরিধি প্রদান করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রদত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR) নিম্নে প্রদান করা হলো।

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের এ পর্যন্ত অর্জন লগ ফ্রেমের আলোকে পর্যালোচনা;

(৪) ডিপিপি'র প্রদত্ত লগ ফ্রেম এ নির্ধারিত MOV, OVI এর যথার্থতা নিরূপন;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/ চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) ক্রয় কার্যক্রমে সম্পাদিত চুক্তিসহ সকল ধাপ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BOQ/TOR গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) ডিপিপি'র অনুমোদিত Drawing Design অনুসরণ করে পূর্ত কাজ সম্পাদন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১১) প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১২) প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী যথাযথভাবে নির্বাচন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৩) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি যথাযথ কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১৫) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;

(১৬) সমীক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের টুলস যেমনঃ FGD, KII-সহ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের উপর একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হবে;

(১৭) প্রকল্পসংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৮) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৯) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা;

(২০) IMED-01, 02, 03, 05 ছকে যাচিত প্রতিবেদনসমূহ সংস্থা কর্তৃক আইএমইডিতে নিয়মিত প্রেরণ-সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়ন;

(২১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.২ সমীক্ষা পরিচালনা কর্মপদ্ধতি

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্য সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারি তথ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই করে কম্পিউপটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত এবং গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা নির্বাচন কমিটি

প্রতি উপজেলায় অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদেরকে আবাসন বরাদ্দ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিম্নরূপ একটি বরাদ্দ/নির্বাচন কমিটি আছে।

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(খ) স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা	সদস্য
(গ) নির্বাচিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার [যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত (মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা	সদস্য
(ঘ) উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য
(ঙ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব।

এ কমিটি বীর নিবাসের জন্য আবেদনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার বাসগৃহের অবস্থা বরাদ্দ প্রদানের পূর্বে পর্যবেক্ষণ করেন এবং যোগ্য বিবেচিত হলে আবাসন বরাদ্দ প্রদান করেন।

এ সমীক্ষার জন্য কমিটির কয়েকজন সদস্যের মতামত/বক্তব্য একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪ সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল করার পরে কারিগরি কমিটি ও সমীক্ষা তত্বাবধান কমিটির (স্টিয়ারিং কমিটির) সভায় আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমীক্ষার এলাকা নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলাভিত্তিক বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত তথ্যদাতাদের নমুনা সংখ্যা নিম্নে প্রদান করা হলো:

উপজেলাভিত্তিক জরিপ এলাকা নির্বাচন ও নমুনা সংখ্যা

উপজেলা ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলাভিত্তিক নমুনা সংখ্যা	উপজেলার নাম	নমুনা সংখ্যা: ৩ নম্বর কলামে উল্লিখিত নমুনা সংখ্যার ৫০%
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১-৪	ঢাকা	৪৭	ঢাকা সদর	২৪
			সাভার	২৩
	নারায়ণগঞ্জ	৪৫	নারায়ণগঞ্জ সদর	২৩
			সোনারগাঁও	২২
৫-৮	ময়মনসিংহ	১৩	ময়মনসিংহ সদর	৭
			ভালুকা	৬
	জামালপুর	১৩	জামালপুর সদর	৬
			মেলান্দহ	৭
৯-১২	রংপুর	১৭	রংপুর সদর	৯
			কাউনিয়া	৮
	দিনাজপুর	১৭	দিনাজপুর সদর	৮
			ফুলবাড়ি	৯
১৩-১৬	রাজশাহী	১৮	রাজশাহী সদর	৯
			দুর্গাপুর	৯
	নাটোর	১৮	নাটোর সদর	৯
			গুরুদাসপুর	৯
১৭-২০	খুলনা	২৩	খুলনা সদর	১২
			রূপসা	১১
	যশোর	২৩	যশোর সদর	১২
			ঝিকরগাছা	১১
২১-২৪	বরিশাল	১৫	বরিশাল সদর	৮
			বাকেরগঞ্জ	৭
	পটুয়াখালী	১৫	পটুয়াখালী সদর	৮
			গলাচিপা	৭
২৫-২৮	চট্টগ্রাম	৩৭	চট্টগ্রাম সদর	১৯
			পটিয়া	১৮
	কুমিল্লা	৩৭	কুমিল্লা সদর	১৮
			বুরিচং	১৯
২৯-৩২	সিলেট	১২	সিলেট সদর	৬
			বিয়ানিবাজার	৬
	মৌলভীবাজার	১২	মৌলভীবাজার সদর	৬
			শ্রীমঙ্গল	৬
	উপ-মোট	৩৬১		৩৬১

মন্তব্য: উল্লেখ্য যে, উপরের সারণি-তে উপজেলা-ওয়ারী প্রদত্ত নমুনা সংখ্যার অতিরিক্ত প্রতি উপজেলা হতে বীর নিবাস বরাদ্দ পাননি (কন্ট্রোল গ্রুপ) এমন ৫ জন হিসেবে মোট = ৫ X ৩২ = ১৬০ জনের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা ও বীর নিবাস বরাদ্দ পাননি এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা মিলিয়ে জরিপের জন্য নিরূপন করা নমুনা সংখ্যা = ৩৬১ + ১৬০ = ৫২১ হয়েছে।

২.৫ জরিপ পদ্ধতি

২.৫.১ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

(ক) নমুনায়ন

সমীক্ষার TOR অনুযায়ী গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হবে। পরিমাণগত তথ্য/উপাত্তের জন্য প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী অথবা সাবালক সন্তান-এর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পের উপকারভোগী নয় এমন জনগণের নিকট হতেও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

(খ) নমুনার আকার নির্ণয়

(খ-১) নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা

প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী (বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার) নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হল।

$$n = \frac{z^2pq}{e^2} \times df$$

যেখানে,
n = sample size
p = Proportion/probability of success
q = 1-p
e = precision level 5%, 96% confidence level
ধারণা করা হয়:
z = 1.96 (The value of the standard variation at 96% confidence level)
p = 0.17 (ত্রিশ হাজারের মধ্যে ইতোমধ্যে পাঁচ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর নিবাস বরাদ্দ পেয়েছেন)।
q = (1- 0.17) = 0.83
e = 0.05 (precision level 5%)
df = 1.6

উপরোক্ত সূত্রানুসারে নমুনা আকার, n = 344 (for *df* = 1.6)

বিভিন্ন ধরণের ভুলত্রুটি বিবেচনা করে নমুনা সংখ্যা ৫% বেশি নেওয়া হলো। অতএব নমুনা সংখ্যা হবে = ৩৪৪ + ৩৪৪ X ৫% = ৩৬১ ।

(খ-২) সমীক্ষার জন্য মোট নমুনা সংখ্যা

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপরে কারিগরি কমিটির ০৫.০৩.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এবং সমীক্ষা তত্বাবধায়ন কমিটির (স্টিয়ারিং কমিটি) ২২.৩.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত প্রকার অনুসারে বিভিন্ন ধরণের তথ্যদাতার সংখ্যা নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি-২.১: প্রকার অনুসারে তথ্যদাতার সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

ক্রঃ নং	তথ্যদাতার প্রকার	তথ্যদাতার সংখ্যা	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ
১	উপকারভোগীর সংখ্যা (বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা)	৩৬১ জন	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (পরিশিষ্ট-১)
২	বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন তথ্যদাতা বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	১৬০ জন	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (পরিশিষ্ট-২)
	উপ-মোট	৫২১ জন	
৩	এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (মোট ৮টি এ এফ জি ডি): [আটটি বিভাগের প্রতিটি বিভাগে একটি করে।] অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা = ৮ X ১৫ = ১২০ জন।	১২০ জন	গাইডলাইন(পরিশিষ্ট-৩)
	উপ-মোট (১ + ২ + ৩)	৬৪১ জন	
৪	নিবিড় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৭ জন	চেকলিস্টসহ KII(পরিশিষ্ট-৪)
৫	প্রকল্প পরিচালক হতে তথ্য সংগ্রহ।	১ জন	চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট-৫)
৬	প্রতিটি বিভাগে ১টি করে ৮টি কেস ষ্ট্যাডি করা হবে।		কেস ষ্ট্যাডি।
	মোট তথ্যপ্রদানকারীর সংখ্যা	**৬৪৯ জন**	
৭	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। (প্রকল্প অফিসের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি, স্থানীয় জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিবর্গ এবং কন্ট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধির সমন্বয়ে।) অংশগ্রহণকারী ২০ জন।	১টি	সমীক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনাসহ মুক্ত আলোচনা।
৮	ক্রয় সংক্রান্ত রিপোর্ট (২টি পণ্য, ১টি সেবা ও ৫টি কাজ ক্রয়)	৮টি	চেকলিষ্ট।
৯	ভবনের কাজের গুণগতমান পরিদর্শন রিপোর্ট (৩২ উপ-জেলার প্রতিটিতে ৫টি হিসেবে) মোট ১৬০টি ভবন	১টি	চেকলিষ্ট।
১০	জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা হবে। (আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তারা এবং জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে।) অংশগ্রহণকারী ২৫ জন।	১টি	সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ

২.৫.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের প্রধান সূচক, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহর উপকরণ ও উৎস

কার্যপরিধির সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য কার্যপরিধি (ToR) অনুসরণ করা হয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রঃ নং	কার্যপরিধি (ToR)	প্রধান সূচকসমূহ	গবেষণা পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ।	তথ্যের উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন, অর্থায়নের অবস্থা ইত্যাদি।	প্রকল্পের দলিলপত্র পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের ডিপিপি, প্রতিবেদন.

ক্রঃ নং	কার্যপরিধি (ToR)	প্রধান সূচকসমূহ	গবেষণা পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ।	তথ্যের উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।				ইত্যাদি।
২	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা।	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি।	প্রকল্পের দলিলপত্র পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের ডিপিপি, প্রতিবেদন. ইত্যাদি।
৩	প্রকল্পের এ পর্যন্ত অর্জন লগ ফ্রেমের আলোকে পর্যালোচনা।	প্রকল্পের এ পর্যন্ত অর্জন লগ ফ্রেম।	প্রকল্পের দলিলপত্র/ ডিপিপি পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	প্রকল্পের ডিপিপি।
৪	ডিপিপি'র প্রদত্ত লগ ফ্রেম এ নির্ধারিত MOV, OVI এর যথার্থতা নিরূপন।	ডিপিপি'র প্রদত্ত লগ ফ্রেম এ নির্ধারিত MOV, OVI এর যথার্থতা।	ডিপিপি'র প্রদত্ত লগ ফ্রেমের MOV, OVI এর পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	প্রকল্পের ডিপিপি।
৫	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/ চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, (উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইনস অনুসারে সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, সেবা ও **কার্য** ক্রয়/সংগ্রহ (procurement).	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	ক্রয় দলিলপত্র।
৬	ক্রয় কার্যক্রমে সম্পাদিত চুক্তিসহ সকল ধাপ পর্যালোচনা				

ক্রঃ নং	কার্যপরিধি (ToR)	প্রধান সূচকসমূহ	গবেষণা পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ।	তথ্যের উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	ও পর্যবেক্ষণ।				
৭	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্যাদি।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য ও কার্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল প্রয়োজন হবে না।	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল প্রযোজ্য নহে।	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল প্রযোজ্য নহে।
৮	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BOQ/TOR গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BOQ/TOR গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা তার নথিপত্র।	নথিপত্র পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের পন্য ইত্যাদি পরীক্ষা করা। সরেজমিনে কাজের গুণগতমান পরীক্ষা করা; পরিমাণ পরীক্ষা করা।	বীর নিবাস পরীক্ষা করা: পরিমাণ পরিচালকের দপ্তরের পণ্যের পরিমাণ পরিমাপ পরীক্ষা করা।
৯	ডিপিপি'র অনুমোদিত Drawing Design অনুসরণ করে পূর্ত কাজ সম্পাদন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	ডিপিপি'র অনুমোদিত Drawing Design অনুসরণ করে পূর্ত কাজ সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	ডিপিপি'র অনুমোদিত Drawing Design এর সাথে বাস্তবায়ন করা কাজ অথবা চলমান কাজ পরীক্ষা করে তুলনা করা।	সরেজমিনে পূর্ত কাজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা।	সরেজমিনে পূর্ত কাজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা।
১০	প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ যেমন অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, পন্য, সেবা ও কার্য ক্রয়ে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধির হার ইত্যাদি।	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	প্রকল্পের ডিপিপি, প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	কার্যপরিধি (ToR)	প্রধান সূচকসমূহ	গবেষণা পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ।	তথ্যের উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।				
১১	প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত।	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত সংগ্রহ।	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন।
১২	প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী যথাযথভাবে নির্বাচন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী যথাযথভাবে নির্বাচন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা।	উপকারভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার তথ্য-উপাত্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে সংগ্রহ করা এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে উপকারভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা।	সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ; উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ।
১৩	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/ প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি যথাযথ কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করা এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি যথাযথ কিনা তা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা।	উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে উপকারভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার সরেজমিনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং পর্যবেক্ষণ করা।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর ও উপকারভোগীরা।
১৪	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করার সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হওয়ার লক্ষ্যে কাজের গুণগতমান ও নির্মাণ সমাগ্রীর গুণগতমান	সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা; নির্মাণ সামগ্রীর পরীক্ষাগারের টেস্ট রিজাল্ট	সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ; প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে নির্মাণ সামগ্রীর পরীক্ষাগারের	সরেজমিনে পরিদর্শন ও নির্মাণ সামগ্রীর পরীক্ষাগারের টেস্ট রিজাল্ট প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	কার্যপরিধি (ToR)	প্রধান সূচকসমূহ	গবেষণা পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ।	তথ্যের উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		নিরূপন করা।	পরীক্ষা করা।	টেস্ট রিজাল্ট সংগ্রহ করা।	
১৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis.	সবলদিকের জন্য- ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির হার; সকল কার্যক্রমের নিরপেক্ষ তথ্য। দুর্বলদিকের জন্য- বহুমাত্রিক সমস্যার জন্য অনুপযুক্ততা; নির্দিস্ট কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে জোর দেওয়া। সুযোগসমূহের জন্য- সহজ নির্ণয় ব্যবস্থা; গুণগতমানসম্পন্ন কার্যক্রমের সাথে সংযোগ স্থাপন। ঝুঁকিসমূহের জন্য- নীতিমালার পরিবর্তন; দাতাদের অর্থায়ন হ্রাস (এ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়); রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা।	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা; মতামত জরিপ; কে, আই, আই; এফ জি ডি; স্পট পর্যবেক্ষণ; স্থানীয় কর্মশালা; জাতীয় কর্মশালা।	ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা; প্রশ্নমালা; চেক লিস্ট; পাওয়ার প্রয়েন্ট উপস্থাপনা; গাইডলাইনস।	ডিপিপি, প্রতিবেদন, KII, FGD, স্থানীয় কর্মশালা; জাতীয় কর্মশালার মতামত/সুপারিশ।
১৬	সমীক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের টুলস যেমনঃ FGD, KII-সহ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের উপর একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হবে।	সমীক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের টুলস যেমনঃ FGD, KII-সহ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের উপর ভিডিও প্রস্তুতকরণ।	FGD এর ভিডিও ধারণ; KII-এর ভিডিও ধারণ; প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিডিও ধারণ।	স্পট ভিজিট; FGD আয়োজন; KII-পরিচালনা।	স্পট ভিজিট; FGD; KII।
১৭	প্রকল্পসংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে	তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ	তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সার্বিক পর্যালোচনা;	জরিপের মাধ্যমে সংগৃহিত মতামত, FGD এর মতামত;	সরেজমিনে জরিপ; FGD এর মতামত; KII হতে প্রাপ্ত

ক্রঃ নং	কার্যপরিধি (ToR)	প্রধান সূচকসমূহ	গবেষণা পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ।	তথ্যের উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	সার্বিক পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।	একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন।	পর্যবেক্ষণ; সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা।	KII হতে প্রাপ্ত মতামত; করিগরি কমিটির মতামত; স্টিয়ারিং কমিটির মতামত; তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও সার্বিক পর্যালোচনা।	মতামত; করিগরি কমিটির মতামত; স্টিয়ারিং কমিটির মতামত।
১৮	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	ডিপিপি-তে অনুমোদিত জনবলের তথ্যাদি; প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্যাদি; অগ্রগতি প্রতিবেদন।	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা। প্রতিবেদন পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে লোক মারফত ডকুমেন্ট, প্রতিবেদন সংগ্রহকরণ।	ডকুমেন্ট; প্রতিবেদন।
১৯	প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালকের KII।	প্রশ্নমালা।	প্রকল্প পরিচালকের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ।	প্রকল্প পরিচালক।

২.৬ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় পরোক্ষ গবেষণা বা ডেস্ক রিভিউ ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যথা: (ক) সংখ্যাগত জরিপ; এবং (খ) গুণগত জরিপ/মূল্যায়ন।

মাঠপর্যায়ে প্রকল্প সুবিধাভোগীদের (Direct Beneficiaries Group) মতামত গ্রহণের নিমিত্তে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রসহ পরিসংখ্যান ভিত্তিক সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপকারীরা সরেজমিনে পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়াও সমীক্ষার অন্যান্য উত্তরদাতারা (যারা প্রকল্পের উপকারভোগী নন) হতে নিবিড় আলাপচারিতা (KII), এফজিডি (FGD), স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে গুণগততথ্য

সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহ করা তথ্য বিন্যাস করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সারণি তৈরি করা হয়েছে এবং কতিপয় তথ্যের চার্ট তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাটি মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন-প্রস্তুতি পর্ব, সমীক্ষা পরিচালন পর্ব, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরী পর্ব। এই পর্বসমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

২.৭ সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সারণি-২.২: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার টেবিল

ক্র: নং	প্রধান কার্যাবলী	আনুমানিকতারিখ	সময়সীমা
ক)	চুক্তিস্বাক্ষর	১৫/০২/২০২৩	১ দিন
খ)	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১৬/০২/২০২২-০৭/০৩/২০২৩	২০ দিন
গ)	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিপোর্ট সংশোধন	০৮/০৩/২০২৩-১৪/০৩/২০২২	০৭ দিন
ঘ)	সমীক্ষা তত্বাবধান কমিটি কর্তৃক প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদন	১৫/০৩/২০২৩-০২/০৪/২০২৩	১৯ দিন
ঙ)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ, বাস্তব পর্যবেক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন, প্রকল্প এলাকায় সেমিনার আয়োজন	০২/০৪/২০২৩-২১/০৪/২০২৩	২০ দিন
চ)	ডাটা কোডিং,ডাটাএন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটাপ্রসেসিং, ডাটা এনালাইসিস ও ১ ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত	২২/০৪/২০২৩-৩০/০৪/২০২৩	৯দিন
ছ)	টেকনিক্যাল কমিটি ওসমীক্ষা তত্বাবধান কমিটি কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	০১/০৫/২০২৩- ০৭/০৫/২০২৩	৭ দিন
জ)	২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিল	০৮/০৫/২০২৩-১৪/০৫/২০২৩	৭ দিন
ঝ)	জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার প্রস্তুতি ও প্রতিবেদন উপস্থাপন	১৫/০৫/২০২৩-১৯/০৫/২০২৩	৫ দিন
ঞ)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও দাখিল	২০/০৫/২০২৩-৩০/০৫/২০২৩	১১ দিন

চিত্র-: সমীক্ষা নকশার চার্ট

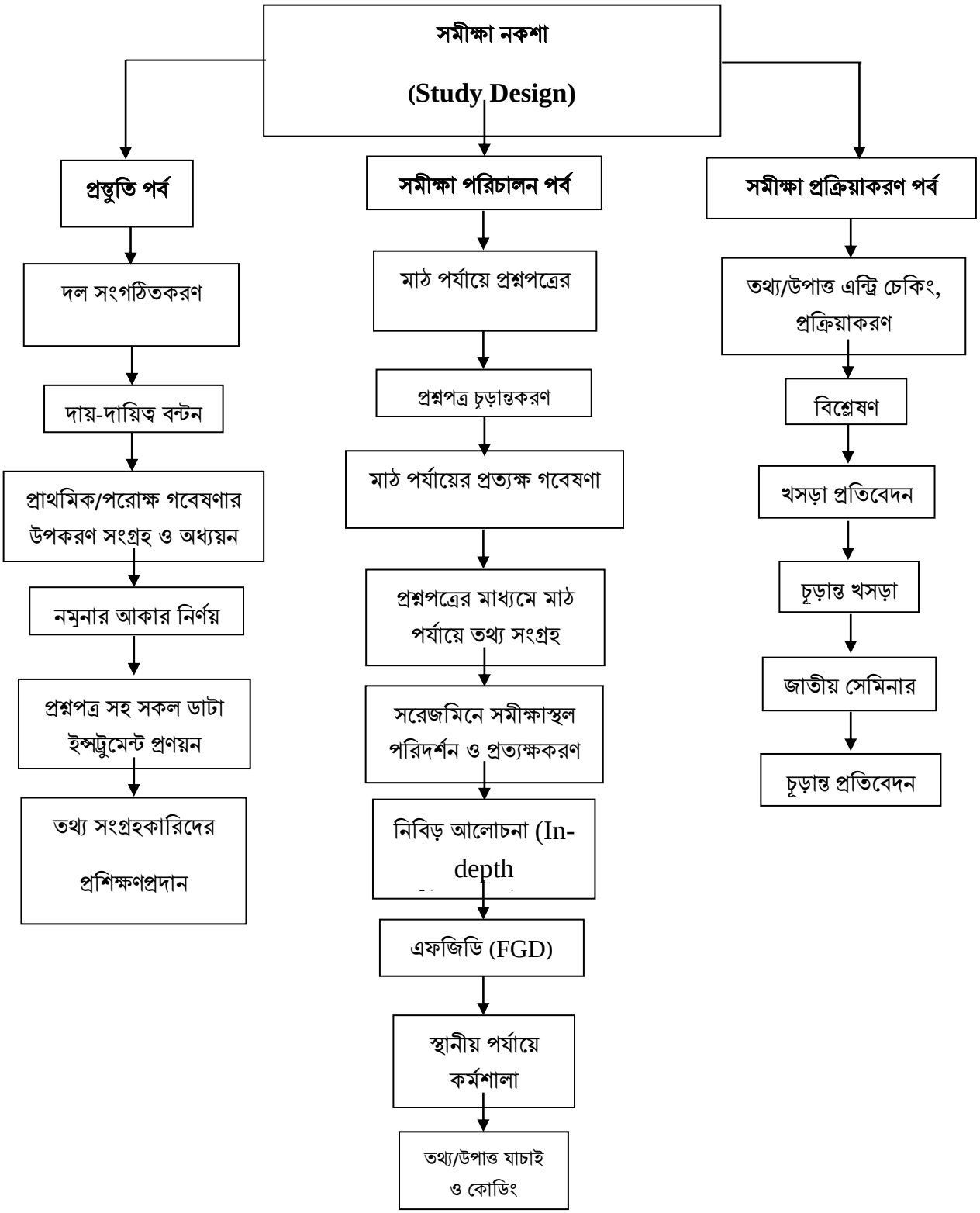

নিবিড় পরিবীক্ষণকর্মযজ্ঞের মাস-ওয়ারী চার্ট (GANTT Chart)

ক্র. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	কার্যক্রমের সময় (মাসভিত্তিক) ২০২৩															
		ফেব্রুয়ারি		মার্চ				এপ্রিল				মে				জুন	
		১	২	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২
১	সমীক্ষা পরিকল্পনা ও দলের সদস্যদের জন্য দায়িত্ব বন্টন																
২	মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা প্রাক-যাচাই																
৩	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন																
৪	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান																
৫	সমীক্ষা তত্বাবধান কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন																
৬	প্রশিক্ষণ,সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ																
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি																
৮	KII &FGD পরিচালনা করা																
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা																
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																
১২	টেবুলেসন সম্পন্ন																
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ																
১৪	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল																
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা																
১৬	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																
১৭	সমীক্ষা তত্বাবধান কমিটি কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন।																
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ																
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম এপ্রিল ২০২১ মাসে শুরু করা হয়েছে। কাজ শুরু করতে ৩ মাস দেরি হয়েছে। ফলে শুরু হতে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ননে ২৫ মাস অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি, বাস্তব অগ্রগতি, অগ্রগতির বিশ্লেষণ, বরাদ্ধপ্রাপ্তদের মতামত, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের মতামত, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সবলদিক, দুর্বলদিক, সরেজমিনে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত বীর নিবাসের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৩.১ সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১.১ অর্থবছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

সারণি ৩.১: প্রকল্পের অর্থবছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় নিম্নের সারণি'তে প্রদান করা হলো (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		এডিপিপি'তে বরাদ্দ	আরএডিপিপি'তে বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০২০-২০২১	২১৬১৪.৮৬	-	১১০.০০	১১০.০০	৮৭.৩১	৮৭.৩১	
২০২১-২০২২	২০৪৪৫৯.৫২	-	১০০০০০.০০	৪৯৭৩৫.০০	৪৯৭৩৫.০০	৪৯১৬৮.০০	অব্যয়িত ফেরত ৫৬৭.০০
২০২২-২০২৩	১২৩৭৯৩.৭৭	-	৭৬১৮৩.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৮৯৩.৪৩	১০০০০৫.০৮	অব্যয়িত উদ্ধৃত্ত ৯৯৮৮৮.৩৫
২০২৩-২০২৪	৬২৪৩০.৬৯	-	-	-	-	-	-
	৪১২২৯৮.৮৪		১৭৬২৯৩.০০	২৪৯৮৪৫.০০	২৪৯৭১৫.৭৪	১৪৯২৬০.৩৯ (৩৬.২৮%)	

পর্যালোচনা

উল্লিখিত তথ্যাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রথম অর্থবছর ২০২০-২০২১ এডিপিপি বরাদ্দ ২১,৬১৪.৮৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮৭.৩১ লক্ষ টাকা (০.৪০%) অর্থছাড় করা হয়েছে। প্রথম বছর প্রকল্প শুরু করা হয়েছিলো এপ্রিল মাসে। ডিপিপি বরাদ্দ অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করা বাস্তসম্মত ছিলোনা। বরাদ্দের তুলনায় খুবই কম অর্থ ছাড় করা হয়েছিলো উল্লেখ্য যে, অবমুক্ত অর্থের ১০০% ব্যয় করা হয়েছিলো। এ প্রেক্ষিতে এটা পরিস্কার যে, আরো বেশি অর্থ ছাড় করা সম্ভব হলে সেটা গ্যান্টচার্ট অনুযায়ী ব্যয় করা যেত। ফলে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি আরো বেশি হতে পারত। পরবর্তী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল ৪৯,৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০০% টাকা ছাড় হয়েছিলো। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ৪৯,১৬৮.০০ লক্ষ টাকা (৯৮.৮৬%) এবং অব্যয়িত ছিলো ৫৬৭.০০ লক্ষ টাকা। কাজেরই দ্বিতীয় অর্থবছরের অগ্রগতি টাইম বাউন্ড একশন প্ল্যান অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরএডিপিপি'তে বরাদ্দ রয়েছে ২০০,০০০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ছাড় হয়েছে ১৯৯,৮৯৩.৪৩ লক্ষ টাকা। এপ্রিল পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০০,০০৫.০৮ লক্ষ টাকা (৫০%) এবং অব্যয়িত রয়েছে ৯৯,৮৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা (৫০%)। মূল ডিপিপি থেকে এডিপিপি'তে বরাদ্দ অনেক কম এবং অর্থ ছাড় যথেষ্ট কম থাকায় সময়ের সাথে সংগতি রেখে অগ্রগতি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৩.১.২ সার্বিক অগ্রগতি ও অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক)

সারণি ৩.২: সার্বিক অগ্রগতি ও অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি) (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং.	প্রধান অঙ্গসমূহের নাম (সংখ্যা/পরিমাণ)	ডিপিপি/ টিপিপি অনুসারে ব্যয়	গত অর্থবছরের জুন (২০২১-২২) পর্যন্ত অগ্রগতি		চলমান অর্থবছরের (২০২২-২৩) লক্ষমাত্রা		চলমান অর্থবছরের (২০২২-২৩) এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি		এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের % পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের % পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের % পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের % পরিমাণ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৭৭.৮০	১২.৪৭	১৬.০৩%	২৬.৮৮	৩৪.৫৫%	১০.৬৮	৩৯.৭৩%	২৩.১৫	৭০.২৪%
২	কর্মচারীদের বেতন	৮.৮০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	%
৩	ভাতাদি	১৫৫.০৭	১৭.৩৭	১১.২০%	২৬.৮০	১৭.২৮০%	৯.৯২	৩৭.১০%	২৭.২৯	১৬.৬৫%
৪	সরবরাহ ও সেবা	২২১৪.৫২	৬৯০.৮৬	৩১.২০%	১১৮১.৮২	৫৩.৩৭%	৪৫৩.২৫	৩৮.৩৫%	১১৪৪.১১	৩৫.১৯%
৫	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	৪৬.০০	৩৭.৮২	৮২.২২%	১০.৫০	২২.৮৩%	৯.২৫	৮৮.১০%	৪৭.০৭	১০২.৩৩%**
৬	থোক (২০টি আইটেম)				৯৫৫.৩৬					
৭	সম্পদ অর্জন	৬৬৪.৯৭	৬২৭.৩৯	৯৪.৩৫%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৬২৭.৩৯	৯৪.৩৫%
৮	পূর্ত নির্মাণ কাজ	৪০৩০৮৫.৪	৪৭৭১৪.৭৭ (১১.৮৪%)	-	১৯৮৭৫৪.০০.	৪৯.৩১%	১০০০২৫.৫৮	৫০.৩৩%	১৪৭৭৪০.৩৫	২১.০০%
৯	ফিসিকেল কনটিনজেনন্সি	২০১৫.৪৩	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	%
১০	প্রাইছ কনটিনজেন্সি	৪০৩০.৮৫	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	%
	মোট	৪১২২৯৮.৮৪	৪৯১০০.৬৮	১১.৯১%	২০০০০০.০০	৪৮.৫১%	১০০৫০৮.৬৮	৫০.২৫%	১৪৯২৬০.৩৯	২১.২০%

তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

পর্যবেক্ষণ: উপরিউক্ত তথ্যাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, জুন ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ১১.৯১% এবং আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৪৯,১০০.৬৮ লক্ষ টাকা (১২%)। চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ১০০,৫০৮.৬৮ লক্ষ টাকা (২৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯.২৯%। ফলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২১.২০% এবং আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩৭%।

** আইটেম নম্বর ৫ এর জন্য ডিপিপি বরাদ্দ রয়েছে ৪৬.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৭.০৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১.০৭ লক্ষ টাকা (২.৩৩%) বেশি ব্যয় হয়েছে। অধিক ব্যয়কৃত এ অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে খরচ করা হয়নি। সংগতকারণে অধিক ব্যয় সংশোধিত ডিপিপি'তে সংস্থান করার প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাস্তব অগ্রতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি কিছুটা বেশি হয়েছে অর্থাৎ কাজ করার আগেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

৩.১.৩ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা নির্বচন ও আবাসন বরাদ্দ চূড়ান্তকরণ

বীর নিবাস বরাদ্দ প্রদান করার জন্য উপজেলা বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সাধারণভাবে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বীর নিবাস বরাদ্দ দেওয়ার জন্য নমুনা স্বরুপ তথ্য উপাত্ত সম্বলিত ব্যবহৃত ছকটি নিম্নরুপ:

বিভাগ: বরিশাল। জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর।

ক্র. নং.	আবেদনকারীর নাম	জাতীয় পরিচয়পত্র/ মোবাইল নং	বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ ইউনিয়ন	ভারতীয় তালিকা	লাল মুক্তিবার্তা	সামরিক/ বেসামরিক গেজেট নম্বর	এম আই এস নম্বর	তফসিল: দাগ, খতিয়ান, মৌজা, জমির পরিমাণ	বসত বাড়ির অবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
০১	মোঃ শাহজাহান চৌধুরী	-	মোঃ শাহজাহান চৌধুরী	সরফান উদ্দিন চৌধুরী	সদর রোড, নতুন বাজার	পটুয়াখালী	-	৬০৩০১০০৩৯	১৭	০১৭৮০০০০৭৪৬	দাঃ খতিয়ানঃ শতাংশঃ ৪ মৌজাঃ	টীনের জরাজীর্ণ ঘর।

পর্যবেক্ষণ: পটুয়াখালী সদর উপজেলার বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত ১২ জনের তালিকা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাঁদের প্রত্যেকের ঘর জরাজীর্ণ টিনের। এ ১২টি বীর নিবাস "প্যাকেজ কার্য-৩৪৭" এর অন্তর্ভুক্ত। ডিপিপি'তে বিধৃত নীতিমালা অনুসারে তাঁরা প্রত্যেকেই বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। অন্যান্য কতিপয় উপজেলার বরাদ্দপ্রাপ্তদের তালিকা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাঁদের বাড়ি-ঘর জরাজীর্ণ। সুতরাং, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসন বরাদ্দপ্রাপ্তদের তালিকা সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। প্রকাশ থাকে যে, বরাদ্দপ্রাপ্তদের প্রত্যেকেরই বাৎসরিক আয় ৬০ হাজার টাকার অনধিক পাওয়া গিয়েছে।

৩.১.৪ অগ্রগতির বিশ্লেষণ

অর্জিত অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অপ্রতুল

প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বিতীয় অর্থবছর (২০২১-২০২২) সমাপ্তিতে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ১১.৯১%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯.২৭%। ফলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২১.২০%। একই সময় পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৩৭%। প্রকল্পটির অগ্রগতি ডিপিপি'তে অনুমোদিত হারে অর্জিত হয়নি।

ডিপিপি'তে ৩টি পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত রয়েছে। এর জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল ৬৮০.৯৯ লক্ষ টাকা। এ ক্রয় কার্যক্রম প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থবছরে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। উল্লিখিত প্যাকেজগুলোতে মালামাল, যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সেবা ক্রয়ের জন্য ২টি প্যাকেজ অনুমোদিত ছিলো, এর বিপরীতে অনুমোদিত অর্থ বরাদ্দ ছিলো ৯১৭.৬৮ লক্ষ টাকা। সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয় প্যাকেজগুলো প্রথম অধ্যায়ে (অনুচ্ছেদ ১.১২.খ) উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ভাড়া ও জনবল সংগ্রহ এ প্যাকেজ দু'টিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

মোট ৫০১টি প্যাকেজে ২৭,৭৫৪টি বীর নিবাস নির্মাণ করার অনুমোদন ডিপিপি'তে রয়েছে। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ১৭,৬৬০টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮৭৯টির (৩৩%) নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, ১১,০৮০টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ৭০১ টির নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্তগণের নিস্কন্টক জমি না থাকায় পূর্ত কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কতিপয় ঠিকাদারদের প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবেও কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫,০০০টি বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তগণের নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করেছে।

পর্যবেক্ষণ: প্রকল্পটির এখন পর্যন্ত ১২,৩৪০টি বীর নিবাস (৪১%) নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়নি। প্রকল্পের যে অবশিষ্ট সময় রয়েছে (মে ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত) সে সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে এপ্রিল ২০২৩ মাসে সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করেছেন এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। এমতাবস্থায় যোক্তিকভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে নির্মাণকৃত গ্রান্টচার্ট অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০টি উপজেলায় যুগপথভাবে বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। যেখানে প্রতিটা উপজেলায় গুণগতমান বজায় রেখে বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে 'উপজেলা আবাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' সক্রিয় রয়েছে।

কমিটি নিম্নরূপ:

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	নির্বাচিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার [যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা]	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য
(৫)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

কার্যক্রম সম্পাদনে প্রয়োজনীয় প্রক্ষেপণ

সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ১১,৭৮১টি বীর নিবাস নির্মাণের কিছুক্ষেত্রে নির্মাণ কার্যক্রম মন্থর গতিতে চলছে তবে অধিকাংশ জায়গায় নির্মাণ কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০% (৬৬৪৮টি) বীর নিবাসের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে বলে অনুমেয়। বাকী ৪০% (৪৪৩২টি) নির্মাণ কাজ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে ধারণা করা যাচ্ছে। অবশিষ্ট ১২,৩৪০টি বীর নিবাস নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবানসহ সমুদয় কার্যক্রম এক বছর সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব। কেননা সমগ্র বাংলাদেশে ৫০০টি উপজেলায় উপজেলা আবাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় একই সাথে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অধিক জনবল নিয়োগ করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি করা সম্ভব হলেই সমুদয় নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত আরডিপিপি যতদ্রুত সম্ভব অনুমোদন করে প্রস্তুতকৃত Grannchartt অনুযায়ী সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

খ) ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

ডিপিপি'তে প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ক্রয় কার্যক্রম অনুমোদন করা আছে।

(ক) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

সারণি ৩.৩: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১	কম্পিউটার ইত্যাদি	সংখ্যা	১১৩৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২৬.২৪	মে/২০২১	জুন/২০২১	জুন/২০২১
জিডি-২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি	সংখ্যা	৫৭	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.১৮	মে/২০২১	জুন/২০২১	জুন/২০২১
জিডি-৩	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	২১৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.৫৭	মে/২০২১	জুন/২০২১	জুন/২০২১
						মোট	৬৮০.৯৯			

(খ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-৪	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.০০	মে/২০২১	জুন/২০২১	জুন/২০২১
এনসিএস-১	জনসেবা	সংখ্যা	১০৮০**	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০৯.৬৮	মে/২০২১	জুন/২০২১	জুন/২০২১
						মোট	৯৭১.৬৮			

গ) প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
কার্য - ১.১	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য - ১.২	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য - ১.৩	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য - ১.৪	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৪	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য - ১.৫	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৯১	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২২২.৬৯	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
কার্য - ২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৬২	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহীকর্মকর্তা	জিওবি	৮৩১.৪১	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
কার্য - ৫০১	নবীগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহীকর্মকর্তা	জিওবি	৬০৪.৬৩	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
			মোট	২৭৭৫৪				৩৭২৯০৭.৭৪			
				২২৪৬		মন্ত্রণালয়		৩০১৭৭.৬৬			
সর্বমোট ৫০৫টি প্যাকেজ।			সর্বমোট	৩০,০০০				৪০৩০৮৫.৪০			

(ঘ) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা।

সারণি ৩.৬: প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা।

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
কার্য-১.১	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.২	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.৩	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.৪	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১১২৮.৬৮	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-১.৫	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৯১	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২২২.৬৯	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৬২	ওটিএম	ইউএনও	জিওবি	৮৩১.৪৩	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
কার্য-৫০০	মাধবপুর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৫৯	ওটিএম	ইউএনও	জিওবি	৭৯২.৭৩	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
কার্য-৫০১	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম	ইউএনও	জিওবি	৬০৪.৬৩	এপ্রিল-২০২১	জুন-২০২১	ডিসেম্বর ২০২২
প্যাকেজ কার্য-১.১ হতে কার্য-৫০১ পর্যন্ত মোট ৫০৫টি প্যাকেজ।	ঢাকা মহানগর ও ৫০০টি উপজেলা	বীর নিবাস	সংখ্যা	২৭৭৫৪				৩৭২৯০৫.০৫			

পর্যবেক্ষণ: প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা ডিপিপি'তে প্রদত্ত কার্য ক্রয় পরিকল্পনার অনুরূপভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উল্লিখিত কাজগুলোর দরপত্র এপ্রিল ২০২১ সালে আহবান করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে পূর্ত কাজের দরপত্র পরবর্তী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা

সারণি ৩.৭: প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনা।

(প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
কার্য -২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	১৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	২১১.৫০	জুলাই-২০২২	আগষ্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
ক্রমান্বয়ে কার্য-৩ হতে কার্য-৪৯৯ পর্যন্ত	…..	…..	….	….	….	….	….	….	….	….	…..
কার্য -৫০০	মাধবপুর	বীর নিবাস	সংখ্যা	২৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৩৫২.৫০	জুলাই-২০২২	আগষ্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
প্যাকেজ কার্য-২ হতে কার্য-৫০০ পর্যন্ত মোট ৫০০টি প্যাকেজ।	৫০০ উপজেলা	বীর নিবাস	সংখ্যা	৫৩১৪	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৭৪৯২৭.৪০	জুলাই-২০২২	আগষ্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২

পর্যবেক্ষণ: ডিপিপি'তে কার্য ক্রয়ের জন্য মোট ৪৫টি দরপত্র প্যাকেজ 'এলটিএম' পদ্ধতিতে এবং অবশিষ্ট ৪৫৫টি 'ওটিএম' পদ্ধতিতে ক্রয় করার অনুমোদন ছিলো। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনায় 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তন করে 'এলটিএম' ক্রয় পদ্ধতি করা হয়েছে। এতে ডিপিপি ও পিপিআর ২০০৮ এর ক্রয় আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে।

চ) কার্যাদেশ প্রদানের চুক্তির ব্যতয় ঘটিয়ে বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন

১১ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ৩য় সভায় পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম-প্রধান মো: আশরাফুল ইসলাম সভাকে অবহিত করেন যে, '১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি)'র ৩১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে 'Schedule of Rates ২০১৮ মোতাবেক জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত বীর নিবাস ১৬২০টি এবং Schedule of Rates ২০২২ মোতাবেক ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত বীর নিবাস ৩৩৮০টি; সর্বমোট ৫০০০টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে'।

পর্যালোচনা:

প্রকল্প পরিচালকের নিকট বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে আহবানকৃত টেন্ডারে Schedule of Rates ২০১৮ এর দর ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই মাস হতে PWD এর Schedule of Rates ২০২২ কার্যকর হয়। উল্লেখ্য যে, নির্মাণ কাজে Schedule of Rates ২০১৮ হতে Schedule of Rates ২০২২ এর সংশ্লিষ্ট দর অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি। সংগতকারণে ঠিকাদারগণ বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করে। প্রকাশ থাকে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ৫০০০টি বীর নিবাস উদ্বোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় প্রকল্প পরিচালক ঠিকাদারদের কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন ও Schedule of Rates ২০২২ অনুযায়ী বিল প্রদান করবেন বলে মৌখিকভাবে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরো জানান যে, এ সমস্ত নির্মাণ কাজের ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির বিল পরিশোধ করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করেননি। প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুমোদিত হলে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে PIC, PSC কমিটিসহ এ জাতীয় কোন ধরণের কমিটির অনুমোদন ছাড়াই এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যা, PPR-2008 এর পরিপন্থি।

(ছ) ডিপিপি'তে অনুমোদিত এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়নকৃত কার্য ক্রয় পরিকল্পনার তুলনা

নিচের ছকে নমুনাস্বরূপ ডিপিপি'তে অনুমোদিত এবং বার্ষিক কার্য ক্রয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো। (বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে।)

সারণি ৩.৮: ডিপিপি'তে অনুমোদিত এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়নকৃত কার্য ক্রয় পরিকল্পনার তুলনা।

প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী কাজ ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
ডিপিপি অনুসারে											
কার্য -২	নবাব গঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	৬২	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৮৩১.৪১	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে											
কার্য -২	নবাব গঞ্জ	বীর নিবাস	সংখ্যা	১৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	২১১.৫০	জুলাই-২০২২	আগস্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
ডিপিপি অনুসারে											
কার্য -৩	দোহার	বীর নিবাস	সংখ্যা	৮০	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	১০৭৯.৭৩	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে											
কার্য -৩	দোহার	বীর নিবাস	সংখ্যা	১৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	২১১.৫০	জুলাই-২০২২	আগস্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
ক্রমশ	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
ডিপিপি অনুসারে											
কার্য - ৫০০	মাধবপুর	বীর নিবাস	সংখ্যা	৫৯	ওটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৭৯২.৭৩	এপ্রিল/২০২১	জুন/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে											
কার্য - ৫০০	মাধবপুর	বীর নিবাস	সংখ্যা	২৫	এলটিএম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	জিওবি	৩৫২.৫০	জুলাই-২০২২	আগস্ট-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২
			মোট	৫৩১৪				৭৪৯২৭.৪০			

পর্যবেক্ষণ

ডিপিপি'তে কার্য ক্রয়ের জন্য মোট ৪৫টি দরপত্র প্যাকেজ 'এলটিএম' পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার অনুমোদন এবং অবশিষ্ট ৪৫৫টি 'ওটিএম' পদ্ধতিতে ক্রয় করার অনুমোদন ছিলো।

বাস্তবে কার্য ক্রয়ের প্রায় সব প্যাকেজই 'এলটিএম' ক্রয় পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে আংশিক এলটিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। ডিপিপি'তে ক্রয় প্রক্রিয়া এবং ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমগুলো স্বচ্ছ, প্রতিষ্ঠিত ও সমন্বিত হয়।

ডিপিপিতে অনুমোদিত কার্য ক্রয়ের জন্য 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে 'এলটিএম' পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যাপারে প্রকল্প দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর অভিমত দিয়েছেন যে, ডিপিপি'তে এ ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। ডিপিপি'র নির্দেশনা এরূপ: "প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজসমূহ ইউনিয়নভিত্তিক একাধিক লটে ভাগ করে দরপত্র আহবান করা যাবে।" [তথ্যসূত্র: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১০১।] এ নির্দেশনায় 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতির দরপত্র প্যাকেজ বিভাজন করে 'এলটিএম' ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশনা নাই। কাজেই এক্ষেত্রে ক্রয় ব্যবস্থাপনায় ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।

মন্তব্য: পূর্ত ক্রয় কাজের দরপত্র পিপিআর-২০০৮ ও ডিপিপি'র নিয়ম অনুসরণ করে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি।

৩.২.২ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের কার্য ক্রয়ের দরপত্র স্বা স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ (সভাপতি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরঙ্গনা নির্বাচন কমিটি) আহবান ও গ্রহণ করেন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন ও অনুমোদন করেছেন। নমুনাস্বরুপ ২টি দরপত্রের তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো।

(ক) নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার দরপত্রের তথ্যাদি

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস, নারায়ণগঞ্জ সদর
৩	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ
৪	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	দৈনিক যায় যায় দিন
৫	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	৫/১২/২১
৬	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	২০/১২/২১
৭	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	২১/১২/২১
৮	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	৪
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২১/১২/২১ বেলা ৩.০০ ঘটিকা।
১০	রেস্পনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১
১১	নন রেস্পনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৩
১২	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০৯/০১/২২
১৩	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ	০৯/০১/২২
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন (CS)তৈরীর তারিখ	০৯/০১/২২
১৫	মূল্যায়ন প্রতিবেদন (CS) অনুমোদনের তারিখ	০৯/০১/২২
১৬	Notifice of Award (NoA) প্রদানের তারিখ	১০/০১/২২
১৭	প্রাক্কলিত মূল্য টাঃ	১৩৪,৩৬,১৮০.০০
১৮	চুক্তি মূল্য টাঃ	১৩৪,৩৬,১৮০.০০
১৯	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	১৭/০২/২২
২০	কার্যাদেশ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
২১	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	১৭/০১/২২

২২	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	২০/০১/২২
২৩	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কত দিন বৃদ্ধি এবং কারণ	প্রযোজ্য নহে।
২৪	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	২০/০৩/২২
২৫	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	-
২৬	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	-
২৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিলো কিনা।	হ্যা।
২৮	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ না হয়ে থাকলে কেন অনুসরণ করা হয়নি।	প্রযোজ্য নয়।

পর্যবেক্ষণ: নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় ১০০টি বীর নিবাস নির্মাণ করার জন্য প্যাকেজ নং-১৮ (কার্য) ডিপিপি'তে অনুমোদিত ছিলো। কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিলো ১,৩৪৮.১৯ লক্ষ টাকা (প্রতিটির মূল্য ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা হারে)। ডিপিপি'তে অনুমোদিত 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতিতে সমুদয় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। চলমান অর্থবছরে (২০২২-২৩) ১৩৪,৩৬,১৮০.০০ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র 'এলটিএম' পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে এবং ১৩৪,৩৬,১৮০.০০ টাকা চুক্তিমূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ক্রয় পদ্ধতি ডিপিপি'তে অনুমোদিত 'ওটিএম' পদ্ধতি হতে 'এলটিএম' পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিআইসি, পিএসসি সভাতে কোন প্রকার আলোচনা করা হয়নি এবং উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। এটি পিপিআর-২০০৮ এবং ডিপিপি'তে প্রদত্ত অনুমোদনের ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রতিয়মান হয়।

(খ) নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার উপজেলা, ঢাকা জেলার দরপত্রের তথ্যাদি।

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস, সাভার
৩	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ
৪	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।
৫	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	৩১/০৩/২০২২
৬	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	২০/০৪/২০২২ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়
৭	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	২১/০৪/২০২২ দুপুর ২.০০ ঘটিকায়
৮	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	২১ টি
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২১/০৪/২০২২ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায়
১০	রেস্পনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৭টি
১১	নন রেস্পনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১৪টি
১২	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	২৪/০৪/২০২২
১৩	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ	২৪/০৪/২০২২
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন (CS)তৈরীর তারিখ	২৪/০৪/২০২২
১৫	মূল্যায়ন প্রতিবেদন (CS) অনুমোদনের তারিখ	২৪/০৪/২০২২
১৬	Notifice of Award (NoA)প্রদানের তারিখ	২৫/০৪/২০২২
১৭	প্রাক্কলিত মূল্য টাঃ	১৪১০৩৮২.০০
১৮	চুক্তিমূল্য টাঃ	১৪১০৩৮২.০০,
১৯	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০৯/০৫/২০২২
২০	কার্যাদেশ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
২১	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	০৯/০৫/২০২২
২২	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	কাযাদেশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে।
২৩	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কত দিন বৃদ্ধি এবং কারণ	-
২৪	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর ২০২২।

২৫	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	-
২৬	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	-
২৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিলো কিনা?	হ্যা।
২৮	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ না হয়ে থাকলে কেন অনুসরণ করা হয়নি।	প্রযোজ্য নয়।

পর্যবেক্ষণ: ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় ৬৪টি বীর নিবাস নির্মাণ করার জন্য প্যাকেজ নং-৪ (কার্য) ডিপিপি'তে অনুমোদিত ছিলো। কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিলো ৮৫৮.৫৭ লক্ষ টাকা (প্রতিটির মূল্য ১৩.৪২ লক্ষ টাকা হারে)। ক্রয় পদ্ধতি ছিলো 'ওটিএম'। চলমান অর্থবছরে (২০২২-২৩) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় সাভার উপজেলায় ১৫টি বীর নিবাস নির্মাণ করার জন্য ২১১.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয় (প্রতিটির মূল্য ১৪.১০ লক্ষ টাকা হারে)। এ ক্রয় কাজ 'ওটিএম' পদ্ধতির পরিবর্তে 'এলটিএম' পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপরুল্লিখিত তথ্যাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ১৪,১০,৩৮২.০০ টাকা চুক্তিমূল্যে একটি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে এক্ষেত্রে ১৫টির পরিবর্তে বাস্তবে মাত্র ১টি বীর নিবাসের জন্য দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবে ক্রয় পদ্ধতি ও ডিপিপি'তে অনুমোদিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ক্রয় পদ্ধতি ও ডিপিপি'তে অনুমোদিত 'ওটিএম' পদ্ধতি হতে 'এলটিএম' পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। এটি পিপিআর-২০০৮ এর এবং ডিপিপিতে প্রদত্ত অনুমোদনের ব্যত্যয় ঘটেছে।

৩.২.৩ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগিদের নিয়ম প্রতিপালন)

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে কোনো উন্নয়ন সহযোগী নেই। সেজন্য ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনো উন্নয়ন সহযোগির কোনো নিয়ম-কানুন এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য হয়নি। প্রকল্পের কার্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিপিপি'তে অনুমোদিত 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতি অনুসারন না করে 'এলটিএম' ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে প্রচলিত আইন (পিপিআর-২০০৮ ও পিপিএ-২০০৬) এবং ডিপিপি'তে অনুমোদিত ক্রয় পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটেছে।

৩.২.৪ প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়:

(ক) প্রকল্পের পণ্য, যেমন অফিসের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, কম্পিউটার, রাউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, লাইট, এয়ার কন্ডিশনার এগুলো স্পেসফিকেশন/BoQ/ToR অনুসারে সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো প্রকল্পটির আওতায় সমুদয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) কার্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোট ১৭,৬৬০টি বীর নিবাস নির্মাণের কার্যাদেশ জারী করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫,৮৭৯টি (সার্বিক প্রায় ২০%) সমাপ্ত হয়েছে। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ২১.২০%। সমাপ্ত কাজের পরিমাণ যথাযথ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে BoQ অনুসারে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলীরগণ কাজের পরিমাণ পরিবীক্ষণ ও যাচাই করেন।

৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের পর্যালোচনা

ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বীর নিবাস নির্মাণ। প্রকল্পের সুনির্দিস্ট উদ্দেশ্য হলো ৩০,০০০ বীর নিবাস নির্মাণ করে সেগুলো অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে বিতরণ করা।

৩.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা

প্রকল্পের ৩০,০০০টি বীর নিবাস নির্মাণ কর্মসূচীর মধ্যে ইতোমধ্যে ৫,৮৭৯টি বীর নিবাস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত হওয়া বীর নিবাসগুলোর মধ্যে ৫,০০০টি ইতোমধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্তগণের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের প্রায় ১৭% অর্জিত হয়েছে।

৩.৩.২ লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক নিম্নরূপ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১) লক্ষ্য (Goal) মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।	২০২৩ সালের মধ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন বীর নিবাস নির্মাণ।	i)প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র ii) প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন iii) পিসিআর iv) ফটোগ্রাফ	-
পর্যালোচনা: প্রকল্পের লগ ফ্রেমে একটি লক্ষ রয়েছে, যা মূলত জাতীয় পর্যায়ের। লক্ষ্যটি হলো অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা। প্রকল্পের আওতায় যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনে সার্বিকভাবে কার্যক্রম চলমান।	পর্যালোচনা: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।	পর্যালোচনা: সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো সঠিক বলে মনে হয়েছে।	-
(২) উদ্দেশ্য (Purpose) i) মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা;	i) ২০২৩ সালের মধ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ	i) প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র ii)বিজ্ঞপ্তি/ অফিস ফাইল / টেন্ডার ফাইল iii) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন iv)আইএমইডি'র প্রতিবেদন v) ফটোগ্রাফ	i) পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ ii) স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা iii) সময়মত

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
ii) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	ii) তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাসস্থান হস্তান্তর।		প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়/প্রাপ্তি iv) সামাজিক স্থিতিশীলতা
পর্যালোচনা: উদ্দেশের সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণসহ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির তা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সামাজি নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলবে এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।	পর্যালোচনা: ইতোমধ্য ৫০০০টি বীর নিবাস সংশ্লিষ্টদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। যা তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাকী বীর নির্বাসগুলো নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করার পরে সামগ্রিকভাবে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।	পর্যালোচনা: সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো সঠিক বলে মনে হয়েছে।	-কোন দুর্ঘটনা না ঘটা।
(৩) আউটপুট (Outputs): i) মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/ প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ ii) তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।	i) মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা ii) অক্টোবর ২০২৩ সালের মধ্যে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ সম্পন্ন করা iii) ৩০০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	i) প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র ii) বিজ্ঞপ্তি/অফিস ফাইল/ টেন্ডার ফাইল iii) আইএমইডির মূল্যায়ন	i) সময় মত প্রকল্প কার্যক্রম শুরু ও শেষ ii) পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ iii) প্রস্তুতকৃত নীতিমালা ও নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন iv) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা।
পর্যালোচনা: আউটপুট এবং তার OVI এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতো।	পর্যালোচনা: ৫৮৭৯টি বীর নিবাস সফলভাবে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫০০০টি বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের মধ্যে হস্তান্তর		গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
	করা হয়েছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।		
(৪) ইনপুট (Inputs): i) প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ii) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন iii) ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ iv) অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় v) মনিটরিং ও মূল্যায়ন।	i) প্রকল্পের ৩৪ জন জনবলের মধ্যে ৪ জন প্রেষণে এবং ৩০ জন আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয় ii) নির্দেশিকা অনুসারে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন iii) ৩০,০০০টি আবাসন বীর নিবাস (প্রতিটি ৬৩৫ বর্গফুট) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান v) আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন। vi) বীর নিবাস নির্মাণ সমাপ্ত- ৫৮৭৯টি vii) বিতরণ করা হয়েছে- ৫০০০টি (৮৫%)।	i) প্রকল্প নথিপত্র ii) অগ্রগতি প্রতিবেদন iii) ব্যয় বিবরণী টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি iv) সার্বক্ষনিক মনিটরিং	i) সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থছাড় ii) প্রাপ্তি ও ব্যবহার iii) সময়মত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা iv)প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান v) উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা প্রাপ্তি।
পর্যালোচনা: প্রকল্পের Input এর মধ্যে যে সব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে বাস্তবে তার অধিকাংশই নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে।	পর্যালোচনা: ৩৪ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুসারে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন করা হয়েছে। ৫৮৭৯টি বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এর মধ্যে ৫০০০টি বীর নিবাস হস্তান্তর করা হয়েছে। আসবাবপত্র ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	পর্যালোচনা: যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে প্রকল্পের বিদ্যমান বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পর্যাবেক্ষণ করা হয়েছে।	পর্যালোচনা: গুরুত্বপূর্ণ অনুমানের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়েছে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কিছুটা দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

তথ্যসুত্র: ডিপিপি।

ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের আউটপুটস্ (Outputs) নিম্নরূপ:

- মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/ প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৩০,০০০টি আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ;

- বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রকল্পের প্রধান এবং সুনির্দিস্ট আউটপুট অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের আবাসন সুবিধার জন্য ৩০,০০০টি বীর নিবাস নির্মাণ করা এবং সেগুলো অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/ প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদেরকে বিতরণ করা। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২১ সাল হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৪ মাসে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ইতোমধ্যে (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ২৮ মাস (৮২%) অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে মোট ৫,৮৭৯টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; এবং সেগুলোর ৫,০০০টি বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। লগ-ফ্রেমে প্রদত্ত কার্যক্রম অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইতোমধ্যে অতিবাহিত বাস্তবায়ন সময়ের আনুপাতিক হারে অর্জিত হয়নি। প্রকল্পের অবশিস্ট মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হবেনা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত

প্রকল্প পরিচালক যথাযথ সময়ে নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য ডিপিপি'তে নিম্নরূপ জনবলের সংস্থান রাখা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	বাস্তবায়ন পর্যায়ে (বেতন গ্রেড ও পদ/সেবা সংখ্যা)	নিয়োগ পদ্ধতি/মাসিক সেবার মূল্য*
১	প্রকল্প পরিচালক	বেতন গ্রেড-২/৩ পদ-১টি।	প্রেষণে
২	উপ প্রকল্প পরিচালক	বেতন গ্রেড-৫/৬ পদ-২টি।	প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্ব

মন্তব্য: উপরিউক্ত জনবলের মধ্যে উপপ্রকল্প পরিচালকের পদ ২টি শূন্য রয়েছে। প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে।

৩.৪.২ জনবল নিয়োগ

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য (প্রকল্প পরিচালক ব্যতীত) নিম্নবর্ণিত জনবল আউটসোসিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করার সংস্থান ডিপিপি'তে রাখা হয়েছে।

১	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২টি পদ।	আউটসোসিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয় (বিশেষ সেব-১)
২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৪টি পদ।	আউটসোসিং প্রক্রিয়ায়
৩	হিসাব রক্ষক	০১টি পদ।	আউটসোসিং প্রক্রিয়ায়
৪	অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর	০২টি পদ।	আউটসোসিং প্রক্রিয়ায়
৫	অফিস সহায়ক	০২টি পদ।	আউটসোসিং প্রক্রিয়ায়

পর্যালোচনা: উপরিউক্ত পরিমাণ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং কর্মরত আছে। কিন্তু এ পরিমাণ জনবল কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত নহে।

৩.৪.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয়নি। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি'র ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু প্রকল্পটি অক্টোবর ২০২৩ এ শেষ হবে। অথচ এখনো পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়নি। যা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটা দুর্বলদিক প্রতিয়মান।

৩.৪.৪ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন

সভার নাম	সময়ের ধরন		এই সময় পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর: ২০২২-২৩)	চলতি বছরে প্রকৃত অর্জন (অর্থবছর: ২০২২-২৩
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (PIC)	-	-	-	-	-	-	-
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা (PSC)	-	-	-	৯	৫	-	-
এডিপি রিভিউ সভা (ADP)					চলমান।		

পর্যালোচনা

প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা তিন মাস অন্তর অথবা প্রয়োজনে আরো কম সময়ের মধ্যে আয়োজন করার নিয়ম রয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে বিগত মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭ মাস সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির ৯টি সভা আয়োজনের প্রয়োজন ছিলো। এ যাবতকাল ৫টি সভা আয়োজন করা হয়েছে অর্থাৎ ৫৫% সভার আয়োজন করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় ৪৫% কম।

মন্তব্য: পিএসসি সভাগুলি যথারীতি সম্পন্ন হলে প্রকল্পটির ক্রয় ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (দরপত্র আহবান করা হয়েছে Schedule of Rate ২০১৮ অনুযায়ী এবং ৩৩৮০টি বীর নিবাসের নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে Schedule of Rates ২০২২ অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ-৩.২.১ চ) পর্যবেক্ষণকৃত অসংগতিসমূহ নিরসন করা সম্ভব হতো।

৩.৪.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা আয়োজন

প্রকল্পের কেন্দ্রীয় স্তরে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। এ কমিটির কোনো সভা হয়েছে কিনা তার প্রমানকসহ সঠিক কোন তথ্য প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। যথারীতি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা না হওয়া প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য একটা অন্তরায়। উপজেলা স্তরে একটি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (৫০০টি উপজেলায় ৫০০টি) রয়েছে। পর্যবেক্ষণকৃত উপজেলাসমূহের এ কমিটিসমূহের সভা কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন কোন উপজেলায় ৩টি, কোন কোন উপজেলায় ২টি আবার কোন কোন উপজেলায় ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

৩.৪.৫.১ প্রকল্পের মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন কমিটি

প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য ০৯ সদস্য বিশিষ্ট মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি এখনো কোনো মূল্যায়ন সমীক্ষা করেনি।

পর্যালোচনা: প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পের মেয়াদকালে মাঝামাঝি সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশদভাবে নিরুপন করে। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সামগ্রিক কার্যক্রম On track আছে কিনা এবং পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রসহ প্রকল্পটির বাস্তবায়নে কোন ধরণের ব্যতয় ঘটেছে কিনা তা পর্যালোচনা সহ পর্যবেক্ষন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটির মেয়াদকাল প্রায় শেষ দিকে হওয়া সত্ত্বেও ডিপিপি'র সংস্থানকৃত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়নি।

৩.৪.৬ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্য ক্রয় বার্ষিক পরিকল্পনা পাওয়া গেছে। অন্য কোনো বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ডিপিপি'তে পূর্ত কাজে ক্রয়ের জন্য 'ওটিএম' এবং 'এলটিএম' এ দুই পদ্ধতি অনুমোদিত থাকা সত্ত্বেও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় ৪৫৫টি কার্য ক্রয় প্যাকেজে 'ওটিএম' পদ্ধতির পরিবর্তে 'এলটিএম' ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০,০০০টি বীর নিবাসের মধ্যে ১১৭,৬৬০টির (৫৯%) দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ফলে ১২,৩৪০টি বীর নিবাসের দরপত্র আহবান করা হয়নি।

৩.৪.৭ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ

সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত প্রকল্প পরিচালক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছেন।

পর্যালোচনা

পিএসসি'র সভা প্রয়োজনের তুলনায় ৫০% কম হয়েছে। এপর্যন্ত পিআইসি কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। পিএসসি'র সভার একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল যে, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সমুদয় কার্যক্রম শেষ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা প্রতিপালন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া গুণগতমান বজায় রেখে বীর নিবাসসমূহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি প্রতিপালিত হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীর নিবাস নির্মাণের গুণগতমান যথারীতি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৩.৪.৮ অডিট সর্ম্পকিত তথ্যাদি

অডিট কর্তৃপক্ষ (এক্সটার্নাল, উল্লেখ করুন)	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিস্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি নিস্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
সরকারি পূর্ত পরিদপ্তর।	২০২১-২২	-	-	-	-	অডিট প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
সরকারি পূর্ত পরিদপ্তর।	২০২২-২৩	-	-	-	-	চলমান।

পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিলো ১০০ লক্ষ টাকা। এ টাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক-বাস্তবায়ন কাজে ব্যয় হয়েছে। ২০২১-২০২২ সালে কোনো অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এজি অডিট অফিস কর্তৃক অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও এখনো পর্যন্ত অডিট প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে পাওয়া যায়নি। অডিট প্রতিবেদন পাওয়া গেলে কোনো আপত্তি পরিলক্ষিত হলে তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

মন্তব্য: এজি অডিট অডিট অফিসের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত অডিট কার্যক্রমের ফলাফল গ্রহণ করতে হবে এবং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালকের মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক কর্মরত আছেন।

প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে নিম্ন বর্ণিত তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

- ১৭,৬৬০টি বীর নিবাস নির্মাণের কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে। (অগ্রগতি ৫৯%)।
- মোট ৫,৮৭৯টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (কার্যাদেশ ইস্যু করা গুলোর অগ্রগতি ৩৩%)।
- ৫,০০০টি বীর নিবাস হস্তান্তর করা হয়েছে। (নির্মাণ সম্পন্ন হওয়াগুলোর ৮৫%)।
- বীর নিবাস নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি ২১.২০%।
- জমি না থাকার কারণে ৭০১টি বীর নিবাস নির্মাণের কাজ স্থগিত আছে। (৭০১/৩০,০০০ = প্রায় ২.৩৪%)।
- জনবলের অভাবে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে/হচ্ছে।
- জনবলের অভাবে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ করা ব্যাহত হচ্ছে।
- নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ বা পরিদর্শনের জন্য দপ্তরে যানবাহন নেই।
- ঠিকাদারদের তৎপরতার অভাবে অতীতে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে/এখনো হচ্ছে।
- প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অভাবে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।
- প্রকল্পের কাজের প্রাক্কলন PWD এর ২০১৮ সালের schedule rate এ প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পূর্বের রেইটে কাজ বাস্তবায়ন করা কস্টকর হচ্ছে।
- করোনা অতিমারির কারণে ৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পিছিয়ে পড়েছে।
- যথা সময়ে অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।
- যথাসময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকা না পাওয়ার কারণে কাজের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে।

৩.৪.১০ স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন

চিত্র: স্থানীয় কর্মশালায় আইএমইডি'র প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এস এম হামিদুল হক (সর্ববামে) প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। (১২.০৪.২০২৩ খ্রিঃ)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার অংশ হিসেবে বিগত ১২.০৪.২০২৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় মোট ২৫জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রিফাত ফেরদৌস কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। আইএমইডি'র প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এম এম হামিদুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও আইএমইডি'র পরিচালক (উপসচিব) ড. খান মোঃ

মনিরুজ্জামান এবং সহকারী পরিচালক জনাব জুলহাস আলী সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় যোগদান করেছিলেন।

সভাপতির অনুরোধক্রমে সমীক্ষাদলের দলনেতা ড. মুহাম্মদ আবু তাহের খন্দকার কর্মশালার আলোচ্যসূচি ও মূলভাব (theme) সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প'-এর পটভূমি, প্রকল্পটির গুরুত্ব, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রকল্পটির ভূমিকা তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে আলোচ্য বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন।

স্থানীয় কর্মশালায় নিম্ন বর্ণিত মতামত পাওয়া যায়:

(ক) প্রকল্পটির দ্বারা 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের' আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মাঝে যাঁরা অসচ্ছল তাঁরা একটি করে স্থায়ী আবাসন পাবেন। এ কারণে তাঁদের মাঝে পরিতৃপ্তির সৃষ্টি হবে। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা বা বীরাঙ্গনাগণ ও তাঁদের ছেলে মেয়েরা বীর নিবাস বরাদ্ধ পেয়েছেন কিনা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখতে হবে।

(খ) বীর নিবাস হিসেবে পাকা বাড়ী পাওয়ার কারণে 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানরা' নিরাপদ আবাসস্থল পাবেন, তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তাঁদের রোগ-বালাই কম হবে, এবং চিকিৎসা জনিত ব্যয় কম অথবা সাশ্রয় হবে। তাই যথাযথভাবে বীর নিবাসের গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ কার্যক্রম সম্পুর্ণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই করতে হবে ও চলমান নির্মাণ কার্যক্রম গুণগতমানে সমৃদ্ধ হতে হবে।

(গ) যাঁরা বীর নিবাস বরাদ্দ পেয়েছেন তাঁদের বাসাভাড়া সাশ্রয় হবে, প্রতিবছর ঘর মেরামত ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং এ ধরণের বিভিন্ন সাশ্রয়ের আয় জমা করে তাঁরা বিভিন্ন 'আয়-বর্ধনমূলক' পেশায়/কাজকর্মে নিয়োজিত হয়ে সাবলম্বি হতে পারবেন। এভাবে তাঁদের অসচ্ছলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। কাজেই বরাদ্দপ্রাপ্তগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা আলোচনায় আনতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত ১২,৩৪০টি বীর নিবাসের দরপত্র যথারীতি আহবান করে সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং উল্লিখিত বীর নিবাসসমূহের নির্মাণ কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

(ঙ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্রুত গঠন করে কর্যকরি করতে হবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে পিআইসি, পিএসসি সভাগুলো যথারীতি সম্পন্ন করার জন্য কর্মশালায় জরুরী ভিত্তিতে তাগিদ প্রদান করা হয়।

(চ) বীর নিবাস নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য সকলে সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(ছ) বীর নিবাস নির্মাণ করার কাজে সকলে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করছেন।

৩.৪.১১ এফজিডি'র ফলাফল বিশ্লেষণ

সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৮টি বিভাগে মোট ৮টি এফজিডি আয়োজন করা হয়েছে। এফজিডি'তে মোট ১২০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রকল্পের দ্বারা বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে মর্মে সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতামত হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পটির লক্ষ্য (goal) মহৎ এবং প্রকল্পটি ইপ্সিত ফলাফল প্রদান করবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটবে। সবাই এ মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদেঁর সন্তান সন্ততিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বীর নিবাস বরাদ্দের ব্যাপারে বাহিরের কোনো চাপের ব্যাপারে তাঁরা অবগত নন। অর্থাৎ তাদের ভাষ্য মতে বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনে যথাযথ পদ্দতি অনুসরণ করা হয়েছৈ। তবে অনেকেই এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আরো বেশি সংখ্যক বীর নিবাস বরাদ্দ প্রদান করা হলে ভাল হতো। কিছু বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র ব্যতিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। আবার কেউ কেউ এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, কারো কারো ওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্তগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার পরে কেউ যদি বীর নিবাসটির Vertically Expansion করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি সেটা করতে পারবেননা। কেননা প্রত্যেকটি বীর নিবাস একতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট। অনেকেই এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণ যেমন ভূমিকম্পের দ্বারা বীর নিবাস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। (বীর নিবাসের ডিজাইন ভূমিকম্প সহনীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়নি)। প্রকল্পটি ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ করা হচ্ছে বিধায় এটা খুবই টেকসই হবে মর্মে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সুপারিশ:
১। বীর নিবাসের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
২। প্রত্যেকটি বীর নিবাসের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
৩। বীর নিবাসের ক্ষেত্রে Vertically Expansion করার সুযোগ থাকতে হবে।
৪। বীর নিবাসের ডিজাইন ভূমিকম্প সহনীয়ভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে।
৫। বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নলকুপের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে ইত্যাদি।

৩.৫.১ প্রাথমিক (মাঠ পর্যায়ের জরিপের) তথ্যাদি বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের মতামত জরিপের মাধ্যমে নিম্নরূপ তথ্যাদি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ একই সাথে উল্লেখ করা হলো:

বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের মতামত কাঠামোগত প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং তাঁদেরকে কতিপয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত মতামতের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

(ক-১) মোট ৩৬১ জন (১০০%) বরাদ্দপ্রাপ্ত ‘অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তান’ এর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারে মতামত সংগ্রহের জন্য জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিলো। জরিপের ফলাফল নিচে সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৯: বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তগণের মতামত জরিপ ও বিশ্লেষণ।

ক্রমিক নং	জরিপের বিষয়বস্তু	প্রাপ্ত তথ্য/জবাব	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১	জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা		৩৬১	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর	৩৪	৯%
		শিক্ষার মান ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	২০৩	৫৬%
		শিক্ষার মান ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত	৯৩	২৬%
		শিক্ষার মান ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত	২৭	৭%
		শিক্ষার মান স্নাতক	৪	১%
		শিক্ষার মান স্নাতকোত্তর	০	০%
২	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		৩৬১	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/উত্তরদাতার বসতভিটার তথ্য	নিজের বসতভিটা ছিলো/আছে।	৩৫৫	৯৮%
		নিজের বসতভিটা ছিলো না।	৬	২%
		অন্য কেহ বসতভিটার জমি দান করেছেন।	০	০%
		নিজের বসতভিটা না থাকার কারণে তাঁর জন্য বীর নিবাস নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।	৬	২%
৩	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		৩২৭	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/উত্তরদাতার বীর নিবাসের কাজের গুণগতমান	নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভালো	২৯৮	৯১%
		নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটামুটি	২০	৬%
		নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিম্নমানের	৯	৩%
৪	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		৩২৭	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/উত্তরদাতার বীর নিবাসের কাজের গুণগতমান	নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ভালো।	২৮১	৮৬%
		নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান সন্তোষজনক।	২৬	৮%
		নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান মোটামুটি ধরণের।	২০	৬%
৫	জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা		৮৪	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/উত্তরদাতার বীর নিবাসের পানির গুণগতমান	পানির গুণগতমান ভালো	৫১	৬১%
		পানির গুণগতমান সন্তোষজনক	১৯	২৩%
		পানি নিম্নমানের	১৪	১৬%
৬	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		৩৬১	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/উত্তরদাতার পূর্বের নিবাসের অবস্থা	আগের ঘরটি তালপাতার/ছনের চালার।	১২৩	৩৪%
		আগের ঘরটি টিনের চালার।	১৮১	৫০%

ক্রমিক নং	জরিপের বিষয়বস্তু	প্রাপ্ত তথ্য/জবাব	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
		আগের ঘরটি সেমি পাকা।	৬১	১৭%
		আগের ঘরটি পাকা দালান	০	-
৭	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		১২৩	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের আগের পাতার/ছণের ঘরের আবাসনের অসুবিধা জরিপ	প্রায় প্রতি বছর মেরামত করার প্রয়োজন হতো।	১০০	৮১%
		৪-৫ বছর পরে নতুন করে তৈরি করতে হতো।	২৩	১৯%
		চালা দিয়ে বৃষ্টির সময় পানি পড়ত।	১০৫	৮৫%
		বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিলো।	২৯	২৪%
৮	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		১৭৭	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের আগের টিনের ঘরের অসুবিধা জরিপ	প্রায় প্রতি বছর মেরামত করার প্রয়োজন হতো।	২১	১২%
		৪-৫ বছর পরে একবার মেরামত করার প্রয়োজন হতো।	৩৪	১৯%
		চালা দিয়ে বৃষ্টির সময় পানি পড়তো।	২৩	১৩%
		বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিলো।	১১	৬%
৯	জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রকৃত	৩৬১	১০০%
	জানার বিষয়বস্তু/বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের অসচ্ছলতা নিরসন সংক্রান্ত জরিপ	প্রতি বছর বাসগৃহ মেরামত বাবদ ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় হবে।	৩১৮	৮৮%
		বীর নিবাসে বসবাস করার কারণে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।	৩৬১	১০০%
		বীর নিবাসে বসবাসের সুবাদে রোগ-বালাই কম হবে ও চিকিৎসা ব্যয় কম হবে।	৩৬১	১০০%
		বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।	৩৬১	১০০%

(ক-১) উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

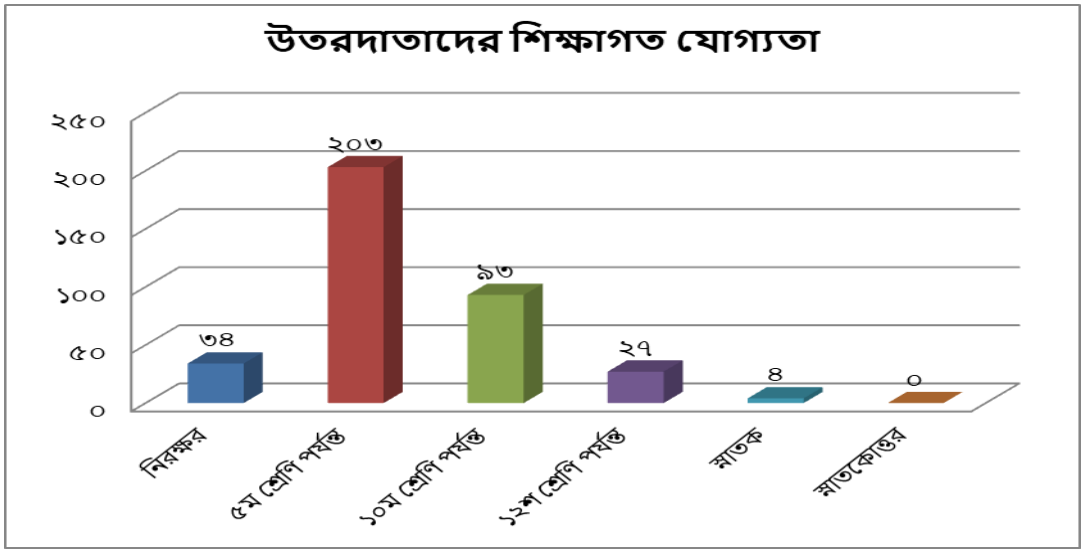

বিশ্লেষণ: উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৪ (৯%) জন উত্তরদাতা নিরক্ষর, ২০৩ (৫৬%) জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেনি পর্যন্ত। ১০ম শ্রেণি ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন উত্তরদাতা যথাক্রমে ৯৩ (২৬%) জন ও ২৭ (৭%) জন। ৪ (১%) জন উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ের।

(ক-২) বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পূর্বের বসতভিটার জরিপ

বিশ্লেষণ: উত্তরদাতাদের ৯৮%-এর নিজস্ব বসতভিটা আছে। ২% উত্তরদাতার নিজস্ব বসতভিটা নেই। বিশ্লেষণ: বরাদ্দপ্রাপ্তদের ৬ জনের (প্রায় ২%) নিজেদের বসতভিটা (জমি) নেই, ফলে তাঁদের জন্য বীর নিবাস নির্মাণ করা ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বীর নিবাসের আয়তন ৬৩৫ বর্গ ফুট (১.৪৬ শতাংশ জমি)। বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই/বোনের সাথে অথবা অন্য অংশীগণের সাথে জমি এয়াজ/বদল করে এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ কারণে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় এক জন মুক্তিযোদ্ধার এবং নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলায় একজন প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বরাদ্দ বাতিল হয়েছে (এবং পরবর্তী কোনো সুযোগে তাঁরা বরাদ্দ পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন)।

(ক-৩) বীর নিবাসের নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্বন্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার মতামত

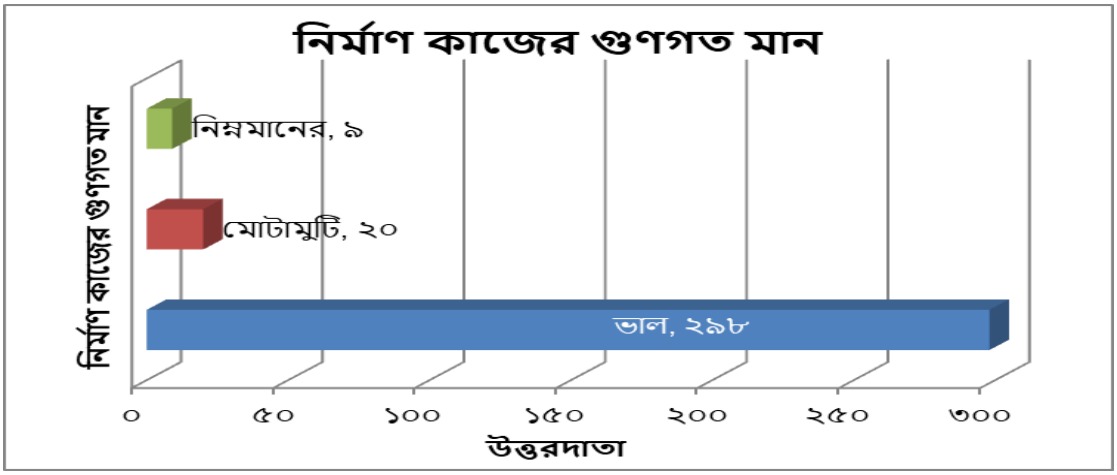

বিশ্লেষণ: উত্তরদাতাদের ২৯৮ জন অর্থাৎ ৯১% বলেছেন নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভালো। উত্তদাতাদের ২০ জন (৬%) বলেছেন নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটামুটি এবং মাত্র ৯ জন (৩%) নির্মাণ কাজের মান নিম্নমানের বলে মতামত দিয়েছেন। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে নির্মাণ কাজের মান সবক্ষেত্রে সন্তোষজনক।

(ক-৪) বীর নিবাসের নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান সম্বন্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার মতামত

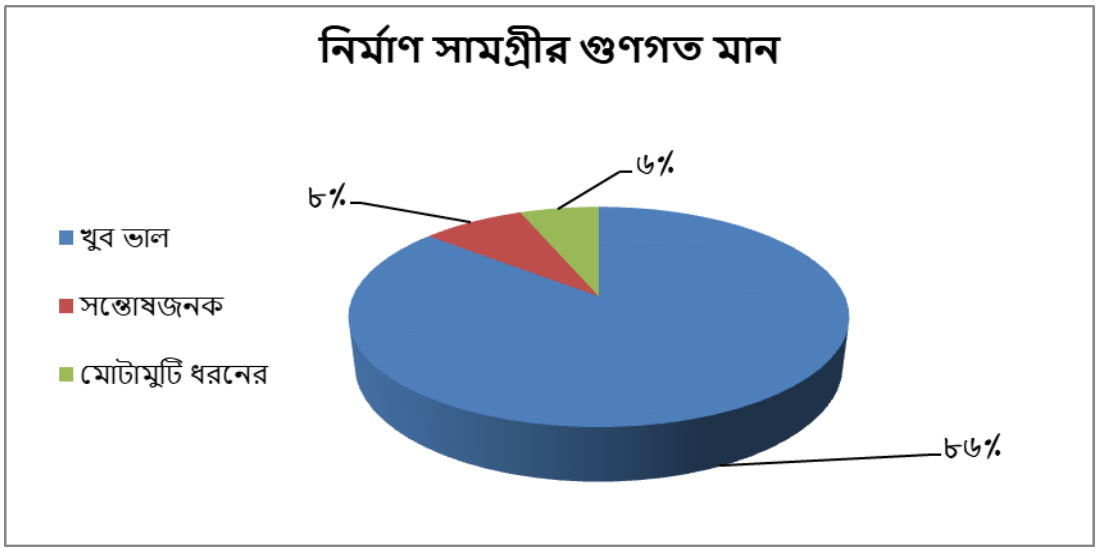

বিশ্লেষণ: উত্তরদাতাদের ৮৬% বলেছেন নির্মাণ কাজের গুণতগমান খুব ভালো। উত্তদাতাদের ৮% বলেছেন নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক এবং ৬% উত্তরদাতা নির্মাণকাজ মোটামুটি ধরণের বলে মতামত দেন। । নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান ভালো নয় বলে দেখা গেছে।

উত্তরদাতাদের ৯৪% বলেছেন নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ভালো; ৬% বলেছেন নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ভালো নয়। সমীক্ষা দলের সদস্যরা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময়ে দেখেছেন, প্রায় ১৫% ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান ভালো নয়। এ ব্যাপারে পরিদর্শনের সময়ে মান নিয়ন্ত্রকারী উপসহকারী প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন তাঁরা নিম্ন মানের ইট নির্মাণ কাজে ব্যবহার করতে দেন না। সমীক্ষা দলের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিভিন্ন স্থানের ইটের মানের বিভিন্নতা রয়েছে। এ ছাড়াও মাটির গুণাগুণ এবং ইট পোড়ানোর জ্বালানীর মানের কারণেও ইটের মান পৃথক হয়। (খনিজ কয়লা দিয়ে পোড়ানো ইট কাঠের জ্বালানি দিয়ে পোড়ানো ইটের তুলনায় অধিক উত্তম।) ইট তৈরির মাটি প্রয়োজন মাফিক মথন (stirring) করা না হলে ইটের মান ভালো হয়না। এ ছাড়াও অতিরিক্ত দহন (burn) করা হলে ইট (porous) হয়ে যায়। ইট নিয়ে এ সব সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে নির্মাণ কাজের সাইটে (site) ইট আনার পূর্বে ইটের মান ইট ভাটায় পরিদর্শন করে মান সম্বন্ধে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

(ক-৫) বীর নিবাসের পানির মান সংক্রান্ত জরিপ

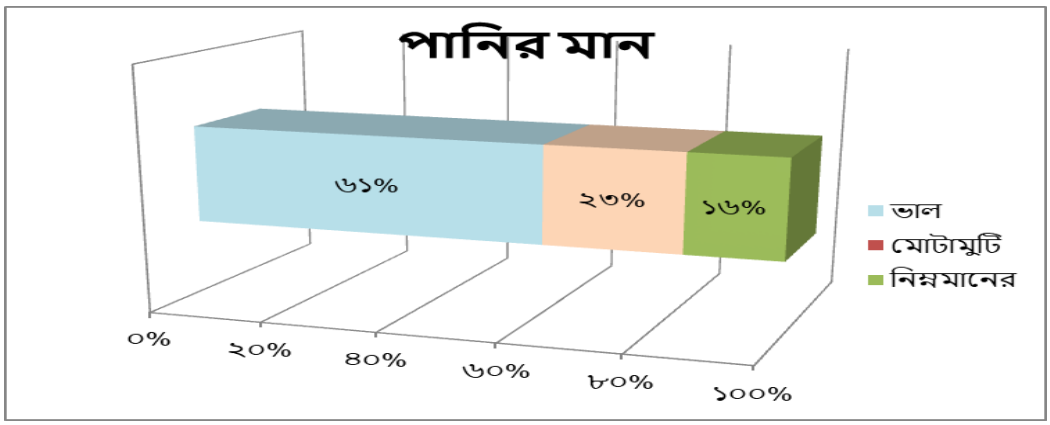

বিশ্লেষণ: সরেজমিনে পরিদর্শন করা ৮৪টি বীর নিবাসের নলকূপ বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।বরাদ্দপ্রাপ্তদের ৬১% বলেছেন নলকূপের পানির মান ভালো। এ ছাড়া ২৩% বলেছেন পানির মান সন্তোষজনক এবং ১৬% বলেছেন পানির মান নিম্নমানের। নলকূপের পানির মান নিয়ে উত্তরদাতাদের অসন্তোষের যথাযথ কারণ রয়েছে। প্রাক্কলনে নলকূপের গভীরতা ধরা হয়েছে ৬০ ফুট (১৮ মিটার)। এত অগভীর ভূ-নিম্নে সুপেয় পানি পাওয়া যায় না। সুপেয় পানির অপ্রাপ্যতা বীর নিবাসের বাসিন্দাদের একটি বৃহৎ সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হলো গভীর নলকূপের সংস্থান করা।

(ক-৬) বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের পুর্বের আবাসনের অবস্থা জরিপ

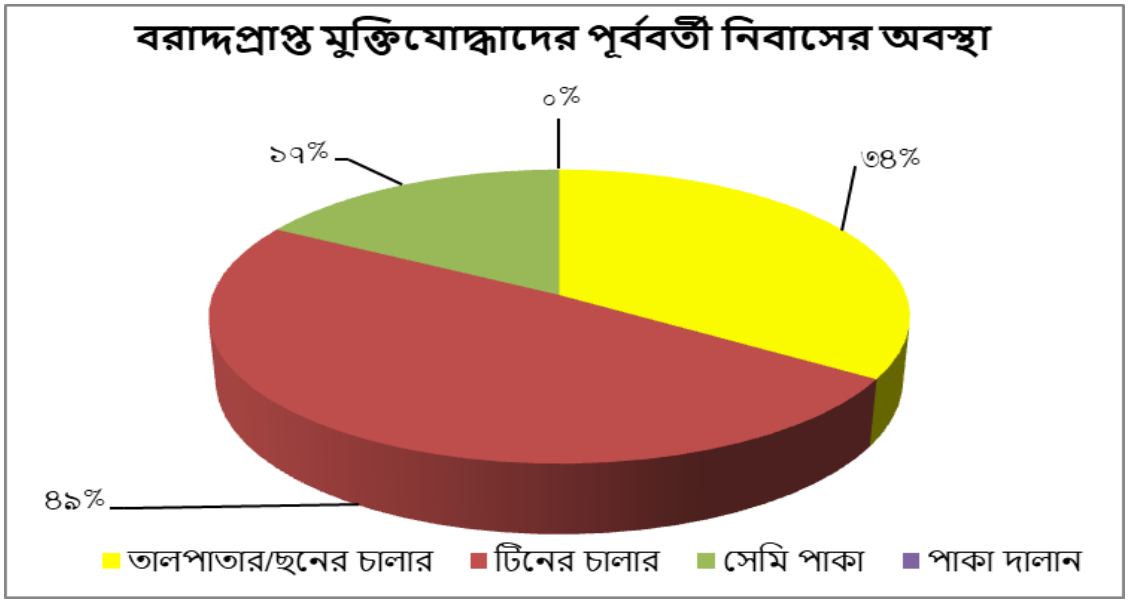

বিশ্লেষণ: উত্তরদাতাদের ৩৪% বলেছেন তাঁদের আগের ঘরটি ছিলো তালপাতার/ছনের চালার। অবশিস্ট উত্তরদাতাদের ৪৯% জানিয়েছেন তাঁদের আগের বসবাসের গৃহটি ছিলো জরাজীর্ণ টিনের চালার; ১৭% জানিয়েছেন তাঁদের আগের বাসগৃহ ছিলো জরাজীর্ণ সেমি-পাকা।

(ক-৭) বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের আগের আবাসনের অসুবিধা জরিপ (পাতার/ছণের চাল ঘর)

বিশ্লেষণ: যাঁদের আগের পাতার/ছণের চালার ঘর ছিলো তাঁদের মধ্যে ৮১% বলেছেন প্রায় প্রতিবছর ঘর মেরামত করার প্রয়োজন হতো; অবশিস্ট ১৯% বলেছেন প্রতি ৪-৫ বছর অন্তর ঘর নতুন করে তৈরি করতে হতো। উত্তরদাতাদের ৮৫% বলেছেন তাঁদের ঘরের চালা দিয়ে বর্ষাকালে বৃস্টির পানি পড়তো। উত্তরদাতাদের ২৪% বলেছেন তাঁদের ঘরে বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিলো। এ অবস্থাগুলো পাতার/ছনের চাউনির ঘরের ব্যাপারে স্বাভাবিক বলা যায়।

(ক-৮) বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের আগের আবাসনের অসুবিধা জরিপ (টিনের ঘর)

বিশ্লেষণ: যাঁদের আগের টিনের চালার ঘর ছিলো তাঁদের ৮১% বলেছেন প্রায় প্রতিবছর ঘর মেরামত করার প্রয়োজন হতো; অবশিস্ট ১৯% বলেছেন প্রতি ৪-৫ বছর অন্তর ঘর নতুন করে তৈরি করতে হতো। উত্তরদাতাদের ৮৫% বলেছেন তাঁদের ঘরের চালা দিয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি পড়তো। উত্তরদাতাদের ২৪% বলেছেন তাঁদের ঘরে বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিলো। এ অবস্থাগুলো পাতার/ছনের চাউনির ঘরের ব্যাপারে স্বাভাবিক বলা যায়।

(ক-৯) বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার সুবাদে অসচ্ছলতা নিরসন সংক্রান্ত জরিপ

বিশ্লেষণ: উত্তরদাতাদের ৮৮% বলেছেন বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার সুবাদে প্রতি বছর বাসগৃহ মেরামত বাবদ ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় হবে। তাঁদের সকলে বলেছেন যে, বীর নিবাসে বসবাস করার কারণে তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। তাঁদের সকলে বলেছেন যে, বীর নিবাসে বসবাস করার সুবাদে তাঁদের রোগ-বালাই কম হবে ও চিকিৎসা ব্যয় কম হবে। তাঁদের সকলে বলেছেন যে, বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমীক্ষা দলের সরেজমিনে জরিপের সময়ের অভিক্ষতায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের সমাপ্তি/লক্ষ্য (goal), যথা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা অথবা শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের বিধবা স্ত্রী/বিপত্নিক স্বামী অথবা তাঁদের সন্তানগদের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস, প্রকল্পটির দ্বারা অর্জিত হচ্ছে/হবে।

৩.৬.১ সমীক্ষার জন্য সরেজমিনে বীর নিবাস পরিদর্শন ও পরীক্ষা

(ক-১) সমীক্ষা পরিচালনাকারী উপদেষ্টারা ২১৪টি বীর নিবাস সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এর মধ্যে ৮৫টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২৯ টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

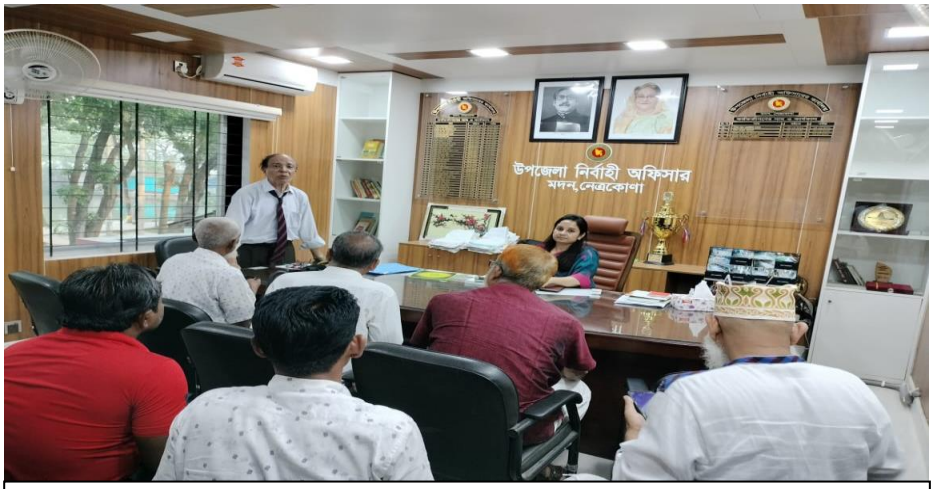

চিত্র: ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এফজিডি'র দৃশ্য। (১৩.০৪.২০২৩)

(ক-২) পরিদর্শনের সময়ে সমাপ্ত বীর নিবাসের নমুনা হিসেবে কতিপয় (৬৭টি) বীর নিবাসের এরিয়া পরিমাপ করে দেখা হয়েছে এবং নকশার সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। বীর নিবাসের রুমের সাইজ, টয়লেটের সাইজ, কিচেনের সাইজ, বাথ রুমের সাইজ, শয়ন কক্ষের সাইজ, লিভিং রুমের সাইজ ও ডাইনিং রুমের সাইজ নকশার সাথে

মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। মাটির সমতল হতে মেঝের সমতল সঠিক উচ্চতায় পাওয়া গেছে। মেঝে (floor) হতে ছাদ (ceiling) পর্যন্ত উচ্চতা নকশার সাথে সঠিক পাওয়া গেছে। বীর নিবাসের Frontage-এর পরিমাপ নকশা অনুসারে সঠিক পাওয়া গেছে। সম্পন্ন করা ছাদ, যেগুলোর সিলিং প্লাস্টার সম্পন্ন করা হয়নি সেগুলোতে হানিকম্ব (honeycomb) জনিত ত্রুটি (defect) পরিলক্ষিত হয়নি। দরজা, জানালা পরিমাপ করে নকশার সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। লিনটেলের (lintel) পরিমাপ নকশার সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। নির্মাণ সমাপ্ত বা নির্মাণ চলমান বীর নিবাসের কাজ সার্বিকভাবে নকশার সাথে সঠিক আছে।

চিত্র-১: একটি সমাপ্ত বীর নিবাসের ছবি। (উপজেলা- মদন; জিলা- নেত্রকোনা)

চিত্র-২: একটি সমাপ্ত বীর নিবাসের ছবি। (জেলা- নেত্রকোনা)

(খ) কতিপয় বীর নিবাসের কাজের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। নমুনাস্বরূপ ত্রুটিপূর্ণ কতিপয় কাজের বর্ণনা ও চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো:

ইটের কাজের লাইন এবং গ্রেড সঠিকভাবে হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান খারাপ ছিলো। ইটের আকৃতি যথাযথ ছিলো না। একই লাইনের ইট একটির পরে অন্যটি সমতলে স্থাপন করা হয়নি।

দেওয়ালে ফাটল

(গ) সরেজমিনে পরিদর্শনের সময়ে দেখা গেছে যে, একজন বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার দালানে ফাটল ধরেছে। নিচের ছবি অবলোকন করা যেতে পারে।

চিত্র-৩: ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার চরযশোরদি ইউনিয়নের এক জন বীর মুক্তিযোদ্ধার বীর নিবাসে বাম হতে ডানদিকে আড়াআড়ি ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এ ফাটল দালানের পশ্চিম পাশের দেওয়াল হতে দক্ষিণ পাশের দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। (স্থান: ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কুদ্দুসের বীর নিবাস)।

চিত্র-৪: দেওয়ালের ইটের কাজ ভালো নয়। ইট ফ্লাট করে স্থাপন না করে কাত করে স্থাপন করা হয়েছে। এটি মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ পূর্ত কাজ। দেওয়ালের একটি স্তর ইট ফাঁক ফাঁক করে স্থাপন করা হয়েছে। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-৫: সমীক্ষাদলের সদস্যরা একটি বীর নিবাসের দেওয়াল পরিমাপ করে পরীক্ষা করছেন (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-৬: একটি বীর নিবাসের দেওয়ালে ফাটল সৃস্টি হয়েছে। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-৭: সমীক্ষা দল কর্তৃক একটি বীর নিবাসের ছাদের নির্মাণ কাজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-৮: ইটের দেওয়ালটি বাঁকা করে নির্মাণ করা হয়েছে (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-৯: একটি বীর নিবাসের দেওয়ালের প্লাস্টারে ফাটল (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-১০: বীর নিবাসের প্লাস্টারের বালি-সিমেন্ট ঝুরে পড়ে গেছে (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-১১: একটি বীর নিবাসের দেওয়ালের উপরের সারি ইট কাত করে বসানো হয়েছে; অন্য দেওয়ালে একই সারিতে ইট ফ্লাট করে বসানো হয়েছে। অগ্রহণযোগ্য পূর্ত কাজ (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র-১২: একটি বীর নিবাসের সম্মুখের প্রধান কাঠের দরজা। নিম্নমানের কাঠের সার্টার (উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ)

পর্যালোচনা

(খ-১) সমাপ্ত অথবা চলমান নির্মাণ কাজের পরিমাণ (quantity) পরিমাপ বহিতে (measurement book) লিপিবদ্ধ করার পূর্বে উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করে বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর নিবাসে প্লাস্টার ধ্বসে গেছে কিনা, দেওয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কিনা, দরজা ফাঁক হয়ে গেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য শ্রবণ করা যেতে পারে। তাঁর নিকট হতে বিরূপ কিছু শোনা গেলে প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে পরীক্ষা করে কাজের ত্রুটি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করার পরে বিল প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(খ-২) নিরাপত্তা জামানতের টাকা ফেরত দেওয়ার পূর্বে চুক্তিপত্রের Defect Liability Period সময়ের মধ্যে সমাপ্তকৃত বীর নিবাস সরেজমিনে পরিদর্শন করে কোনো Defect আছে কিনা তা পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা মেরামত করা যেতে পারে।

(খ-৩) বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার দালানে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। (এঁদের একজন ফরিদপুরের নাগরকান্দা উপজেলার এবং অন্যজন নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার।) ফাটল পরীক্ষা করে যথাযথভাবে মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সেপ্টিক টাংক

(গ) সেপ্টিক ট্যাংকের সাইজ ৬ ফুট গুনন ২ ফুট ৬ ইঞ্চি গুনন ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি গুনন (বিয়োগ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি গুনন ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি গুনন ৫ ইঞ্চি)। সেপ্টিক ট্যাংকের সাইজ ছোট মর্মে বীর নিবাস নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রায় সবাই আপত্তি করেছেন। ডিপিপি হতে দেখা যায় যে, ০৫/০১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয় "বাসস্থানের ব্যয় প্রাক্কলনে soak well এর পরিবর্তে septic tank এবং MS Main Door এর পরিবর্তে Wodden Door এর খরচ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গ্রামের পরিবেশে septic tank-এর সাথে soak well সংযুক্ত রাখা অপরিহার্য। septic tank-এর সাথে soak well সংযুক্ত না রাখার সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যসম্মত নহে। (বর্তমান অবস্থায় কয়েক দিন পর পর বরাদ্দপ্রাপ্তদেরকে সেপ্টিক ট্যাংক পরিস্কার করতে হবে এবং বিষয়টি অস্বাস্থ্যকর হবে।)

জানালার উপরের সানসেড

(ঘ) জানালার উপরের সানসেডের (sunshade) প্রস্থ ৬ ইঞ্চি মাত্র। বরাদ্দপ্রাপ্তরা সকলে বলেছেন বৃষ্টির সময়ে জানালা উন্মুক্ত করা হলে জানালা দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে, সানসেডের কোনো উপকারিতা তাঁরা পাচ্ছে না।সানসেডের প্রস্থ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সানসেডের নকশা নিচে দেওয়া হলো।

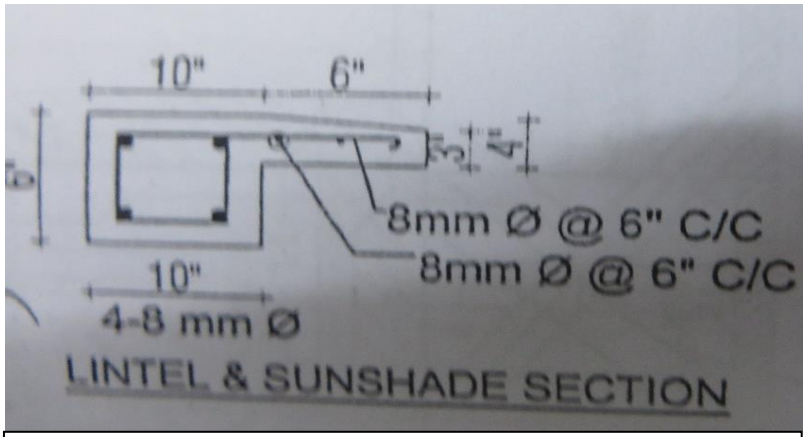

চিত্র: সানসেডের ডিজাইন

ছাদের উপরের ওয়াটারপ্রুফিং

(ঙ) ছাদের উপরের ওয়াটারপ্রুফিংয়ের জন্য ৩৮ মিমি পুরু (১:২:৪) artificial patent stone দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির পানি যেন গড়িয়ে সহজে নিচে পড়ে যেতে পারে সে জন্য artificial patent stone চারিদিকে ১৯ মিমি পুরু এবং মাঝখানে প্রায় ৫৭ মিমি পুরু করে ঢালাই করা হয়। কিন্তু artificial patent stone এর coarse materials এর সাইজ ১২ মিমি down graded। সুতরাং কিনারের দিকে artificial patent stone এর পুরুত্ব ১৯ মিমি রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়। এ অসুবিধার বিষয়টি প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত এক জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সমীক্ষা দলের দলনেতার সাথে আলোচনা করেছেন। রুফ স্লবের (roof slab) পুরুত্ব (thickness) ৪.৫ ইঞ্চি। artificial patent stone এর পুরুত্ব ৩৮ মিমি অথবা ১.৫ ইঞ্চি। অর্থাৎ roof slab এবং artificial patent stone এর পুরুত্ব একত্রে ৬ ইঞ্চি ঢালাই করা যেতে পারে।

৩.৭ বীর নিবাসের ডিজাইন

(চ) বীর নিবাসের ভিত্তির (foundation) ডিজাইন এক তলা ভবনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বীর নিবাস উর্ধ্বমুখী বর্ধিত করা যাবে না।

৩.৭.১ সেকেন্ডারী তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

(ক) ডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা, শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী, শহিদ/প্রয়াত বীরাঙ্গনার বিপত্নিক স্বামী অথবা তাঁদের পুত্র/কন্যারা, যাঁদের মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ব্যতীত বার্ষিক আয় ৬০,০০০ টাকা তাঁরা অসচ্ছল বিবেচিত। (সূত্র: ডিপিপি, পৃস্ঠা-১৯৫)। এ ছাড়াও তাঁদের নিজস্ব 'কোন বাড়ি-ঘর নেই বা কুঁড়ে ঘরে থাকেন'। এ সূচক ব্যবহার করলে টিনের ঘরে বসবাসকারী মুক্তিযোদ্ধা অসচ্ছল বিবেচিত হবেন না।

(খ) ডিপিপি-এর সংযোজনী-১ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতি উপজেলার 'মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা (জীবিত ও মৃত)' এর ১৪% এবং এর সাথে 'বীরাঙ্গনার সংখ্যা (জীবিত ও মৃত)' যোগ করে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২৭,৭৫৪ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। Feasibility Study পরিচালনাকালে কোন মাঠ পর্যায়ে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের কোনো জরিপ পরিচালনা করা হয়নি। World Bank এর দারিদ্রের তালিকার Percentage অনুযায়ী তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তথাপি Feasibility Study এর ইতিবাচক একটি দিক রয়েছে। Feasibility Study দল মোট ৮টি উপজেলা পরিদর্শন করেছেন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় করেছেন এবং সংগৃহিত তথ্যাদির ভিত্তিতে সমীক্ষা দল একটি Feasibility Study Report দাখিল করেছেন। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করার কাজে ভিত্তি হিসেবে Feasibility Study Report ব্যবহার করা হয়েছে। Feasibility Study Report সবলদিক হিসেবে বিবেচ্য।

(গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হাতে ২৭,৭৫৪টি বীর নিবাসের চেয়ে আরও ২২৪৬টি বীর নিবাস সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। (সূত্র-ডিপিপি, পৃষ্ঠা-৫৫)। ২,২৪৬টি বীর নিবাস কাকে বরাদ্দ করা হবে তা ডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয়নি।

(ঘ) সমীক্ষা প্রতিবেদন হতে পরিলক্ষিত হয় যে, সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টিম জুলাই ২০১৯ হতে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ৮টি উপজেলা পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা রয়েছে, "বাংলাদেশের প্রায় ২৪.৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং ১৪.৯ শতাংশ মানুষ অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে (উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্য সীমার মধ্যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান অসচ্ছল (insolvent) মুক্তিযোদ্ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।" (সূত্র: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১২১)। পরিলক্ষিত হচ্ছে, দারিদ্র্য সীমার বা দারিদ্র্য সীমার নিচের জনসংখ্যার তথ্যটি ২০১৬ সালের এবং তা দেশের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিরূপিত। এ তথ্য মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের উপর জরিপের ফলাফল নয়। মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, বীর নিবাস প্রাপ্যতার সংখ্যা মোট ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সংখ্যার ১৪% (যা দেশের 'অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করা' জনসংখ্যার একই হারের সমান)। লক্ষণীয় যে, সমীক্ষার

মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের দারিদ্র্য পৃথকভাবে জরিপ করা হয়নি। এটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ত্রুটি। পরিদর্শনকৃত ৮টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের শতকরা কতজনের বার্ষিক আয় ৬০,০০০ টাকা এবং শতকরা কতজনের 'নিজস্ব বাড়ি-ঘর নেই বা কুঁড়ে ঘরে থাকেন' তা সমীক্ষা করে দেখা টিমের কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা সমীচীন ছিলো।

৩.৮ উপজেলা আবাসন বরাদ্দ/নির্বাচন কমিটির সদস্যদের মতামত

সমীক্ষার প্রয়োজনে উপজেলা আবাসন বরাদ্দ/নির্বাচন কমিটির সদস্যদের কয়েকজনের মতামত একান্ত সাক্ষাৎকার এবং স্থানীয় কর্মশালায় গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, প্রকল্পটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সাশ্রয়ী। তাঁরা বলেছেন, বীর নিবাস নির্মাণ কাজে তাঁরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন। তাঁরা বলেছেন, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের মধ্যে যাঁদের বীর নিবাস নির্মাণ করার জমি নেই সে সবক্ষেত্রে তাঁরা সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করার চেস্টা করছেন। তাঁরা বলেছেন, কোনো বীর নিবাসের নির্মাণ কাজের মান খারাপ হওয়ার তথ্য তাঁদের গোচরে এলে তাঁরা নিরসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা বলেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তৈরি করা ইটের মান ভালো নয়। সে জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়। বীর নিবাসে সুপেয় পানির অসুবিধার কথা তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, নলকূপের গভীরতা কম হওয়ায় সুপেয় পানি পাওয়া সম্ভব হয় না। এ অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁরা সুপারিশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, পিলার ও বীম (Pillar and Beam) দিয়ে ডিজাইন করা হলে বীর নিবাস আরও মজবুত/শক্ত হতো। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন, আরও অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন যাঁরা বীর নিবাস রবাদ্দ পেতে চান। প্রকল্পটি সুফলদায়ক হবে মর্মে তারা মতামত প্রকাশ করেছেন।

চিত্র: বাস্তবে নির্মাণ সমাপ্তকৃত একটি বীর নিবাস।

চিত্র: ডিপিপি-তে প্রদত্ত বীর নিবাসের দৃশ্য।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক পর্যালোচনা (SWOT বিশ্লেষণ)

প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো:

প্রকল্পের সবলদিক	প্রকল্পের দুর্বলদিক
১) প্রকল্পটির আরম্ভ হতে একই প্রকল্প পরিচালক কর্মরত আছেন। ফলে প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কোনো অসুবিধা হয়নি। ২) প্রকল্পটির দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা যাঁরা 'কুঁড়ে ঘরে থাকেন অথবা যাঁদের বাড়ি-ঘর নেই' তাঁদের অসচ্ছলতা দূর হবে এবং তাঁদের সামাজিক অবস্থা বৃদ্ধি পাবে। ৩) প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। ৪) প্রকল্পটির আর্থিক ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থ (৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজে কোনো বৈদেশিক অর্থায়ন নেই বলে দাতাদের কোনো নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের বাধ্যবাদকতা নেই। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হচ্ছে। ৫) প্রকল্পের কারণে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনাগণের প্রতি বছর বাসগৃহ মেরামত বাবদ ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।	১) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা প্রয়োজনের চেয়ে কম অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২) প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য ডিপিপি'তে অনুমোদিত প্রয়োজনীয় জনবল সম্পূর্ণ নিয়োগ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, উপপ্রকল্প পরিচালকের দু'টি পদ শূন্য আছে। ৩) ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অর্থবছরসমূহের অর্থ অবমুক্তি কম হয়েছে। ৪) কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি'তে অনুমোদিত পদ্ধতি থেকে বার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যত্যয় ঘটেছে। ৫) ডিপিপি'তে সংস্থান থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত না হওয়া।
প্রকল্পের সুযোগ	**প্রকল্পের ঝুঁকি**
১) বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা তাঁদেরকে একটি উপহার প্রদান করার উপলব্দি দেশের সরকার প্রধানের মাঝে সৃষ্টি হওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ২) প্রকল্পটির মূলভাব (theme) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য হ্রাস করা। এ প্রকল্পের দ্বারা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাগণের অসচ্ছলতা বিদূরিত করা। তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। ৩) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য অনেক পরিমাণ নির্মাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হওয়ায় লোহার রড ফ্যাক্টরিতে, ইটের ভাটায় ও পরিবহন খাতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণ যেমন ভূমিকম্পের দ্বারা বীর নিবাসের ক্ষতি হতে পারে। (বীর নিবাসের ডিজাইন ভূমিকম্প সহনীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়নি।) ২) হাওর অঞ্চলের বীর নিবাসগুলোর মেঝে (floor) বন্যার পানিতে ডুবতে পারে। ৩) বীর নিবাসের (ভবনের) সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে soak well সংযুক্ত করা হয়নি। এ কারণে বীর নিবাসের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃস্টি হবে। ৪) বরাদ্দপ্রাপ্তদের কর্তৃক বীর নিবাসের routine রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে দালানের স্থায়ীত্ব (durability) ও সহনীয়তা (sustainability) হ্রাস পাবে।

পর্যালোচনা

১) সবল দিকসমূহের পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি'তে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এপ্রিল ২০২১ মাস হতে। প্রকল্পটির শুরু হতে অদ্যাবধি অর্থ অবমুক্তির ক্ষেত্রে কোন কমতি ছিলোনা। কাজেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হলে এ পর্যন্ত প্রকল্পটির সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হতো। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে অবমুক্ত অর্থের প্রায় ৫০% অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সবলদিকের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ মাফিক অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ফলে অর্থের যোগানের অভাবে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলোনা। তবে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৬.২৮% ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। বাকি সমুদয় অর্থ এই অর্থবছরে ব্যয় করা সম্ভব হবেনা বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পটির শুরু হতে একই প্রকল্প পরিচালক কর্মরত আছে। ফলে প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কোন প্রভাব পড়েনি। প্রকল্পের দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা যাঁরা 'কুঁড়ে ঘরে থাকেন অথবা যাঁদের বাড়ি-ঘর নেই' তাঁদের অসচ্ছলতা বিদূরিত হবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। যা প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সব বীর নিবাসের জন্য অভিন্ন ডিজাইন অনুসরণ করা হচ্ছে; ফলে ডিজাইন পরিবর্তন (revise) করার প্রয়োজন হচ্ছেনা। প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক এজেন্ডা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ (এস ডি জি , SDG) এর গোল (goal) নং-৯ (উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো), গোল নং-১০ (বৈষম্য হ্রাস), গোল নং নং-১৭ (টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব) এর সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রকল্পটির আর্থিক ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থ (৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজে কোনো বৈদেশিক অর্থায়ন নেই বলে দাতাদের কোনো নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হচ্ছে। প্রকল্পের কারণে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনাগণের প্রতি বছর বাসগৃহ মেরামত বাবদ ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় প্রকল্পের একটা সবলদিক।

২) দুর্বল দিকসমূহের পর্যালোচনা

প্রাপ্ত তথ্য (৩.৪.৪ অনুচ্ছেদ) হতে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৯টি সভার মধ্যে কেবলমাত্র ৫টি সভা সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের শুরু হতে এ যাবতকাল প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এমতাবস্থায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কিছুটা হলেও নেতিবাচক প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, নিয়ম মাফিক এসব সম্পন্ন করা হলে তা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য ডিপিপি'তে অনুমোদিত জনবল সম্পূর্ণ নিয়োগ করা হয়নি। উপপ্রকল্প পরিচালকের দু'টি পদ শূন্য আছে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল অথবা যানবাহন নেই। এ সব অপ্রতুলতা বিদূরিত করা সম্ভব হলে তা প্রকল্পের সবলদিক হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক্ষেত্রে কোন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিপিপি অনুসারে ২ জন সহকারী প্রকৌশলী (পুর) এবং ২৪ জন উপসহকারী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এ পরিমাণ জনবল যথেষ্ট নয়। এ সব অপ্রতুলতা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন করা সম্ভব হলে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন তরান্বিত করা যেত। কার্যত: এসব ক্ষেত্রে এখনও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৩) প্রকল্পের সুযোগ পর্যালোচনা

প্রকল্পটির দ্বারা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাগণের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনারা যেন আয় বর্ধক কাজে নিজেদেরেকে নিয়োজিত করতে পারে সে জন্য মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য অনেক পরিমাণ নির্মাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হওয়ায় লোহার রড ফ্যাক্টরীতে, ইটের

ভাটায় ও পরিবহন খাতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে সংশ্লিষ্টদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হচ্ছে। যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪) প্রকল্পের ঝুঁকি পর্যালোচনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ভূমিকম্প, অতিবৃদ্ধি, জলোচ্ছাস ইত্যাদির দ্বারা বীর নিবাসের ক্ষতি হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বীর নিবাসের ডিজাইন ভূমিকম্প সহনীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। হাওর অঞ্চলের বীর নিবাসগুলোর মেঝে (floor) বন্যার পানিতে ডুবে যেতে পারে। বীর নিবাসের (ভবনের) সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে soak well সংযুক্ত করা হয়নি। এ কারণে বীর নিবাসের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। গভীর নলকূপ স্থাপন করে সুপেয় পানির অভাব দূর করা যেতে পারে। সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে soak well সংযুক্ত করা যেতে পারে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দপ্রাপ্তরা কর্তৃক যথাসময়ে ও যথানিয়মে করা হলে বীর নিবাসগুলোর বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ফলে স্থাপনাগুলো টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সমীক্ষার পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের দলিলাদি পরীক্ষা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা, শহিদ/প্রয়াতদের আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে যাঁরা বীর নিবাস বরাদ্দ পাননি (অর্থাৎ সচ্ছল) তাঁদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও এফজিডি (FGD), নিবিড় সাক্ষাৎকার (KII), স্থানীয় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপরে টেকনিক্যাল কমিটি ও সমীক্ষা তত্বাবধান কমিটির পরামর্শ বিবেচনা করা হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্যাদি সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে তথ্যাদি হতে প্রাপ্ত ফলাফল তৃতীয় অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেবিল, চার্ট ও ছবিসহ) উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ

(ক) ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত পূর্ত নির্মাণ কাজ গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। (অনুচ্ছেদ-৩.১.৪)

(খ) প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের সার্বিক বাস্তবায়নসহ অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় খুবই কম। প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ২১.২৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৩৭%। (অনুচ্ছেদ-৩.১.৪)

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৪ মাস। ইতোমধ্যে মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হয়েছে ২৮ মাস। অবশিষ্ট ৬ মাস মেয়াদকালে প্রকল্পের বাকী কার্যক্রম (৭৮.৭২%) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবেনা। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.১)

(ঘ) নির্মাণ কাজের দরপত্র স্ব স্ব উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহবান করেছেন ও নির্ধারিত মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করেছেন। ৪৫৫টি প্যাকেজ কার্য ক্রয় দরপত্রে ডিপিপি'তে অনুমোদিত 'ওটিএম' পদ্ধতির পরিবর্তে 'এলটিএম' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা অনুমোদিত ডিপিপি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। [অনুচ্ছেদ-৩.২.১ (চ)]

(ঙ) প্রকল্পের পণ্য যেমন অফিসের আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদী, কম্পিউটার, রাউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, লাইট, এয়ার কন্ডিশনার এগুলো স্পেসফিকেশন/BoQ/ToR অনুসারে সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এসব যথারীতি কার্যক্ষম আছে। (অনুচ্ছেদ-৩.২.৪)

(চ) Schedule of Rates ২০১৮ মোতাবেক জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত বীর নিবাস ১৬২০টি এবং Schedule of Rates ২০২২ মোতাবেক ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত বীর নিবাস ৩৩৮০টি; সর্বমোট ৫০০০টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে PIC, PSC কমিটি ও পরিকল্পনা কমিশন হতে কোন ধরণের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি যা, PPR-2008 এর পরিপন্থি। (অনুচ্ছেদ-৩.২.১ চ)

(ছ) লগ-ফ্রেমে প্রদত্ত কার্যক্রম অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইতোমধ্যে অতিবাহিত বাস্তবায়ন সময়ের আনুপাতিক হারে অর্জিত হয়নি। (অনুচ্ছেদ-৩.৩.২)

(জ) প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা হেতু ডিপিপি'তে অনুমোদিত জনবল নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে জনবলের অভাব রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, উপপ্রকল্প পরিচালকের ২টি পদ শূন্য রয়েছে। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.১)

(ঝ) প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং ২৪ জন উপসহকারী প্রকৌশলী আউটসোর্সিয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। কাজের বিস্তৃত এলাকা ও বীর নিবাসের সংখ্যার তুলনায় এ পরিমাণ জনবল খুবই অপ্রতুল। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.২০)

(ঞ) ২০২০-২১ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রমে কোন প্রকার অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। ২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট করা হয়েছে। কিন্তু অডিট সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন এখনও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়নি। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.৮)

৫.১.১ প্রাথমিক (মাঠ পর্যায় জরিপের) তথ্যাদি পর্যালোচনা

(ক) ১৭,৬৬০টি বীর নিবাসের কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে। ফলে মোট লক্ষ্যের ৫৯% কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে। মোট ৫৮৭৯টি বীর নিবাস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে মোট লক্ষ্যের প্রায় ২০% বীর নিবাসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কার্যাদেশ ইস্যুকৃত ১১,৭৮১টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং এর মধ্যে ৭০১ টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ নিস্কন্টক জমির অভাবে স্থগিত রয়েছে। ১২৩৪০টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজের দরপত্র এখন পর্যন্ত আহবান করা সম্ভব হয়নি। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.৯)

(খ) বরাদ্দপ্রাপ্তদের ৯৭% বলেছেন নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভালো/সন্তোষজনক। উত্তদাতাদের ৩% বলেছেন নির্মাণ কাজের গুনগতমান সন্তোষজনক নয়। তবে সাধারণভাবে কাজের গুণগতমানের বরাদ্দপ্রাপ্তরা সন্তুষ্ট। [অনুচ্ছেদ-৩.৫.১ (ক-৪)]

(গ) ৮৪টি বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের ৮৪% বলেছেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপনকৃত নলকূপের পানির মান তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং ১৬% বলেছেন পানির মান নিম্নমানের। এক্ষেত্রে নলকূপের গভীরতা বৃদ্ধি করার জন্য তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। [অনুচ্ছেদ-৩.৫.১ (ক-৬)]

(ঘ) প্রকল্পের সমাপ্তি/লক্ষ্য (goal) যথা অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা অথবা শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের বিধবা স্ত্রী/বিপত্নিক স্বামী অথবা তাঁদের সন্তানদের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস প্রকল্পটির মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে/হবে। [অনুচ্ছেদ-৩.৫.১ (ক-৯)]

৫.২ সরেজমিনে বীর নিবাস পরিদর্শনের ফলাফল পর্যালোচনা

(ক) বীর নিবাসের রুমের, টয়লেটের, কিচেনের, বাথরুমের, শয়ন কক্ষের, লিভিং রুমের ও ডাইনিং রুমের সাইজ নকশার সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। মাটির সমতল হতে মেঝের সমতল সঠিক উচ্চতায় পাওয়া গেছে। মেঝে (floor) হতে ছাদ (ceiling) পর্যন্ত উচ্চতা নকশার সাথে সঠিক পাওয়া গেছে। বীর নিবাসের Frontage-এর পরিমাপ নকশা অনুসারে সঠিক পাওয়া গেছে। সম্পন্ন করা ছাদ, যেগুলোর সিলিং প্লাস্টার সম্পন্ন করা হয়নি সেগুলোতে হানি-কম্ব (honey-comb) জনিত ত্রুটি (defect) পরিলক্ষিত হয়নি। দরজা, জানালা পরিমাপ করে নকশার সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। লিনটেলের (lintel) পরিমাপ নকশার সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। নির্মাণ সমাপ্ত বা নির্মাণ চলমান বীর নিবাসের কাজ সার্বিকভাবে নকশার সাথে সঠিক আছে। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (ক-২)]

(খ) কতিপয় বীর নিবাসে দেওয়ালের ইটের কাজে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ইটের কাজের লাইন এবং গ্রেড সঠিকভাবে হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান খারাপ আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইটের আকৃতি

(size) যথাযথ ছিলো না। একই লাইনের ইট একটির পরে অন্যটি সমতলে স্থাপন করা হয়নি। দেওয়ালের ইটের কাজে ত্রুটি (defect) আছে। প্রথম শ্রেণির ইটের কাজে বাঁকা অথবা বিকৃত আকৃতির (de-shaped) ইট ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মর্টার অথবা প্লাস্টারে প্রয়োজনের চেয়ে কম সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতার অভাবেও কাজের মানে ত্রুটি সৃষ্টি হচ্ছে। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (খ)]

(গ) সমাপ্ত অথবা চলমান নির্মাণ কাজের পরিমাণ (quantity) পরিমাপ বহিতে (measurement book) লিপিবদ্ধ করার পূর্বে উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করে বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর নিবাসে প্লাস্টার ধসে গেছে কিনা, দেওয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কিনা, দরজা ফাঁক হয়ে গেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করা যেতে পারে। তাঁর নিকট হতে বিরূপ কিছু শোনা গেলে প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে পরীক্ষা করে কাজের ত্রুটি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করার পরে বিল প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (খ-১)]

(ঘ) নিরাপত্তা জামানতের টাকা ফেরত দেওয়ার পূর্বে চুক্তিপত্রের Defect Liability Period এর মধ্যে সমাপ্তকৃত বীর নিবাস সরেজমিনে পরিদর্শন করে কোনো Defect আছে কিনা তা পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা মেরামত করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (খ-২)]

(ঙ) বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার দালানে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। (এঁদের একজন ফরিদপুরের নাগরকান্দা উপজেলার এবং অন্যজন নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার।) ফাটল পরীক্ষা করে যথাযথভাবে মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (খ-৩)]

(চ) গ্রামের পরিবেশে septic tank-এর সাথে soak well সংযুক্ত রাখা অপরিহার্য। septic tank-এর সাথে soak well সংযুক্ত না রাখার সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যসম্মত নহে। (বর্তমান অবস্থায় কয়েক দিন পর পর বরাদ্দপ্রাপ্তদেরকে সেপ্টিক ট্যাংক পরিস্কার করতে হবে এবং বিষয়টি অস্বাস্থ্যকর হবে।) [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (গ)]

(ছ) জানালার উপরের সানসেডের (sunshade) প্রস্থ ৬ ইঞ্চি মাত্র। বরাদ্দপ্রাপ্তরা বলেছেন বৃষ্টির সময়ে জানালা উন্মুক্ত করা হলে জানালা দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে, তাঁরা সানসেডের উপকারিতা পাচ্ছেন না।

(জ) বীর নিবাসগুলো টেকসই (durable/strong) ও সহনীয় (sustainable) রাখার উদ্দেশ্যে বরাদ্দপ্রাপ্তদেরকে বীর নিবাস যথাযথভাবে (routine) রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (ঘ)]

(ঝ) রুফ স্লাবের (roof slab) পুরুত্ব (thickness) ৪.৫ ইঞ্চি (১১২ মিমি)। ছাদের উপরের artificial patent stone এর পুরুত্ব ৩৮ মিমি অথবা ১.৫ ইঞ্চি। অর্থাৎ roof slab এবং artificial patent stone এর পুরুত্ব একত্রে ৬ ইঞ্চি (১৫০ মিমি) ঢালাই করা যেতে পারে। তাতে নির্মাণ কাজ মজবুত হবে। [অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (ঙ)]

৫.৩ সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

(ক) বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করার পূর্বে তাঁদের আর্থিক অবস্থা অথবা তাঁদের নিবাসের অবস্থার কোন জরিপ করা হয়নি। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যপরিধিতে ত্রুটি ছিলো। [অনুচ্ছেদ-৩.৭.১ (খ)]।

(খ) মোট ৩০,০০০টি বীর নিবাসের ২,২৪৬টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত রাখা আছে। এগুলোর বরাদ্দ প্রদান করে একই সাথে নির্মাণ কাজ শুরু করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৩.৭.১ (গ)]।

৫.৪ প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক পর্যালোচনা (SWOT বিশ্লেষণ)

প্রকল্পের শুরু হতে বর্তমানে কর্মরত প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করছেন। এ কারণে প্রশাসনিক এবং দিক নির্দেশনা ব্যাহত হচ্ছেনা। প্রকল্পটির পূর্ণ ব্যয় বাংলাদেশ সরকার বহন করছে ফলে প্রকল্প বাস্তায়নে কোনো দাতা সংস্থার কোনো নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের বাধ্যবাদকতা নেই এবং দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয় না। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা করছেন। এগুলো প্রকল্পের সবলদিক। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য এবং পূর্ত নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য জনবলের অপ্রতুলতা প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পটির মূলভাব (theme)। স্বয়ং সরকার প্রধান প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যাপারে সদয় নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো প্রকল্পের সুযোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে এবং বরাদ্দপ্রাপ্তরা কর্তৃক প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বীর নিবাসের স্থায়িত্ব হ্রাস পেতে পারে। প্রকল্পের এ ছাড়া অন্য কোন ঝুঁকি নেই। (চতুর্থ অধ্যায়)।

৫.৫ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

(ক) প্রকল্পটির প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২.০৯.২০২০ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। প্রকল্পটির ডিপিপি ১৬.০৩.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছিলো। ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের অনুসৃত ফরমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) ডিপিপি-তে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও এক্সিট প্লান প্রদান করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও এক্সিট প্লান সম্পূর্ণ বিবেচ্য। [তথ্যসূত্র-ডিপিপি।]

(গ) প্রকল্পটির আর্থিক ব্যয় ৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ অর্থ বাংলাদেশ সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করছে। প্রকল্পটির প্রধান মূলভাব (theme) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাগণের দারিদ্র্য বিমোচন করা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হবে মর্মে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। [অধ্যায়-৪(গ)]

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার ও পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে জনবলের যোগান যথেষ্ট নয়। প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের মধ্যে উপ প্রকল্প পরিচালকের ২টি পদ শূন্য আছে। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.১)

(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভা প্রয়োজনের তুলনায় ৪৫% কম হয়েছে। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়েছে। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.৪)

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৪ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি আছে। এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.৫)

(ছ) প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য ০৯ সদস্য বিশিষ্ট মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি এখনো কোনো মূল্যায়ন সমীক্ষা করেনি। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.৫.১)

(জ) মন্ত্রণালয় পর্যায়ের নিচে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩টি কমিটি রয়েছে। এগুলো যথাক্রমে: (১) উপজেলা আবাসন নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, (২) জেলা আপীল কমিটি ও (৩) বিভাগীয় আপিল কমিটি। (তথ্যসূত্র: ডিপিপি)।

(ঝ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ জন সহকারী প্রকৌশলী (পুর) এবং ২৪ জন উপ-সহকারী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয়েছে। এ জনবল প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। (অনুচ্ছেদ-৩.৪.২)

(ঞ) মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/প্রয়াত অথবা শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাগণের পরিবারবর্গ যাঁদের একটি নিরাপদ ঘর নেই তাঁদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা ও তাঁদের সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রকল্পের অন্যতম সুযোগ। প্রকল্পের মাধ্যমে যাঁদেরকে বীর নিবাস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাঁদের সরাসরি নিম্ন বর্ণিত উপকার হয়েছে:
-প্রতি বছর বাসগৃহ মেরামত বাবদ ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় হবে এবং
-বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পারে।
[চতুর্থ অধ্যায় (গ)]।

(ট) প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে যেমন ভূমিকম্পের দ্বারা বীর নিবাসের ক্ষতি হতে পারে। বীর নিবাসে অগভীর নলকূপজনিত সুপেয় পানির সমস্যা আছে। হাওর অঞ্চলের বীর নিবাসগুলোর মেঝে (floor) বন্যার পানিতে ডুবতে পারে। বীর নিবাসের (ভবনের) সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে soak well সংযুক্ত করা হয়নি। এ কারণে বীর নিবাসের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে। [চতুর্থ অধ্যায় (ঘ)]।

(ঠ) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২১.২০%) অতিবাহিত সময়ের (৮২%) তুলনায় অপ্রতুল। মে ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩ অবশিষ্ট ৬ মাসে বাকী নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য বাস্তবায়ন অনুসূচি/তফসিল (implementation schedule) বাস্তবভিত্তিকভাবে পুনঃনিরূপন করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ-৩.৩.২)।

(ড) বীর নিবাসের জানালার সানসেডের (sunshade) প্রস্থ অপ্রতুল। ফলে এর দ্বারা বৃষ্টির পানি প্রয়োজন মাফিক নিস্কাশন হয় না। সানসেডের প্রস্থ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। [(অনুচ্ছেদ-৩.৬.১ (ঘ)]।

(ঢ) অগ্রগতি প্রতিবেদনের আইটেম নম্বর ৫ এর জন্য ডিপিপি বরাদ্দ রয়েছে ৪৬.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৭.০৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১.০৭ লক্ষ টাকা (২.৩৩%) বেশি ব্যয় হয়েছে। এ অধিক ব্যয় সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান করার প্রয়োজন হবে। (অনুচ্ছেদ-৩.১.২) ।

(ণ) সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, অল্প কিছু ক্ষেত্র ব্যতিত অধিকাংশ জায়গায় নির্মাণ কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। কাজের গতিবিধি পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয়েছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১১,৭৮১টি বীর নিবাস নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। তাছাড়া অবশিষ্ট ১২,৩৪০টি বীর নিবাস নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবানসহ সমুদয় কার্যক্রম এক বছর সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব। কেননা সমগ্র বাংলাদেশে ৫০০টি উপজেলায় উপজেলা আবাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় একই সাথে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অধিক জনবল নিয়োগ করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি করা সম্ভব হলেই সমুদয় নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশমালা ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশমালা

৬.১.১ সমগ্র বাংলাদেশে ৫০০টি উপজেলায় উপজেলা আবাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় একই সাথে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় অধিক সংখ্যক জনবল ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি করার মাধ্যমে অবশিষ্ট ১২,৩৪০টি বীর নিবাসের নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান ও সমুদয় নির্মাণ কার্যক্রম এক বছর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে [অনুচ্ছেদ-৫.৫ (ণ)]

৬.১.২ কতিপয় বীর নিবাসের দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান কাঙ্খিত মাত্রায় নাই। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইটের আকৃতিও যথাযথ নয়। তাই ভালো মানের ইট নির্মাণ কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ইট নির্মাণস্থলে আনার পুর্বে মান প্রাক-পরীক্ষা করা সহ ভালো মানের অন্যান্য প্রয়োজন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। [অনুচ্ছেদ-৫.১ (জ)]

৬.১.৩ সমাপ্ত অথবা চলমান নির্মাণ কাজের পরিমাণ (quantity) পরিমাপ বহিতে (measurement book) লিপিবদ্ধ করার পূর্বে উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বীর নিবাসের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংক্রান্ত বিষয়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাগণের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর নিবাসের প্লাস্টার ধসে পড়েছে কিনা, দেওয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কিনা, কাঠের দরজার সার্টার ফাঁক হয়ে গেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নেওয়া যেতে পারে। তাঁর নিকট হতে বিরূপ কিছু শোনা গেলে প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে পরীক্ষা করে কাজের ত্রুটি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত করার পরে বিল প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৫.২(গ)]

৬.১.৪ Defect Liability Period এর মধ্যে বীর নিবাসে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মেরামত করে নেওয়া যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৫.২ (ঘ)]

৬.১.৫ নলকূপের গভীরতা কম হওয়ার কারণে কতিপয় এলাকায় বীর নিবাসে সুপেয় পানি সরবরাহ করা যাচ্ছেনা। বীর নিবাসে অতি প্রয়োজনীয় সুপেয় পানি সরবরাহ করার প্রয়োজনে নলকূপের গভীরতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৫.১.১ (গ)]

৬.১.৬ বীর নিবাসের জন্য নির্মাণ করা septic tank-এর সাথে soak well সংযুক্ত না করার কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়ার আশংঙ্কা রয়েছে। সংগত কারণে বীর নিবাসের septic tank-এর সাথে soak well সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ-৫.২ (চ)]

৬.১.৭ প্রকল্পের মেয়াদকাল (জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩) প্রায় শেষের দিকে। অথচ ডিপিপি'তে প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সংস্থান থাকা সত্বেও তা করা হয়নি। এমতাবস্থায় ভুল-ত্রুটি নিরূপনে প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়ন যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা যেতে পারে। [(অনুচ্ছেদ-৫.৫ জ)]

৬.১.৮ সর্বমোট ৫০০টি প্যাকেজের মধ্যে ৪৫৫টি প্যাকেজের কার্য ক্রয় দরপত্রে ডিপিপি'তে অনুমোদিত 'ওটিএম' পদ্ধতির পরিবর্তে 'এলটিএম' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা অনুমোদিত ডিপিপি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে [অনুচ্ছেদ-৫.১ (ঘ)]

৬.১.৯ PSC সভা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম হয়েছে এবং এ পর্যন্ত PIC সভা একটিও সম্পন্ন হয়নি। এ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নও উদ্ভুত সমস্যা (যদি থাকে) সমাধান করে প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের জন্য পরিপত্র অনুযায়ী PIC ও PSC সভা করা অতিব জরুরী। [(অনুচ্ছেদ-৫.৫ চ)]

৬.১.১০ বীর নিবাসের জানালার সানসেডের (sunshade) প্রস্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল অর্থাৎ স্পেস কম। ফলে এর দ্বারা বৃষ্টির পানি যথারীতি নিষ্কাশন হয় না। এপ্রক্ষিতে বৃষ্টির পানির উত্তম নিষ্কাশনের জন্য সানসেডের প্রস্থ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। [(অনুচ্ছেদ-৩.৫ (ত)

৬.১.১১ ৩৩৮০টি বীর নিবাস নির্মাণের জন্য Schedule of Rates ২০১৮ অনুযায়ী দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু Schedule of Rates ২০২২ মোতাবেক ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উক্ত সংখ্যক বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (প্রস্তাবিত আরডিপিপি মোতাবেক)। এমতাবস্থায় কিভাবে এই নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলো তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারেন। (অনুচ্ছেদ-৫.১ চ)

৬.২ উপসংহার

এপ্রিল ২০২৩ এ পূর্ত নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মোট পূর্ত কাজের প্রায় এক পঞ্চমাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩৫%। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সময়ের ৩৪ মাসের মধ্যে ২৮ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ে বাস্তব ও আর্থিক কোন অগ্রগতি গৃহীত Time Bound Action Plan এর সাথে সমানুপাতিক হারে অর্জিত হয়নি। আবার মে ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অবশিষ্ট ৬ মাসে প্রকল্পের বাকী কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা। এমতাবস্থায় গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করা। তাছাড়া যৌক্তিকভাবে সময় বৃদ্ধি করে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও তদানুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সর্বোপরি প্রকল্প সমাপ্তি ও বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত সকলকে বীর নিবাস হস্তান্তর করার সাথে সাথে ঈপ্সিত লক্ষ্য (goal) পূর্ণভাবে অর্জিত হবে।

পরিশিষ্ট-১: পরিচিতি মুলক তথ্য

প্রশ্নমালা-১: (প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বীর নিবাস বরাদ্দ প্রাপ্তদের জন্য)

সেকশন-কঃপরিচিতি মূলক তথ্য

পরিচিতি মূলকতথ্য	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের মতামত জরীপ	
১.০	উত্তর/সংখ্যা
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের মতামত জরিপ	
১.১ বরাদ্দকৃত মোট বীর নিবাস সংখ্যা	
১.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	
১.৩. সমাপ্ত বীর নিবাস সংখ্যা	
১.৪. নির্মাণ কাজ চলমান বীর নিবাসের সংখ্যা	
১.৫. বীর নিবাস নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় নাই এমন বীর নিবাসের সংখ্যা	
২.০	
শহিদ/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সংক্রান্ত জরীপ	
২.১ বরাদ্দকৃত মোট বীর নিবাস সংখ্যা	
২.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	
২.৩ শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার সংখ্যা	
২.৪ শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পরিবারের প্রধান **বিধবা স্ত্রী/বিপত্নিক স্বামী**	
২.৫ শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পরিবারের প্রধান **পুত্র**	
২.৬ শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পরিবারের প্রধান **কন্যা**	
২.৭ শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পরিবারের প্রধান **কোনো আত্মীয়**	
৩.০	
শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পরিবারের জনসংখ্যা জরিপ	
৩.১ বরাদ্দকৃত মোট বীর নিবাস সংখ্যা	
৩.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	
৩.৩ পরিবারের লোক সংখ্যা ২ জন	
৩.৪ পরিবারের লোক সংখ্যা ৩ জন	
৩.৫ পরিবারের লোক সংখ্যা ৪ জন অথবা বেশি	
৪.০	
মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার শিক্ষার জরিপ	
৪.১ বরাদ্দকৃত মোট বীর নিবাস সংখ্যা	
৪.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	
৪.৩ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা নিরক্ষর	
৪.৪ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	
৪.৫ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত	
৪.৬ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত	
৪.৭ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত	
৪.৮ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান স্নাতক	
৪.৯ মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান স্নাতকোত্তর	
৫.০	
মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার আর্থিক অবস্থার জরিপ (মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ব্যতীত বাৎসিক আয়	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থিক অবস্থা	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার	
বৎসরে ষাট হাজার টাকার কম	

বৎসরে ষাট হাজার টাকা	
বৎসরে আশি হাজার টাকা	
বৎসরে এক লক্ষ টাকা অথবা বেশি	
৬.০	
মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার বসতভিটার জরিপ	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	
নিজের বসতভিটা ছিলো/আছে।	
নিজের বসতভিটা ছিলো না।	
অন্য কেহ বসতভিটার জমি দান করেছেন।	
নিজের বসতভিটা না থাকার কারণে তাঁর জন্য বীর নিবাস নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।	
৭.০	
বীর নিবাসের নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্বন্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার মতামত	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা	
নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভালো	
নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক	
নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিম্নমানের	
৮.০	
বীর নিবাসের নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান সম্বন্ধে মতামত জরিপ	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা	
নির্মাণ সমাগ্রীর গুণগতমান ভালো।	
নির্মাণ সমাগ্রীর গুণগতমান সন্তোষজনক।	
নির্মাণ সমাগ্রীর গুণগতমান মোটামুটি ধরণের।	
৯.০	
বীর নিবাসের পানির মান সংক্রান্ত জরিপ	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা	
পানির গুণগতমান ভালো	
পানির গুণগতমান সন্তোষজনক	
পানি নিম্নমানের	
১০.০	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের আগের আবাসনের অবস্থা জরিপ	
জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা	
আগের ঘরটি তালপাতার/ছনের চাউনি।	
আগের ঘরটি টিনের চাউনির।	
আগের ঘরটি সেমি পাকা।	
আগের ঘরটি পাকা দালান	
১১.০	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের আগের আবাসনের অসুবিধা জরিপ	
জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
প্রতি বছর মেরামত করতে হতো।	
৪-৫ বছর নতুন করে তৈরি করতে হতো।	
ছালা দিয়ে বৃষ্টির সময় পানি পড়তো।	
বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিলো।	
১২.০	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের অসচ্ছলতা নিরসন সংকান্ত জরিপ	

জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
প্রতি বছর বাসগৃহ মেরামত বাবদ ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় হবে।	
বীর নিবাসে বসবাস করার কারণে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।	
সুবাদে রোগ-বালাই কম হবে ও চিকিৎসা ব্যয় কম হবে।	
বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
১৩.০	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের অনুভূতির জরিপ (গ-১)	
১৩.১ বরাদ্দপাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার সংখ্যা	
১৩.২ জরিপে অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	
১৩.৩ বীর নিবাসের আয়তন প্রত্যাশা অনুসারে সঠিক	
১৩.৪ বীর নিবাসের আয়তন যথেষ্ট নয়	
১৩.৫ গ্রেড বীম (grade beam) এবং পিলার দিয়ে বীর ভবন নির্মাণ করা উচিৎ ছিলো	
১৪.০	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের অনুভূতির জরিপ (গ-২)	
১৪.১ বরাদ্দপাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার সংখ্যা	
১৪.২ জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
১৪.৩ বীর নিবাস ভালো টেকসই হবে	
১৪.৪ বীর নিবাস মোটামুটি টেকসই হবে	
১৪.৫ বীর নিবাস বেশি টেকসই হবে না	
১৫.০	
বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদের অনুভূতির জরিপ	
জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভবিষ্যতে একটি বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন।	
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীণ ভবিষ্যতে একটি বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনার কথা কখনো ভাবেননি।	
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভবিষ্যতে একটি বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনার কথা মাঝে মধ্যে ভেবেছেন	

পরিশিষ্ট-২: বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন তথ্যদাতা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতামত জরিপ

সেকশন-কঃ পরিচিতিমূলক তথ্য

৩.০		
শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার পরিবারের জনসংখ্যা জরিপ		
৩.১ বরাদ্দপ্রাপ্ত নন মোট বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা		
৩.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত নন বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা		
মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার শিক্ষার জরিপ		
৪.১ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা নিরক্ষর		
৪.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত		
৪.৩ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত		
৪.৫ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত		
৪.৬ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত		
৪.৭ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান স্নাতক		
৪.৮ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার শিক্ষার মান স্নাতকোত্তর		

সেকশন-খ: বীর নিবাস সংক্রান্ত।

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড
১.০			
	বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার মতামত জরিপ		
	১.১ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	১.২ জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	১.৩ সমাপ্ত/নির্মাণাধীন বীর নিবাস মজবুতভাবে তৈরি করা হয়েছে/হচ্ছে		
	১.৪ সমাপ্ত/নির্মাণাধীন কোনো বীর নিবাস মজবুত বলে ধারণা হয়নি		
	১.৫ সমাপ্ত/নির্মাণাধীন বীর নিবাসের নির্মাণা সামগ্রী নিম্নমানের		
	১.৬ সমাপ্ত/ নির্মাণাধীন বীর নিবাস		
২.০			
	বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার মতামত জরিপ		
	২.১ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	২.২ জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	২.৩ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার বরাদ্দপ্রাপ্তদের তুলনায় অনুরূপ অসচ্ছল		

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড
	২.৪ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার বরাদ্দপ্রাপ্তদের তুলনায় কম অসচ্ছল		
	২.৫ বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার বরাদ্দপ্রাপ্তদের তুলনায় অধিক অসচ্ছল		
৩.০			
	বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার মতামত জরিপ		
	৩.১ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	৩.২ জরিপে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	৩.৩ বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গানারা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছেন		
	৩.৪ বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গানারা সামাজিকভাবে উপকৃত হয়েছেন		
	৩.৫ বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়ার কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গানাদের অসচ্ছলতা বিদূরিত হবে		
৪.০			
	বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার মতামত জরিপ		
	৩.১ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত নন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	৩.২ জরিপে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
	৩.৩ আর্থিক অবস্থা যাই হউক, একটি বীর নিবাস বরাদ্দ করা হলে গ্রহণ করবেন		
	৩.৪ আর্থিক অবস্থা ভালো, একটি বীর নিবাস বরাদ্দ করা প্রয়োজন নেই		
	৩.৫ ভেদাভেদ না করে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে/বীরাঙ্গনাকে বীর নিবাস প্রদান করা উচিত		

পরিশিষ্ট-৩: এফজিডি-সংক্রান্ত তথ্য ও গাইডলাইন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সেক্টর-১

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ/জরিপ

(এফজিডিতে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, আনসার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মহিলা, চাকুরীজীবি, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার জনগণ অংশ গ্রহণ করবেন।)

এফজিডি'র (FGD) গাইড লাইন (প্রতি বিভাগে একটি করে এফজিডি আয়োজন করা হবে)

আসসালামুআলাইকুম।

আমরা ঢাকায় অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এস এ কনসাল্ট-এর পক্ষে কাজ করছি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।

সদাশয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক **"অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।** প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বর্তমান চিত্র ও গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-১ কর্তৃক এস এ কনসাল্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিল করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য আমরা সরেজমিনে কাজ করছি।

সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে এই ফোকাস গ্রুফ ডিসকাসশন (Focus Group Discussion) আয়োজন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ হলো বাঙালি জাতির ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর মুক্তিযোদ্ধারা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান। জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা দেশকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের অনেকে আজও অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারেনি। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজো নিজেদের জন্য একটি সুন্দর বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের জোগাড় করতে পারেনি। ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনী নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বাঙালি জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তান ও তাদের উত্তরসূরীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সরকার এ জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। এই মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য কাজ করছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ২৪.৩% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং ১৪.৯% মানুষ অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে (উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ১৮.৬% এবং অতি দারিদ্র্যসীমা ৮.৯%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিলো। দেশের মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের দারিদ্র্যও এর একটি অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রকল্পটি সরাসরি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রকল্পটির আওতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অসচ্ছল ৩০,০০০জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ, প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সুবিধা প্রদান করবে।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে এই এফজিডি-তে আলোচনা করে আপনাদের মতামত/সুপারিশ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার একান্ত,

মোঃ আবু তাহের খন্দকার।
টিম লিডার।
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা।
আইএমইডি কর্তৃক নিয়োজিত।

পরিচিতিমূলক তথ্য ও এফজিডি'র গাইডলাইনস্		
১.১ বিভাগের নাম ও কোড		
১.২ পৌরসভার/মহানগরের নাম ও কোড নম্বর		
১.৩ এ বিভাগে বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার সংখ্যা		
২.০ এফজিডি'র স্থান		
৩.০ এফজিডি অনুষ্ঠানের তারিখ		
৩.১ এফজিডি-তে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা		
৪.০ আলোচনার জন্য গাইডলাইন	**আলোচনার সারসংক্ষেপ**	
৪.১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.২ প্রকল্পের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.৩ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে/বীরাঙ্গনাদের বীর নিবাস বরাদ্দ করার ব্যাপারে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.৪ এ প্রকল্পের কারণে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের অসচ্ছলতা দূর হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.৫ প্রকল্পের দ্বারা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গাগনের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.৬ প্রকল্পটির কোনো দুর্বলতা দৃশ্যমান হলে সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.৭ প্রকল্পটির কোনো ঝুঁকি দৃশ্যমান হলে সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.৮ প্রকল্পটি টেকসই হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের মতামত দিন।		
৪.১০ প্রকল্পটির ব্যাপারে আপনাদের কোনো সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখ করুন।		

এফজিডি পরিচালনাকারীর সাক্ষর:

তারিখ:

পরিশিষ্ট-৪: কেআইআই-সংক্রান্ত তথ্য ও গাইডলাইন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সেক্টর-১

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ/জরিপ

KII-গাইড লাইন

আসসালামুআলাইকুম।

আমরা ঢাকায় অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এস এ কনসাল্ট-এর পক্ষে কাজ করছি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।

সদাশয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বর্তমান চিত্র ও গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-১ কর্তৃক এস এ কনসাল্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিল করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য আমরা সরেজমিনে কাজ করছি।

সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে আপনার একটি একান্ত সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হবে মর্মে ধারণা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ হলো বাঙালি জাতির ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর মুক্তিযোদ্ধারা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান। জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা দেশকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের অনেকে আজও অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারেনি। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজও নিজেদের জন্য একটি সুন্দর বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের জোগাড় করতে পারেনি। ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনী নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বাঙালি জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তান ও তাদের উত্তরসূরীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সরকার এ জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। এই মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য কাজ করছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ২৪.৩% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং ১৪.৯% মানুষ অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে (উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ১৮.৬% এবং অতি দারিদ্র্যসীমা ৮.৯%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিলো। দেশের মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের দারিদ্র্যও এর একটি অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রকল্পটি সরাসরি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রকল্পটির আওতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অসচ্ছল ৩০,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ, প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানদের সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সুবিধা প্রদান করবে।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আপনি দাপ্তরিক মর্যাদায় একটি সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প সম্বন্ধে তথ্যাদি/মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের একান্ত,

মোঃ আবু তাহের খন্দকার
টিম লিডার
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
আইএমইডি কর্তৃক নিয়োজিত।

পরিচিতিমূলক তথ্য ও এফজিডি'র গাইডলাইনস্		
১.১ নাম		
১.২ বয়স		
১.৩ লিঙ্গ	পুরুষ/নারী	
১.৪ পদবি		
১.৫ মোবাইল ফোন নম্বর		
১.৬ ই-মেইল (email)		
২.০ নিম্ন লিখিত ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।		
২.১ এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে কত সময় (মাস/বৎসর) যাবত আপনি জড়িত আছেন।		
২.২ কোনো বীর নিবাস আপনি পরিদর্শন করেছেন কিনা।		
জবাব: হ্যাঁ/না।		
২.৩ আপনি কতটি বীর নিবাস সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।		
জবাব: আনুমানিক.....টি।		
২.৪ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তরা তাঁদের অনুভূতির কথা আপনার নিকট ব্যক্ত করেছেন কিনা।		
২.৫ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তরা কিরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।		
২.৬ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বন্ধে বরাদ্দপ্রাপ্তরা সচেতন কিনা।		
২.৭ এ প্রকল্পের কারণে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের অসচ্ছলতা দূর হওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।		
২.৮ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।		
২.৯ প্রকল্পটির কোনো দুর্বলতা দৃশ্যমান হলে সে ব্যাপারে মতামত দিন।		
২.১০ প্রকল্পটির কোনো ঝুঁকি দৃশ্যমান হলে সে ব্যাপারে মতামত দিন।		
২.১১ প্রকল্পটি টেকসই হওয়ার ব্যাপারে মতামত দিন।		

KII পরিচালনাকারীর সাক্ষর:
তারিখ:

পরিশিষ্ট-৫: প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য
তথ্য সংগ্রহ/জরিপ
প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যদি

ক্রঃ নং	প্রয়োজনীয় তথ্যাদি	জবাব
(১)	(২)	(৩)
০১	প্রকল্প পরিচালকের নাম	এম ইদ্রিস সিদ্দিকী
০২	লিঙ্গ	পুরুষ
০৩	মোবাইল ফোন নম্বর	01715014363
০৪	বয়স	৫৯
০৫	চাকুরির অভিজ্ঞতা (বছর)	
০৬	এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে চাকুরির মেয়াদ	২৫/০৫/২০২১ তারিখ হতে অদ্যাবধি
০৭	বীর নিবাসের পূর্ত নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করা এবং কাজের মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপনার দপ্তরের প্রয়োজনীয় যানবাহন আছে কিনা।	না।
০৮	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ডিপিপি-তে অনুমোদিত সময় অনুসারে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে কিনা।	না।
০৯	ডিপিপি-তে উল্লেখিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব না হয়ে থাকলে তার কারণ কী কী।	করোনা মহামারীর কারণে অফিস বন্ধ থাকা।
১০.১	এ যাবত মোট কতটি বীর নিবাস নির্মাণের কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে।	১৭৬৬০টি।
১০.২	মোট কতটি বীর নিবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।	৫৮৭৯টি।
১০.৩	মোট কতটি বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্তদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে।	৫,০০০টি।
১১	এ যাবত প্রকল্পের ভৌত কাজের বাস্তবায়নের শতকরা (%) কত ভাগ অগ্রগতি হয়েছে।	৪৫%।
১৩	প্রকল্প সমাপ্তি মেয়াদ (অক্টোবর ২০২৩) সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে কিনা।	না।
১৪	চাহিদামাফিক অর্থ ছাড় না হওয়ার কারেনে কাজের অগ্রগতি কখনও ব্যাহত হয়েছে কিনা।	হ্যা।
১৫.১	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিপিপি-তে কী পরিমাণ জনবল অনুমোদিত আছে।	(ক) প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০৩ জন। (খ) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারি ০১ জন। (গ) মান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্নাতক প্রকৌশলী ০২ জন। (ঘ) মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ২৪ জন। (ঙ) অন্যান্য সহায়ক কর্মচারি ০৪ জন। মোট = ৩৪ জন।
১৫.২	প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত জনবল যথেষ্ট কিনা।	না।

১৫.৩	প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে ভৌত কাজের অগ্রগতি অতীতে ব্যাহত হয়েছে কিনা।	হ্যাঁ।
১৫.৪	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের তৎপরতার অভাবে কাজের অগ্রগতি অতীতে ব্যাহত হয়েছে কিনা।	হ্যাঁ।
১৫.৫	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের তৎপরতার অভাবে কাজের অগ্রগতি বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে কিনা।	হ্যাঁ।
১৫.৬	কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিলম্বের কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা।	হ্যাঁ।
১৫.৭	বীর নিবাস বরাদ্দ পাওয়া মুক্তিযোদ্ধার/বীরাঙ্গনার ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি না থাকার কারণে কতটি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ ব্যাহত হয়েছে।	৩০,০০০ টির মধ্যে ৭০১ টির নির্মাণ কাজ ব্যাহত হয়েছে।
১৬	(ক) এ যাবৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রতিটি উপজেলায় ৩ টি করে।
	(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত নিয়মিত প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা। (সর্বশেষ সভার প্রতিপালন প্রতিবেদনের একটি কপি দিন।)	হ্যাঁ।
১৭	(ক) এ যাবৎ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	০৫ টি।
	(খ) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত নিয়মিত প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা। (সর্বশেষ সভার প্রতিপালন প্রতিবেদনের একটি কপি দিন।)	হ্যাঁ।
১৮	(ক) এ যাবৎ প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	চলমান আছে।
	(খ) প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত নিয়মিত প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা। (সর্বশেষ সভার প্রতিপালন প্রতিবেদনের একটি কপি দিন।)	না।
২০	(ক) প্রকল্প অডিট কার্যক্রম প্রতি বছর নিয়মিত করা হয় কিনা?	হ্যাঁ।
	(খ) কোনো বকেয়া অডিট আপত্তি আছে কিনা? (গ) কতটি অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন অবস্থায় আছে। (অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির নমুনা কপি প্রদান করুন।)	না। নাই।
২২	আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের প্রকল্পপরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিপালন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে কিনা। (একটি নমুনা প্রতিপালন প্রতিবেদন প্রতিবেদন প্রদান করুন।)	প্রক্রিয়াধীন।
২৩	প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। [পর্যালোচনা/মূল্যায়নের জন্য ১টি সেবা ক্রয়, ২টি পণ্য ক্রয় ও ২টি কাজ ক্রয় দরপত্র মূল্যায়ন/অনুমোদন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র এক সেট করে প্রদান করুন।]	হ্যাঁ।
২৪	প্রকল্পটি sustainable করার জন্য কোনো পরিকল্পা আছে কিনা। সংক্ষিপ্তাকারে আপনার মতামত দিন।	হ্যাঁ। মতামত নিম্নরূপ: সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা বীর নিবাস পাওয়ার জন্য আগ্রহী।
২৫	(ক) করোনা (Corona) অতিমারির কারণে বীর নিবাস নির্মাণ	(ক) হ্যাঁ।

	কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা। (খ) যদি অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে থাকে তবে সময়ের হিসেবে কত মাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।	(খ) আনুমানিক ০৯ মাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।
২৬	প্রকল্পটির (ক) সবল দিক (খ) দুর্বল দিক (গ) সুযোগ এবং (ঘ) ঝুঁকি সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত প্রদান করুন।	(ক) সবলদিক: বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজেই বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে নির্মাণ কাজ বুঝে নিচ্ছেন। (খ) দুর্বল দিক: ১/ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনপদে বীর নিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। ২/ মনিটরিং এর জন্য পযাপ্ত জনবলের অভাব। (গ) সুযোগ: সকল উপজেলায় একযোগে বীর নিবাস নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে। (ঘ) ঝুঁকি: পিডব্লিউডি'র Schedule of Rate 2018 মোতাবেক প্রাক্কলন ধরা আছে। ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিপিপি সংশোধন পূর্বক Schedule of Rate 2022 কাযকর এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে অবশিষ্ট বীর নিবাস নির্মাণ করা সম্ভব হবে না।
২৭	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রকল্পটি অক্টোবর ২০২৩ সমাপ্ত করা সম্ভব না হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।	(ক) Revised DPP ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
২৮	যদি Revised DPP প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়ে থাকে তবে প্রকল্প অনুমোদিত মেয়াদে সম্পন্ন করতে না পারার কারণগুলো উল্লেখ করুন।	(ক) যথাসময়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়া। (খ) করোনা মহামারীর কারণে। (গ) যথাসময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা না পাওয়া। (ঘ) পর্যাপ্ত জনবল না থাকা।
২৯	সমীক্ষা প্রতিবেদনে তথ্যাদি উল্লেখ করার প্রয়োজনে Revised DPP এর একটি কপি প্রদান করুন।	

পরিশিষ্ট-৬: প্রকৌশলীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের ফরম

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ/জরিপ

প্রকল্পের পূর্ত নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনরত প্রকৌশলীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের ফরম)

ক্রঃনং	প্রয়োজনীয় তথ্যাদি	উত্তর
(১)	(২)	(৩)
০১	পূর্ত কাজের মান নিয়ন্ত্রণকারী দায়িত্বপালনকারী প্রকৌশলীর নাম	
০২	লিঙ্গ	
০৩	মোবাইল ফোন নম্বর	
০৪	বয়স	
০৫	শিক্ষাগত যোগ্যতা	
০৬	চাকুরির মোট অভিজ্ঞতা	…….. বছর।
০৭	এই প্রকল্পেরবর্তমান পদে চাকুরির মেয়াদ	…….. বছর
০৮	আপনি (সমাপ্ত বীর নিবাসগুলো ব্যতীত) বর্তমান কতটি বীর নিবাস নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করছেন।	….. ….টি ভবন।
০৯	আপনি ভবন নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য কীভাবে যাতায়াত করেন। (সঠিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)	বাসে/মটর সাইকেলে/নৌকায়/ট্রেনে।
১০	আপনি একটি ভবন নির্মাণ কাজ তদারকির সময়ে রোটিন কোন কোন অবস্থা/মান পরীক্ষা করেন।	ইটের কাজ/ঢালাইয়ের কাজ/রডের কাজ/দরজা-জানালার কাজ, পালস্টারিং কাজ/কিউরিং কাজ/বালু ফিলিংয়ের কাজ ইত্যাদি।
১১	একটি ভবনের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হতে সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত গড়ে আনুমানিক কতদিন প্রয়োজন হয়। (আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে জবাব দিন)।	……. দিন।
১২	একটি ভবন শুরু হতে সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আপনি আনুমানিক কতবার (অথবা দিন) পরিদর্শন করেন।	আনুমানিক ……. দিন।
১৩	প্রথম শ্রেণির ইটের সঠিক মান আপনি সাইটে পরীক্ষা করেন কিনা।	হ্যাঁ।
১৪	কনক্রিট ঢালাইয়ের সময়ে সিমেন্ট যথাযথ পরিমাণের চেয়ে কম দেওয়ার প্রবণতা থাকে। আপনি কীভাবে সিমেন্টের পরিমাণ সঠিক রাখার চেষ্টা করেন।	সিমেন্ট পরিমাপ করে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা হয়।
১৫	কনক্রিট ঢালাই করার জন্য ঠিকাদার মিক্সার মেশিন ব্যবহার করেন কিনা।	হ্যাঁ।
১৬	তাড়াতাড়ি/সহজে কনক্রিট (concrete) মিশ্রন করার জন্য শ্রমিকদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পানি ব্যবহার করার সাধারণ প্রবণতা থাকে। আপনার কি মনে হয়েছে কনক্রিট মিশ্রনে অথবা সিমেন্ট-বালুর মটার মিশানোর সময়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পানি ব্যবহার করা হয়েছে/হচ্ছে।	এরূপ পরিদৃষ্ট হয়নি।

১৭	ছাদের কনক্রিট ঢালাই যথাস্থানে (in position) ধরে রাখার জন্য ঠিকাদার কিসের সাটার ব্যবহার করেছে/করছে।	কাঠের সাটার।
১৮	ছাদের কনক্রিট ঢালাই করার পরে সাটারের ফাঁক দিয়ে কতক্ষণ যাবত পানি চুয়িয়ে (leak হয়ে) নিচে পড়েছে।	প্রায় .... মিনিট হতে ..... মিনিট।
১৯	দেওয়াল নির্মাণ কাজের ইট ভিজিয়ে রাখার জন্য আনুমানিক শতকরা (%) কতজন ঠিকাদার পাকা ট্যাংক নির্মাণ করেছে।	আনুমানিক ..... % ঠিকাদার ট্যাংক নির্মাণ করেছে।
২০	নির্মাণ কাজে ব্যবহার করার আগে পানির ট্যাংকে ইট কতদিন ভিজিয়ে রাখা হয়েছিলো।	..... দিন হতে আনুমানিক ..... দিন।
২১	আনুমানিক শতকরা (%) কত ভাগ বীর নিবাসের ইট ট্যাংকে ডুবিয়ে না রেখে পানি ঢেলে দিয়ে ভিজানো হয়েছিলো।	আনুমানিক ....%।
২২	(ক) যে সব বীর নিবাস নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে সেগুলোর লিনটেলে (lintel) ও ছাদে এম এস রড (m.s.rod) ব্যবহার করা হয়েছে। এম এস রডের specification ডিপিপি-তে fy = 400 Mpa এবং fu = 500 Mpa (minimum) উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে সেগুলোতে ব্যবহার করা এম এস রডের strength ল্যাবরেটরিতে test করা হয়েছে কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	হ্যাঁ/না। ফেক্টরীর গ্রেড দেখে রড ব্যবহার করা হয়েছে।
	(খ) এম এস রডের ল্যাবরেটরির test result দরপত্রের specification অনুসারে যথাযথ হয়েছে কিনা তা আপনি মিলিয়ে দেখে সঠিক পেয়েছেন কিনা।	হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়।
	(গ) যদি এম এস রডের test result সঠিক না পাওয়া যেয়ে থাকে তবে আপনার তত্বাবধান করা মোট কতটি ভবনের এম এস রড আপনি প্রথমবার প্রত্যাখ্যান করেছেন।	হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়।
২৩	আপনার তত্বাবধানে মোট কতটি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	..... টি।
২৪	(ক) ভবনের reinforced cement concrete (rcc) works এর specification এ বলা হয়েছে satisfying a specified compressive strength f'c = 19 MPa at 28 days on standard cylinders. আপনার তত্বাবধানে সমাপ্ত সব ভবনগুলোর Reinforced cement concrete (rcc) এর standard cylinder এর test পরীক্ষাগারে করানো হয়েছে কিনা।	হ্যাঁ/না।
	(খ) standard cylinder এর test পরীক্ষাগারে করানো হয়ে থাকলে test result সঠিক (গ্রহণযোগ্য) পাওয়া গেছে কিনা।	
২৫	যদি সমাপ্ত কোনো ভবনের Reinforced cement concrete (r.c.c.) এর standard cylinder এর test পরীক্ষাগারে করানো না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ছিলো।	এই কাজ দরপত্রে উল্লেখ করা ছিলো না।
২৬	আপনার তত্বাবধানে সমাপ্ত হওয়া ভবনগুলোর দৈবচয়নের মাধ্যমে (random selection) ১০টির Reinforced cement concrete (rcc) এর standard cylinder এর test result প্রদান করুন।	Reinforced cement concrete (rcc) এর standard cylinder এর করানো হয় নাই/হয়েছে।

	(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)	
২৭	(ক) ভবনের roof slab concrete-এর thickness ডিপিপি অনুসারে ৪ (চার) ইঞ্চি (আইটেম নং ৭.১৩)। Roof slab concrete-এর thickness চার ইঞ্চি হয়েছে কিনা তা আপনি পরিমাপ করে দেখেছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	কাজ বাস্তবায়নের সময়ে পরিমাপ নিরূপন করে thickness নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে/নিরূপন করা হয় নাই।
	(খ) ভবনের roof slab এ সঠিক সাইজের (diameter মাপের) m.s.rod ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	হ্যাঁ/না।
	(গ) ভবনের roof slab এর m.s. rod এর spacing ঢালাই করার আগে আপনি মেপে দেখেছেন কিনা এবং সঠিক পেয়েছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	হ্যাঁ/নাই।
২৮	Roof top waterproofing এর জন্য 38 mm thick artificial patent stone (1:2:4), করার ডিপিপি-তে specification আছে। সমাপ্ত ভবনগুলোতে 38 mm thick artificial patent stone ঢালাই করার সময়ে আপনি উপস্থিত ছিলেন কিনা।	আনুমানিক .....% ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম।
২৯	ভবনের Roof top এ 38 mm thick artificial patent stone ঢালাই করার সময়ে আপনি উপস্থিত না থেকে থাকলে আপনি পরে thickness পরিমাপ করে দেখেছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	এ ক্ষেত্রে পরে আমি মেপে দখেছি/মেপে দেখি নাই।
৩০	আপনি Roof top এ 38 mm thick artificial patent stone মেপে মোট কতটি ভবনের মধ্যে কতটির সঠিক পাননি।	মোট .....টি ভবনের মধ্যে .....টির সঠিক পরিমাণ পাওয়া যায়নি।
৩১	(ক) কতিপয় কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে সেগুলোতে defect পাওয়া গেলে পরে defect সংশোধন করার সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে হয় ঠিকাদারকে জরিমানা করতে হয় (যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ defect-কে তুচ্ছ মনে করেন); নতুবা defective work ভেঙ্গে ফেলে নতুনভাবে সম্পন্ন করতে হয়। আপনি কোনো defective work সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট কখনও প্রতিবেদন দাখিল করেছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	হ্যাঁ/না।
	(খ) যদি উপরের জবাব হ্যাঁ হয়ে থাকে তবে আপনি এ ধরণের কতটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।	.... টি।
	(গ) আপনি প্রতিবেদন দাখিল করার পরে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঠিকাদার defect(s) সংশোধন (rectify) করেছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়।
	(ঘ) ঠিকাদার defect(s) সংশোধন (rectify) করার পরে আপনি তা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়।
	(ঙ) এ ধরণের কতটি বিষয়ে আপনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	..... আনুমানিক .....টি/প্রযোজ্য নয়।
৩২	Marble stone size: 30"x24" -এর উপরে সমাপ্ত ভবনের	সমাপ্তগুলোতে/হস্তান্তর করাগুলোতে স্থাপন

	দেওয়ালে “বীর নিবাস মুজিব বর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার” স্থাপন করা হয়েছে কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	করা হয়েছে।
৩৩	Marble stone size: 18" diameter-এর উপরে সমাপ্ত ভবনের দেওয়ালে মুক্তিযোদ্ধা লগো (Logo of Freedom Fighters) স্থাপন করা হয়েছে কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	সমাপ্তগুলোতে/ হস্তান্তর করাগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে।
৩৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন আপনি প্রকল্পের কী কী দুর্বলতা দেখেছেন।	(ক) (খ) (গ) (ঘ)
৩৫	প্রকল্পটির আপনি কোনো ঝুঁকি লক্ষ্য করেছেন কিনা। যদি লক্ষ্য করে থাকেন তবে সেগুলো কী কী।	(ক) (খ) (গ) (ঘ)
৩৬	আপনি যতগুলো বীর নিবাস বাস্তবায়ন কাজে জড়িত ছিলেন অথবা আছেন সেগুলোর বরাদ্দপ্রাপ্তদের আনুমানিক শতকরা (%) কতজনকে আপনার সচ্ছল মনে হয়েছে। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	(ক) মোট ..... টি বীর নিবাস। (খ) আনুমানিক .... % কে সচ্ছল মনে হয়েছে। (গ) কাহাকেও সচ্ছল মনে হয়নি।
৩৭	নির্মাণ সামগ্রী, যথা-ইট, সিমেন্ট, বালু, লোহা-এ সবের প্রয়োজনীয় মান সম্বন্ধে বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা-কে (অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে) আপনি মৌখিকভাবে সময়ে সময়ে বলেছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	(ক) মৌখিকভাবে বলেছি। (খ) বলার প্রয়োজন মনে হয়নি।
৩৮	দেওয়াল নির্মাণের জন্য ইট কত দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে, ইটের কাজ কতদিন পানি দিয়ে কিউরিং (curing) করতে হবে, মেঝে (floor) এবং refinforced cement concrete roof কত দিন পানি দিয়ে নিমজ্জিত করে রাখতে হবে - মজবুত নির্মাণ কাজের এ সব সাধারণ বিষয়গুলো বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা-কে (অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে) আপনি মৌখিকভাবে সময়ে সময়ে বলেছেন কিনা। *(সটিক জবাবেব উপর টিক চিহ্ন দিন)*	(ক) সময়ে সময়ে বলেছি। (খ) কখনও বলিনি।
৩৯	বীর নিবাসগুলো sustainable করার জন্য আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন।	(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ)

পরিশিষ্ট-৭: মালামাল/সেবাক্রয়-সংক্রান্ত তথ্যের ছক

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য

ক্রয়-সংক্রান্তচেকলিস্ট

পিপিআর-২০০৮অনুযায়ীমালামাল/সেবাক্রয়-সংক্রান্ততথ্যাবলী

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৩	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	
৪	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	
৫	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	
৬	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	
৭	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	
৮	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	
১০	রেস্পনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	
১১	নন রেস্পনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	
১২	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	
১৩	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ	
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন (CS)তৈরীর তারিখ	
১৫	মূল্যায়ন প্রতিবেদন (CS) অনুমোদনের তারিখ	
১৬	Notifice of Award (NoA)প্রদানের তারিখ	
১৭	প্রাক্কলিত মূল্য টাঃ	
১৮	চুক্তিমূল্য টাঃ	
১৯	চুক্তিস্বাক্ষরের তারিখ	
২০	কার্যাদেশ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	
২১	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
২২	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
২৩	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কত দিন বৃদ্ধি এবং কারণ	
২৪	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	
২৫	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	
২৬	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	
২৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিলো কিনা?	
২৮	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ না হয়ে থাকলে কেন অনুসরণ করা হয়নি।	

প্রণয়নে,

এসএ কনসাল্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

গফুর এনক্লেভ, ফ্ল্যাট: ১ডি, বাসা নং- ৩৬৩/৩
পলাশবাগ রোড, পশ্চিম রামপুরা ঢাকা-১২১৯।
ফোন: ০১৭১২০৫৬৩২৮, ইমেইল: saconsultil@gmail.com